আইন সংযুক্ত

# কাদম্বিনী নাটক।

প্রথম খণ্ড।

সদর আমীন মুন্সেফ আদালতের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত উকীল

শ্রীযুক্ত কুশদেব পাল কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

কলিকাতা

শীলএণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে যন্ত্রিত

১২৬৯ সাল।

# বিজ্ঞাপন

☞ এই পুস্তক যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা বারা-শত নিবাসী উক্ত গ্রন্থকারের নিকট কিম্বা কলিকাতা বান্ধা বটতলা শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল শীলের ২৪৬নং পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্তহইবেন।

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সকল (দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী, মাল, পোলীস, পেটিকোর্ট, ইষ্টাম্প, ইন্‌কম সংক্রান্ত) আইনাদি প্রচার হইয়াছে, তাহা বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রভৃতি নিরাশ্রম নিরাশ্রমি মনুষ্য মাত্রেই অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, ফলতঃ সমুদয় আইনাদি সংগ্রহ করা ও অবগত ও ব্যয় সাধ্য হওয়া সাধারণের পক্ষে সুলভ নহে, এ জন্য সেই সকল আইনাদি নাটকচ্ছলে সার সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিলাম, বোধ হয় পাঠে ও প্রণিধানে নিরর্থক অথবা বিফল হইবে না।

শ্রীকুশদেব পাল
উকীল, বারাশত

# আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক।

## প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

( গদাধর সেনের বাটী। )

গদাধর সেন চণ্ডীম-ণ্ডপে নিদ্রাবস্থায় আছেন প্রভাত হইতে না হইতে পৈঠার দ্বারে তস্য গৃহিণী উপস্থিতা।

গৃহিণী।—হেঁগা ঘুম ভেঙ্গেছে গা? ওগো ঘুম কি ভেঙ্গেছে? ভোরের বেলায় গায় বাতাস্ দে ভাল ঘুমচ্ছ বটে?

গদাধর।—( শয্যা হইতে দুর্গা দুর্গা দুর্গা ) কি, হয়েছে কি, কিছু কথা আছে না কি?

গৃ।—তুমি যেমন নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছ, ইদিকে সর্ব্বনাশের লক্ষণ দেখ্‌তে পাই, মুখ্ তোলা যে ভার হবে।

গ।—( আস্তে২ ) কি বল্‌দেখি? ভাবটা যে বড় ভাল ঠেক্‌ছে না।

গৃ।—বোল্‌ব কি আমার মাথা না মুণ্ডু, কাদম্বিনী আজ এখনো এসে নাই।

গ।—কাদম্বিনী কোথা গিয়েছে তা এখনো এসে নাই?

গৃ।—উনি যেন কিছুই জানেন্ না, মিন্সের ঠাট দেখে বাঁচিনে।

গ।—আজ্ যে অবাক্ কল্লে, আমি কি জানি, আর কেমন করেই বা জান্‌ব।

গৃ।—তুমি জান্‌বে কেন, মনে করে দেখ দেখি কত দিন বলেছি যে, কাদী হোতে কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না।

গ।—ও আমার কপাল! তাতে আমি কি বুঝ্‌ব, তবে সে কথায় এই ভাব্‌তাম, মেয়েটা আগুণের মতো হয়ে উঠ্‌ছে, কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না, এখন তার হয়েছে কি?

গৃ।—বোল্‌ব কি, কাদী বুঝি মোজেছে, আমাদ্দেরও মোজিয়েছে।

গ।—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) (আস্তে২) কি হয়েছে, কাদী কোথায়?

গৃ।—(আস্তে২) ওগো, কাদী ত নিত্তি২ দশ এগারটার সময় যায়, তিন্ চাট্টের মধ্যে এসে, ঐ যে গো বাঁড়ুয্যেদের ছেলে, নাম ধোর্ত্তে পারিনে, বড়ঠাকুরের নাম, সর্ব্বনাশী এখন যখন এসেনি তখন বোধ হয় সোরেছে।

গ।—ও সর্ব্বনাশ! কাদীর কি তদ্দূর মতলব হবে, সেতো অবুঝ্ মেয়ে নয়, কুলে কালি দেবে?

গৃ।—তার আশ্চর্য্য কি? মেয়ে মানষের মন, তায় মন না মতি, আর সকল সময় কি সেই জ্ঞান থাকে।

গ।—( কিঞ্চিৎ রাগ প্রকাশ করিয়া ) তুমি যেমন গিন্নিটী তেম্নি তোমার কন্যাটী, "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট গিন্নির দোষে সংসার নষ্ট"।

গৃ।—আমার দোষ কি, আমি কি কর্‌ব, আমি কি তারে বেঁধে রাখ্‌বো, না ছেঁদে রাখ্‌বো।

গ।—বাঁধা ছাঁদা নৈলে বুঝি হয় না, বাপের বাড়ীর ঝি সর্ব্বদা নজর রাখ্‌তে হয়, মন্দ চাল্ দেখ্‌লে ধমকাতে ধামকাতে হয়, তা হোলে কি মন্দ হতে পারে, না ঘরের বার্ হোতে পারে। ("বিশেষ স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি ইত্যাদি"।)

গৃ।—তোমার যেমন কথায় কথায় শ্লোক, এখনকার মেয়ে ধমক্ ধামক্ মানে না, এক বোল্‌তে শতেক বলে, হেদ্দেখ তাও বলি, আমার কাদীরে মন্দ বল্‌তে পারিনে, মন্দ কল্লে ত তারে শামী নাপ্তিনী।

গ।—কেন শামীর অপরাধ কি? কখন্ ধরে বেঁধে পিরীত আর মেজে ঘোষে রূপ।

গৃ।—ঐ শামী সর্ব্বনাশী ত যত নষ্টের গোড়া, প্রথমে বেড়াতে আস্‌তেং বেগুণ-ফুল পাতালে, তার পর ধাওয়া ধাওই যাওয়া যাওই, দেওয়া দেওই, খাওয়া খাওই কোরে না মেয়েটার মন খারাব কোরে ফেল্লে, নৈলে আমার কাদম্বিনীরে কি কেউ মন্দ কোর্ত্তে পারে, তবু মাঝে মাঝে কত বোল্‌তাম, যে হেদেরে কাদি তুই সাবধান হয়ে চলিস্, কলিকালের মেয়ে কি হাঁগ দোই মানে।

গদাধর ক্ষুণ্ণ-চিত্তে চণ্ডীমণ্ডপে পাট কাটিতেছে
গৃহিণী উপস্থিতা।

গদা।—কিহে এত বকাবকি কেন? কাণ্ডটা কি, কাদম্বিনী কি এসেছে?

গৃ।—বোল্‌ব কি কাদম্বিনী এসেছে, কিন্তু বাছার ওঠ্‌বার শক্তি নেই।

গদা।—কি হয়েছে? কি পিছ্‌লে পড়েছে নাকি, না কেউ তাড়া হুড়ি দেছে?

গৃ।—না গো! ঐ যে সর্ব্ব-নেশে পোড়া-কপালীর বেটা গোপালে, ঈশ্‌নে, আর কৈলিশে, মেয়েটারে এম্নি মার মেরেছে, এক-কালে দফা রফা কোরেছে বোল্লে হয়।

গদা।—(মনেং মৃত্যু হলেই বাঁচি) প্রকাশ করিয়া, তার জন্যে গোল করা ভাল না প্রকাশ করা ভাল, ভদ্র লোকের কীল খেয়ে কীল চুরি কর্ত্তে হয়।

গৃ।—কি বল্লে এর একটা কিছু না কোরে, চুপ কোরে থাক্‌লে ও ডেকরাদের দৌরাত্ম্যে কি দেশে থাক্তে পার্‌বে, না বসত কোর্ত্তে পার্‌বে?

গদা।—কেন ওরা কি এ দেশের ফৌজদর হয়েছে নাকি, না নবাব সেরাজদ্দৌলা হয়েছে?

গৃ।—ও কপাল! ও পোড়ার-মুখোদের খবর রাখ না বুঝি, তা রাখ্‌বে কেন? কোথাও ত যেতে হয় না, কোন্‌খানে বস্‌তেও হয় না,কেবল পাট কাট্‌তেই দড়।

গদা।—ওরা কি এমন দুষ্ট হয়েছে, আর কারু কিছু করেছে নাকি?

গৃ।—কেন ওরা কি কারু ঘর ঢুক্তে বাকি রেখেছে নাকি, সে দিন সদানন্দের ভাইঝী নিয়ে কি না কোল্লে সে কি বল্‌বার কথা না শোন্‌বার কথা।

(এই বলিতে২ সদানন্দ ছিলিম হস্তে করিয়া আগুণ নিতে আসিতেছে দেখিয়া)

গৃ।—(আস্তে২) ঐ যে নাম কোর্ত্তে২ সদানন্দ, কত দিন বাঁচ্‌বে, ভাল ওকে কেন বলা যাক্‌না ওত পর নয়।

(সদানন্দ উপস্থিত।)

সদা।—(পৈঠায় উঠিতে২) কিহে সেন্‌জ মশায়? পাট কাট্‌তে২ পা গুড়িয়ে বসে ভাব্‌চ কি? ওদিকে দিদী কেন গা অমন্‌তর কোরে দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছ?

—আর ভাই বোল্‌ব কি বলবার কথা নয়, তবে তোমাকে বল্‌তেও ক্ষেতি নাই।

সদা।—তা বোঝা গিয়েছে, প্রকাশ করাও নয়, পোলীসের যে আইন [১] জারী হয়েছে ভারি ফেসাদ বেদে ওটে, কি কি মাল গেছে গা? ও ঐ চৌকীদার বেটার কর্ম্ম, ওরে জব্দ করা উচিত।

গৃ।—না ভাই! চুরি চামারি কিছু নয়, তবে বলি তুমি কিছু

[১] ১৮৬১ সালের ৫ আইন পরিশেষে সারার্থ।

প্রকাশ কোর্ত্তে যাবে না, গোপালে, ঈশ্নেদের দৌরাত্তিতে বসৎ করা ভার।

সদা।—দিদি, ও বেটাদ্দের কথা বোলনা, ওদের নাম কোরনা, আমি যে ওদের কাতে পাচ্ছিনে নৈলে আমিও সেই সদানন্দ, সাত ঘাটের জল এক ঘাটে খাওয়াতে পারি, বেটারা এখন কোরেছে কি?

গৃ।—বোল্‌ব কি একেবারে কাদীর হাড় চূর্ণ করে ফেলেছে, ময়দা পেসা করেছে, তার ওঠ্‌বার শক্তি নেই।

সদা।—আচ্ছা বেশ হয়েছে, বেটাদ্দের এখন কাতে পে-য়েছি ছ ছ মাস জেলে পচাব তবে ছাড়্‌ব, বেটারা জানে না যে নূতন দণ্ড বিধির আইন [ ২ ] জারী হয়েছে, কেমন গুতো।

গৃ।—তোমার কথা শুনে ভাই মনটা খুসি হলো, আমাদের কর্ত্তাটী বল্লেন কি ভদ্র-লোকে কীল খেয়ে কীল চুরি করা ভাল।

সদা।—দিদি! ও সেকেলে কথা, সেকালে ও ভাল ছিল বটে, এখন যেয়ছা কি তেয়ছা-না কল্লে কি বসৎ করা যাবে? না তিষ্ঠন যাবে? এর জন্যে ফৌজদারী না কল্লে ভাল হবে না, এখন চল দেখি কাদম্বিনী কি বলে শুনি।

[ উভয়ের প্রস্থান।

[ ২ ] ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন পশ্চাৎ সারার্থ।

( বাটীর মধ্যে প্রবেশ। )

গৃ।—( যাইতেং ) পোড়ার-মুখরা বাছারে কি জেন্ত রেখেছে না আস্ত রেখেছে, রুলের গুতয় বাছারে আদ্‌খানি কোরে ফেলেছে বল্লে হয়।

কাদ।—( তখনো ফোঁসং করিয়া ফুলিতেং ) মা এলি গা! একটু জল খাব, মাগো ছাতি ফেটে গেল।

গ।—জল খা, হেদে তোর মামা এসেছে, কি বল্ দেখি, আর কি বলে শোন্ দেখি।

কাদ।—মামা গা! আমি বাপু প্রাণ আর রাখ্‌ব না, সর্ব্বনেশেরা আমারে গুত-গাতা মেরেই দফা সেরেছে, আমি আর নড়্‌তে পারিনে।

সদা।—( দন্তেং ) কি বোল্‌ব রে! পোলীস নিকটে নেই, মৈলে এই দণ্ডেই শ্রাদ্ধের চাল চড়াতাম, ভয় কি বাছা! যেমন কুকুর তেম্নি মুগুর হবে।

কাদ।—( আস্তেং উঠিয়া বসিয়া ) মামা! কি কোর্‌বে বল দেখি?

সদা।—বাছা! বেটাদ্দের নামে ফৌজদারী কর্ত্তে হবে, ফৌজদারীর যে শক্ত আইন [ ৩ ] হয়েছে নিস্তার থাক্‌বে না, তুমি আস্তেং আমার সঙ্গে যেতে পার কি না? ক্রোশ ডেড়েক বৈ নয়।

কাদ।—মামা! কোশ ডেড়েক পথ কোথায় যেতে হবে গা?

---

[ ৩ ] ১৮৬১ সালের ২৫ আইন পশ্চাৎ সারার্থ।

সদা।—বাছা! মেজেষ্টর সাহেবের কাছারী যেতে হবে, দরখাস্ত দিতে হয়, যোগাড়-যাগাড় যত আমি কর্‌ব তোমায় কিছুই কর্ত্তে হবে না।

কাদ।—মামা! আলীপুরে যেতে বল তাও যেতে পারি, এখন পোড়ার-মুখরা জব্দ হলে হয়।

সদা।—তাই ত বলি, এমন নৈলে কি মনের মতন হয় তুমি বোসে দেখ্‌বে, বেটাদ্দের কি হাল করি, আর বাছা যে অবস্থায় আছ ঐ রূপে থাক, সাহেবকে দেখাতে হবে, কিছু আহার কোরে নেও আমিও আহার করে আসি।

[ সদানন্দের সদর দরজা দিয়া গমন।

গদা।—কিহে যোষ্‌জ কি হলো? এখন মাট নিট হলো কি না?

সদা।—সেনজ্‌ মাট মিট কি হে? মেজেষ্টরীতে দরখাস্ত কোরে বেটাদ্দের নাকাল কর্ত্তে হবে।

গদা।—তদ্দূর করা কি ভাল হে? লোকেই বা কি বোল্‌বে? এর পর মুখ তোলা কি যাবে, না কথা কওয়া যাবে?

সদা।—কিহে ভয় কি? লজ্জাই বা কি? কোন্‌ ঘরে কি না আছে, আর কি না হয়েছে, ঐ যে বড়-বাড়ীর কথা (এখন যেন বেদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী) উনি আগে কি ছিলেন তা কি আর জান না, না শোন নাই, হেদে সে দিন (ইসারা করিয়া) ওদের বাড়ীর

মধ্যে কি কাণ্ডটা না হোল তাও ত জান? তুমি বসে থাক তোমার কিছুই দায় ঠেকতে হবে না, তবে দু পাঁচ টাকা খরচ তাও কাদী দেবে বোলেছে।

গদা।—তবে যা হয় কর, যদি কিছু না হয়, সেও বড় লজ্জা।

সদা।—কি! শর্ম্মা যাতে লাগে তা অল্পে ছাড়েন্ না, জান ত? সেবার নি-অন্নে দুখে বেটার কি হাল কল্লেম।

[ সদানন্দের প্রস্থান।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

-০০-

## ২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

ফৌজদারীতে দরখাস্ত দিতে গমন।

পথে যাইতে যাইতে——

কাদ।—হেঁগা মামা! সাহেবের কাছে আমায় কি বোল্‌তে হবে গা,? আমার যে বুক দুদ্দুড় কোর্চ্চে।

সদা।—বাছা তোমার ভয় কি? আজ্‌ তোমার কিছু বোল্‌তে হবে না, একবার কেবল সাহেবের সুমুখে দাঁড়াতে হবে মাত্র।

[ কাদম্বিনীকে গাছতলায় বসাইয়া দরখাস্ত লিখিতে সদানন্দের প্রস্থান।

মোক্তার দেবীদাস, হরিদাস যাইতে যাইতে নিরীক্ষণ করিয়া——

দেবী।—ওহে! গাছতলায় না একটী মেয়ে মানুষ বোসে? গোচাল রকম বটে, বোধ হয় কি নালিশ কোর্ত্তে এসেছে।

হরি।—নালিশ কোর্ত্তে এসেছে তার সন্দেহ কি আছে,

ভাব দেখেই বোঝা যায়, চল না যদি পটাতে পারি
ত যথা লাভ।

দেবী।—ও ভাই! আমাদ্দের কি পোট্‌বে? ওকি
ঘোনো ছাড়া এসেছে, তবে জিজ্ঞাসায় হান্ নেই।

হরি।—(নিকটে গিয়া) হেঁগা বাছা! ওগো! গেরে-
স্তের মেয়ে? এখানে বোসে কেন গা? কোন না-
লিশ আছে নাকি? বল না বেশ কোরে দরখাস্ত
লিখে দেব এখন।

(কাদম্বিনী বামহস্তে মস্তকের বস্ত্র টানিয়া অধঃ বদন।)

দেবী।—উনি বুঝি নরলোকের সঙ্গে কথা কন্ না, তা
হোলে কথা কৈতেন, কিম্বা বুঝি কেউ বারণ কো-
রেছে।

হরি।—আমাদ্দের সঙ্গে কথা না কৈলেন্! না কৈলেন্!
এখনি গৌরাঙ্গের সঙ্গে কথা হোলেই ছাপা থাক্‌বে
না।

[ মোক্তারগণ নিরাশ্বাস হইয়া প্রস্থান।

সিঁড়ীর দ্বারে চাপ্‌রাসী উপস্থিত।

চাপ্।—(উচ্চৈঃস্বরে) দরখাস্ত দরখাস্ত দরখাস্ত?

সদা।—(দ্রুতগতি কাদম্বিনীর নিকট আসিয়া) এসো২,

বাছা, শীগ্‌গীর এসো, এই দরখাস্ত নেও, সাহেবের স্মুমুখে মেজের উপর ফেলে দিতে হবে।

কাদম্বিনী দরখাস্ত দিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান

[ মুন্সির দরখাস্ত পাঠ। ]

দরখাস্ত-

শ্রীমতী কাদম্বিনী যুবতী, জাতি যুবক্-ঘাতিনী, পেসা রতিরঙ্গ, নিবাস যুবাহৃদিপুর, থানা রসিক গঞ্জ। সন তারিখ

| প্রতিবাদী | সাক্ষী |
|---|---|
| গোপালে, .................. ১ | অন্ধকার চৌধুরী................ ১ |
| ঈশ্‌নে,.........................১ | উদ্যান ভট্টাচার্য্য ............ ১ |
| কৈলিশে,.................... ১ | জোনাক চৌকিদার ......... ১ |
| পদবী—কুলাঙ্গনার কুলনাশা। | নির্জ্জন দাস ................... ১ |
| জাতি—গোণ্ডার। | নিবাস নিশিনগর। |
| পেসা—ষণ্ডামী। | থানা ভয়ানক-পুর। |
| নিবাস—যুবতী-পাড়া। | ডিহি অচৈতন্য-পাড়া। |
| থানা—রমণ-টোলা। | মোং মারপীট ইত্যাদি। |

নালিশের বৃত্তান্ত এই যে, গত কল্য রাত্র এগার-টার সময় বাটী হইতে গমন করিয়া, রমণীমোহন

বাবুর উপরের বৈঠকখানার পার্শ্বের কুঠরীতে স্থিতি হইয়া কর্ম্ম সারিয়া আসিবার কালে, ঘোষালদের গলি দিয়া মুখুর্য্যেদের বাগানের নিকট পঁহুছিলে, ডেক্‌রা প্রতিবাদীগণ আমার মুখে বস্ত্র বান্ধিয়া, বাগানের ভিতর লইয়া, নানা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মুদ্রা দেওনাশ্বাসে, তিন ঘণ্টা দণ্ডাঘাৎ ত করুক; ধর্ম্মাবতার মুদ্রার বিষয় অষ্টরম্ভা দেখিয়া, যেই ঈশ্-নের কোঁচা ধোরেছি, অম্নি পোড়ার-মুখো প্রতিবাদী ত্রয় আমার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক যথোচিত স্থানাস্থানে মার্-ধোর করিয়া অচৈতন্য-পথে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহার চিহ্ন নয়ন্ তুলে, কক্ষ বক্ষঃ দৃষ্ট দৃষ্টে, প্রতিবাদী সাক্ষীগণ তলব ফরমাইয়া সুবিচারে, সর্ব্বনেশে প্রতিবাদীগণকে উচিত শাস্তির অনুমতি প্রদান করিয়া, আমার স্থানে স্থানে নিশি দিনে যাতায়াতের পথ বজায় রাখিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীযুত মালিক নিবেদন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট।—বস্ বস্ হাম্ সম্‌জায়া, হুকুম লেক্‌খ মুদ্দা লেহে গাওয়াহান তলব্ কিয়া যায়।

মুন্সি।—খোদায়ান্দ্ যো হুকুম (বলিয়া দরখাস্তের শিরোভাগে)

আজ্ঞা হইল যে——

প্রতিবাদী সাক্ষীগণ হাজিরের জন্য রীত্যনুসারে শমন জারী হয়।

প্রতিবাদীগণের নামে শমন।

শমন আদালতে ফৌজদারী জিলা মদন কোর্ট

সন তারিখ

| বাদিনী। | প্রতিবাদী। |
|---|---|
| শ্রীমতী কাদম্বিনী | গোপালে, ঈশ্‌নে |
| ইত্যাদি। | ইত্যাদি। |

মোং মারপীট ইত্যাদি।

প্রতিবাদীগণ প্রতি আগে——

বাদিনী তোমারদিগের নামে যে ব্যাপারের নালিশ করিয়াছে সে কম্‌ ব্যাপার নহে, এজন্য লেখা যায় যে, তোমরা আগত ২২ মাঘ পঞ্চমীর দিবস বেলা দশ ঘণ্টার সময় আপন আপন প্রমাণ সহ হাজীর হইতে চাহ ইত্যাদি——

সাক্ষীগণের প্রতি শমন।

বাদিনী তোমারদিগকে সাক্ষী মানীত করায় লেখা যাইতেছে যে তোমরা নির্দ্ধারিত দিবস সময়ে হাজির হইতে চাহ ইত্যাদি——

জিম্মা।

মলয়—নাজির।

পবন—পেয়াদা।

মেয়াদ—যতক্ষণ না পাওয়া যায়।

[ পবন পেয়াদা পরওয়ানা লইয়া মফঃসল গমন। ]

( প্রতিবাদীগণের বাটী উপস্থিত। )

পেয়াদা।—( প্রতিবাদীগণ লক্ষ করিয়া ) তোমগার নামে মুই শমন নেইছি, নে রসিদ দাও ?

প্রতিবাদীগণ।—কিসের শমন ? তুমি কোথাকার পেয়াদা সাহেব ?

পেয়া।—মুই মেজেষ্টর সাহেবের পেয়দা, কিসির শমন নে পোড়ে দেখ ট্যার পাবা ?

প্রতিবাদীগণ শমন ওয়াকীপ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রসিদ দিতেছে——

আমরা শমনের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া রসিদ লিখিয়া দিলাম, নিয়মিত দিবসে হজুরে হাজির হইব ইত্যাদি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র সুশীল
শ্রীঈশান চন্দ্র স্থিরমতি
শ্রীকৈলাশ চন্দ্র নিরীহ
নিবাস ইত্যাদি।

সাক্ষীগণেরও ঐ রূপ রসিদ।

[ পেয়াদার প্রস্থান

( প্রতিবাদীগণ গোপনে গোপালের বৈঠকখানায় )

গোপাল।—( আস্তে২ ) সে দিনকার কর্ম্মটা ভাই ভাল হয়নি।

ঈশান।—কেন হে ভয় কি, তোমার মনে কিছু ভয় হয়েছে নাকি ?

গো।—ভাই রে ! ভয় কি বল্লে বটে, সোজা কথা, এখন মেও ধরে কে ?

ঈ।—কি হে ? তোমাকে যে বড় ভড়্কানে গোচ দেখি, জান ত পুরুষের দশ দশা, না হয় এক দশাতে পড়ে দশ দিন ভুগ্‌তে হবে, ভাইরে ! শাস্তরে আছে, সুখ কোল্লে দুঃখ পেতে হয়, কি বল হে কৈলেশ ? কি বল ?

কৈলাশ।—আর ভাই ! আমি বোল্‌ব কি আমার মাথা ধরেছে, আর আমার পেট ফুল্‌ছে, আমি মাসীর বাড়ী যাই।

ঈ।—এ ! তুমিও যে দেখি গোপালের মাস্তুতো ভাই, তোমরা যে এমন কাছায় হাগা, আগে জান্‌লে কি তোমারদের সঙ্গে মিশি, না এমন কর্ম্ম করি।

কৈ।—ভাই রে ! যদি আমার কথা শুন্‌তে, তা হলে কি এদ্দূর হয়, আমি বল্লাম যে রাজী করে কর্ম্ম করা ভাল, আমার কথা শুন্‌লে না, তা হলে কখন বাড়া বাড়ি হোত না।

ঈ।—হেদ্দেখ, অমন করে কায না নিলে কায পাওয়া যেত না, ও সহজে রাজী হবার বান্দা নয়, তাও ত

চেষ্টা কোর্ত্তে কসুর হয় নি, রমণীমোহনকে বলে না এদ্দূর কোল্লে, যা হোক আসল কায ত জিতে বসিছি এখন দশ দিন কষ্ট, কি ২০৷৫০ টাকা জরীমানা, না হয় দু-মাস মেয়াদী নয় হবে, আর ত কিছু কোর্ত্তে পারবে না, আগে ত চেষ্টা করা যাক্, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে হে? পরে খাট ভাঙ্গলে ভুম শয্যে।

কৈ।—প্রথম কর্ম্মটা যা হোক্ শেষ মারামারিটে ভাল হয় নি, বিশেষ মুদ্রার বিষয়, ধেনু মুদ্রা দেখানও ভাল হয় নি।

ঈ।—ভাই, অমন্ করে ফেলে না এলে সে কি গোল কোর্ত্তে ছাড়্ত, মুদ্রার বিষয় ত আমাদ্দের দু-হাতে দু-মুট।

কৈ।—না ভাই, শেষ হাতে পায়ে ধরে রাজী করাই ভাল ছিল, তিন্টে টাকা কি আর সাইত কোরে দেওয়া যেত না, কেমন হে গোপাল?

গো।—তার সন্দেহ কি ভাই! পুরুষের দায় পড়্লে থাকে না, সে দিন অম্মি গুলি-ওয়ালা পাঁচ্টা পয়্সার জন্যে চর্ম্ম-পাদুকা হস্তে নিয়েছিল মাত্র তবু অপমান কোর্ত্তে পারে নি, তখনি বাড়ী গিয়ে মায়ের পৈঁছে চুরি করে বেচে গুলি-ওয়ালা বেটাকে দিয়ে, ভাত্ জল খাই।

কৈ।—সে যা হোক্, গত সূচনায় ফল কি? এখনকার উপায় চিন্তা কর।

ঈ।—এখনকার উপায় তুফান দেখে হাল্ ছেড় না, ভয় কি! আমার সঙ্গে চল, পুরুষ বেটাছেলে ত বটে।

কৈ।—চলত সকলে কপাল্ ঠুকে কাছারী যাই, তার পর কপালে যা থাকে তাই হবে, বসে আর ভাব্‌লে কি হবে, বোধ হয় দুটো বাজে, হয়ত বাড়ী কত বক্‌চে, চল গে ঝুরো লোসা যাক্।

[ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

-০০-

## তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

[ ফৌজদারী আদালত। ]

[ নাজীর দপ্তরে বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষীগণ উপস্থিত। ]

( তদন্তর সকলের এজাহার হওনান্তে মিসীল প্রস্তুত। )

মাজিষ্ট্রেট।—কই, মেছেল তৈয়ার হুয়া ?
মুন্সি।—ধর্ম্মাবতার——

| বাদিনী। | প্রতিবাদী। |
|---|---|
| শ্রীমতী কাদম্বিনী | গোপাল চন্দ্র |
| যুবতী | প্রভৃতি। |

মোং মারপীট ইত্যাদি।

এইনম্বর প্রস্তুত হয়েছে——

মাজি।—আখের হুয়া ? জল্‌দি জল্‌দি।
মুন্সি।—( বাদিনীর এজাহার পাঠ। )

শ্রীমতী কাদম্বিনী যুবতী, বয়স ১৮।১৯ বৎসর ( জাতি পেসা ইত্যাদি কহিয়া ) আইনমত ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা করিলেক।

সওয়াল।—তোমার এজাহার কি ?

জওয়াব।—আজ্ দিন দশ বার হইল নিশীথ সময়ে ডেক্রা প্রতিবাদীরে আমাকে নে যে কাণ্ডটা কোল্লে, তা বোলব কি বল্‌তে কান্না পায় !

সওয়ালমতে কহিল——

প্রথমে পাথর কোলাকুলি, তার পর চিৎপটাং, পরে মর্দ্দন নখাঘাৎ, চুম্বাঘাৎ, দণ্ডাঘাৎ, বাহুদ্বয়ে গলদেশাকর্ষণ, ইতিমধ্যে আবার ষড়কীর দ্বারা নালী ঘায় ক্ষত বিক্ষত করিয়া, তাও যা হোক্, পরিশেষে নির্দ্দিয় প্রতিবাদীরা আমাকে অচৈতন্য-পথে পতিত করিয়া পলায়ন করিল, দরখাস্তের লিখিত আমার সাক্ষী আছে।

[ বাদিনীর মানীত ১ নম্বরের সাক্ষী। ]

অন্ধকার চৌধুরী, পিতার নাম নিবিড়ান্ধকার, নিবাস ঘোরান্ধকার-পুর, বয়েসের সঙ্খ্যা নাই, পেসা আলো নাশা, ইত্যাদি ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা করিলেক।

সওয়াল।—তুমি বাদিনীর নালিশী মোকদ্দমার কি জান ?

জওয়াব।—আমি ত মশায় সন্ধ্যে হতে না হতে আলোর মাথা খেয়ে বসে আছি, এমন সময় বোল্‌ব কি আহা! আহা! আহা! দণ্ডের মধ্যে, সোণার বাছারে অম্নি লণ্ড ভণ্ড করে ফেল্লে।

সওয়ালমতে কহিল——
যদিচ আমি বৃদ্ধ চলৎশক্তি দৃষ্টি হীন বটী, তথাচ শব্দ শুনে স্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেম্।

[ বাদিনীর মানীত ২ নম্বরের সাক্ষী। ]

উদ্যান ভট্টাচার্য্য, পিতা ভগবান মালী, নিবাস উদ্যাননগর, পেসা ফল উৎপাদন করা ইত্যাদি।

সওয়াল।—তুমি কি জান?
জওয়াব।—হৃদয়ের দুঃখ কি কহিব! কাহার হৃদয়ের ধন সোণার অঙ্গ, আমার হৃদয়ের উপর ধরাসনে ফেলিয়া পাষাণ হৃদয়, প্রতিবাদীগণ কোমল হৃদয়ে হৃদয় অর্পণ করিয়া যে রূপ নিষ্ঠুর হৃদয়ে দণ্ডাঘাৎ করিতে লাগিল, তাহার লম্ফ ঝম্ফ দম্ফ দেখে কম্পবান্ হৃদয়ে, ধরাসনে চেপ্টা হয়ে, বোল্‌ব কি মাটী হয়ে থাক্‌লাম। হৃদয়ের তাপ হৃদয়ে আছে, হৃদয় দৃষ্ট হইলে চিহ্ন দৃষ্ট হইতে পারিবেক।

সওয়ালমতে কহিল——

এমন কাণ্ডটী তৎকালের মধ্যে আমার সাক্ষাতে হয় নাই, বিশেষ "এক পাগলে রক্ষা নাই তায় তিন পাগলে মেলা"।

[ বাদিনীর আনীত ৩ নম্বরের সাক্ষী। ]

জোনাক চৌকিদার, পিতা নক্ষত্র সর্দ্দার, নিবাস বৃক্ষশাখা-পুর, পেসা টীপ্ টীপ্ ইত্যাদি।

সওয়াল।—তুমি কি জান ?

জওয়াব।—আমি মশায় সারা রাৎ ফিরিয়া ফিরিয়া, যেই ঘোষালদের বাগানে এসেছি, সেই যেমন বাঘে গরু ধরে, অম্নি ধরে ফুস্ ফাস্ কোর্ত্তে২ চট্‌পট্ শব্দ শুন্তে পেলেম, ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া ভাব্‌লাম বুঝি মল্ল-যুদ্ধ হয়, তার পর দেখি না যে, মদে-মত্ত তিন ষণ্ডা ঘণ্টা ঘণ্টা অবলা সরলা কুলবালা নিতম্বিনী কাদম্বিনীর কটীতটে ধটী আঁটিয়া, নানা আঘাতের সহিত সুখ-যন্ত্রণা দিতেছে, আরো কত হাঁই ফাঁই করিতেছে।

সওয়ালমতে কহিল——

আমি আপন চক্ষে ( বুক-বুকী, মুখ-মুখী, চোক-চোকী, দেখা-দেখী, মাথা-মাখী, পাকা-পাকী, রোকা-রোকী, ঝোঁকা-ঝোঁকী, পটা-পোটী, চটা-চটী, কাটা-কাটী,

ফাটী, শক্তা-শক্তি, রক্তা-রক্তি, দুড়-দুড়ী, হুড়-হুড়ী, ধরাধরি, মারা-মারী, ছাড়া-ছাড়ী, ঝাড়া-ঝাড়ী ) হইতে দেখিয়াছি।

[ প্রতিবাদী—গোপাল ঈশান কৈলাসের পরস্পর জওয়াব। ]

সওয়াল।—তোমরা বাদিনীর নালিশী মোকদ্দমায় হাজির আসিয়াছ তোমাদ্দের জওয়াব কি ?

জওয়াব।—বাদিনীর নালিশী মোকদ্দমায় অগ্রে আমরা দোষী হইতে পারি না, বরং বাদিনী দণ্ডের যোগ্যা, যে হেতু বাদিনী আমারদিগের অগ্রে ভ্রু-শরাসনে কটাক্ষ শর সন্ধানে হৃদয়ে আঘাৎ করায়, সুতরাং আমরা সেই যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারি প্রতিশোধ দিয়াছি, যে বিচার হয়, আমাদ্দের জওয়াব এই।

সওয়ালমতে কহিল——

আমরা মদন রাজার দোহাই দিয়াছিলাম, কিন্তু হাঁপ দোই মানে নাই।

[ প্রতিবাদীগণের মানী সাক্ষী। ]

| | | |
|---|---|---|
| সোনাকাটা চৌধুরী ... | ১ | নিবাস—ভারত ছাড়া পুর। |
| বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য ... | ১ | থানা—বোঁটা-খালী। |
| লক্ষ্মীছাড়া দাস ... ... | ১ | |

কহিল——

আমরা প্রতিবাদীগণের সহচর, সর্ব্বদা সঙ্গে থাকি,

আমরা জানি, প্রতিবাদীগণের কোন অপরাধ বা দোষ নাই, কেন না বাদিনীর রকম দেখ্‌লে, যোগী ঋষি পর্য্যন্ত ক্ষেপে ওঠে ত অন্যে কা কথা।

সওয়ালমতে কহিল——

বাদিনী অগ্রে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জীভূতা হইয়া স্বীয় নানা অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ করায়, সুতরাং দৌড় কুচের দ্বারা প্রতিবাদীগণ ত্রস্ত হইয়া, অস্ত্র শস্ত্র বস্ত্র বহির্ভূত করিয়া, পরে শান্তি হয়।

মাজিষ্ট্রেট।—অভিপ্রায় এ বিচার——

যে হেতুক দৃষ্ট ও শ্রবণে এবং মননে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অগ্রে বাদিনী পুষ্পশরের কটাক্ষ—শর ইত্যাদি প্রতিবাদীগণের প্রতি নিঃক্ষেপ করায়, পাষাণ দেহ প্রতিবাদীগণ তদ্দ্বারা অচৈতন্য মৃত্যু-পথে পতিত না হইয়া যে জীবন ধারণ পুর্ব্বক সম্বরণ করিয়া কর-পল্লবে যুবতীর গলদেশাকর্ষণ করতঃ প্রাণপণে ও দেহ সমর্পণে, দণ্ডে দণ্ডে যে দণ্ড করিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিবাদীগণের প্রতি দণ্ড বিধান হইতে পারে না।

তবে নবীনা—সুবদনা—সুলোচনা—কুলাঙ্গনা কোমলাঙ্গী—সুনিতম্বিনী—কাদম্বিনীর কেশাকর্ষণে যে দণ্ড করিয়া সোণার অঙ্গ ধুল্যবলুণ্ঠিত করিয়াছে তজ্জন্য প্রতিবাদীগণ উচিত দণ্ডের যোগ্য হইয়া——

হুকুম হইল যে——

প্রতি প্রতিবাদীগণের প্রতি যুবতীর ২৫।২৫ চরণ-দণ্ড দণ্ড করা যায়, যদি তাহা দণ্ড মধ্যে স্বীকার না করে

তবে প্রত্যেকে দণ্ড দণ্ড নারীগঞ্জের জেলখানায় বা মেহনৎ ( চরণ সেবা ) বন্দি থাকিয়া খালাশ পায়।

[ সকলের প্রস্থান।

[ প্রতিবাদীগণ বাদিনীদের বাটীর পার্শ্বে রাস্তা দিয়া যাইতে ২ ]

( গীত। )

[ বেঁচে থাকুন বিদ্যাসাগরের সুর। ]

দয়া কর রসময়ী দয়াময়ী হয়ে ॥ ধ্রু ॥
সাধে সাধে মনোসাধে সাধ পূরাব অসময় পেয়ে ॥ মনে করি এই বাসনা, হয়ে নিত্য বিবসনা, পূরাইবে শবাসনা, হয়েছে হুকুম, গোপনে নির্জ্জনে বনে গেলে যাবে ধূম, যুগল চরণ, কোরে ধারণ, কাল কাটাব হৃদে লয়ে। তুমি গো কামারি নারী, রিপু দমন কোর্ত্তে নারি, দণ্ডে দণ্ডে দণ্ড করি, হোলে মূলাধার, কামাদি লোভাদি সবার ঘুচে যাবে ধার, কুশদেব বলে, আজ্ঞা হোলে, যোগাড়ের ই যোগাড় দিয়ে ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

[ নিশি উপস্থিত গদাধর সেনের বাটী। ]

কাদম্বিনী।—হেঁগা মামা! সর্ব্ব-নেশেরদের কি হলো? ওদের ত কিছুই হয় নাই, আরো হেসে খেলে গেল।

সদানন্দ।—হেদ্দেখ বাছা! ও বেটাদ্দের অল্পে ছাড়া হবে না, আমি যখন লেগিছি, তখন ও বেটাদ্দের ভিটেয় ঘুঘু চরাব, ভিটামাটী-চাটী কোর্‌ব তবে ছাড়্‌ব।

কাদ।—মামা! ঠাওরেছ কি বল দেখি? কিসে ভিটে-মাটী-চাটী হবে।

সদা।—ওদের নামে দেওয়ানীতে নালিশ কোরে ডিক্রী কোরে নীলাম কোরে দেশ ছাড়া কোরে তবে ক্ষান্ত হব।

কাদ।—কি বোলে কোথায় নালিশ কোর্ত্তে হবে গা? আর তার খরচ কি লাগ্‌বে গা?

সদা।—মন্সেফাদালতে দাবী ৩০০৲ টাকা খরচ ৪০।৫০ টাকা পেটীকোর্টে দাবী ৫০০৲ টাকা খরচ ৭০।৮০ টাকা সদর আমীন আদালতে দাবী ১০০০৲ টাকা খরচ একশত শওয়াশত টাকা হোতে পারে, বাছা! যদি

খরচ কুলাতে পার তবে হোরমৎবাহা বাবত হাজার টাকার দাবিতে নালিশ কোরে, এককালে ওদের দফা রফা করি।

কাদ।—মামা! ঐ হাজার টাকারি দাবী দিতে হবে, আমি নিদেন ছেঁড়া কেঁতা বেচে খরচ দেবো, দশ বিশ টাকা কর্জ্জ কোর্ত্তে হয়, বেগুণ-ফুলের কাছে নেবো, ছাড়া হবে না, হেঁগা মামা! সদর আমীন কোথায় গা? আমারো কি যেতে হবে?

সদা।—না বাছা! তোমার আর কোথাও যেতে হবে না কেবল বাড়ী বসে দস্তখৎ করে দিলেই হইবেক, আমি সব যোগাড়-যাগাড় করব, হয় ত আর সাক্ষী দিতে হবে না ফৌজদারী আদালতের নজীর দিলেই কর্ম্ম শেষ হবে।

কাদ।—মামা! তবে আর বিলম্ব করা হবে না, কাল দিন ভাল "মঙ্গলের ঊষো বুধে পা যেথা ইচ্ছা সেথা যা"।

সদা।—আমি এখনি যেতে রাজী আছি তুমি আপাততঃ কাগজের দাম ৫০৲ উকীল ১০৲ এবং অন্যান্য ব্যয় ৪।৫ টাকা দিলেই রওয়ানা হই "শুভস্য শীঘ্রং"।

গদা।—হেঁ হে ঘোষজ! আর কেন? ওরা জব্দ হতে কি বাকি আছে।

সদা।—সেনজ! তুমি বোঝ না! ও বেটাদের কিছু হয়নি আরো হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, ওরা যেমন কুকুর তেম্নি মুগুর না হোলে, ভারি মুস্কিল হবে।

গদা।—যা হয় তাই কর শেষ যেন আমাকে ভুগ্‌তে হয় না।

সদা।—তুমি বসে থাক, আমি কি করি দেখ্‌তে পাবে তোমার কিছুই কোর্ত্তে হবে না।

[ সদানন্দের প্রস্থান।

[ প্রভাতে গমন করিয়া জেলায় উপস্থিত। ]

উকীল।—( মুন্সি কালীদাস্ মজুমদার, ) কি হে ঘোষজ যে? অনেক দিনের পর, মঙ্গলত বটে?

সদা।—মহাশয়ের দর্শনেই মঙ্গল! এক্ষণে একটা নালিশের জন্যে আসা হয়েছে।

উ।—কিসের নালিশ হে? নিজের না মোক্তারি আছে?

সদা।—মশায় সে নিজের বল্লে হয়, আমার এক ভাগ্নীর তরফ হোরমত বাহার নালিশ কোর্ত্তে হবে।

উ।—তোমার কেমন ভাগ্নী? আপনার সহোদরা ভগ্নীর গর্ব্ভজাতা না কি?

সদা।—যদিচ আপনার ভগ্নী নয়, সুবাদে মামাত ভায়ের পিস্‌তত ভায়ের ভগ্নীর কন্যা বটে কিন্তু এক গ্রামে বাস, অধিক আত্মীয়তা থাকায় সুতরাং অনুরোধেই আস্‌তে হয়েছে।

উ।—তা যা হকু বৃত্তান্ত কি বল? কাগজ পত্র আনো আরজী লেখা পড়া করে দাখিল করা যাক্।

সদা।—মশায়! তিন বেটা ষণ্ডাতে বে-হোরমত অপমান মার-ধোর কোর্ত্তে কসুর করে নাই।

উ।—কোন তারিখে ঘটনা হয়েছেল? মনে আছে? আরজীতে যে হেতু উত্থাপনের সময় লিখিতে হবে।

সদা।—মশায় তা আর মনে নেই, সে যে সেদিনকার কথা, গত ২৬ ফাল্গুণ শুক্রবার নিশিযোগে যোগা-যোগ হয়েছেল বিলক্ষণ মনে আছে।

[ নালিশের আরজী। ]

| | |
|---|---|
| শ্রীমতী কাদম্বিনী যুবতী<br>জাতি, ব্যবসা, নিবাস প্রভৃতি | }...............বাদিনী |
| গোপালে ঈশ্‌নে প্রভৃতি<br>নিবাস প্রভৃতি | }.........প্রতিবাদীগণ |

দাবি ১০০০৲ টাকা বাবতে হোরমত বাহা——

ঐ দাবি প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক ১২৬৮ সালের ২৬ ফাল্গুণ নিশিযোগে বিলক্ষণ অন্ধকারে, হেতু উত্থাপন হওয়ায়, সেই হেতু আসল হোরমতের দাবি পাইবার প্রার্থনা——

উক্ত নালিশের ফরিয়াদী শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী।

আমি জানাইতেছি, এই আরজীতে যে কথা লেখা হইল, তাহা আমার জ্ঞান ও অজ্ঞানে সত্য। ২১ মার্চ ১৮৬২।

শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী।

(আরজী পাঠ হইয়া) হুকুম হইল যে——
রেজেষ্টরী নম্বরে গণ্য হইয়া প্রতিবাদীগণের নামে আগত ১২ আপ্রেল বিচারের দিন ধার্য্যমতে শমন জারী হয়, ও বাদিনীর উকীল ৫ রোজ মধ্যে শমন বাহকের তলবানা দাখিল করে। ২১ মার্চ ১৮৬২।

[ প্রতিবাদীগণের নামে শমন। ]

নম্বর উভয় বিবাদীর নাম ইত্যাদি লেখনান্তে——
বাদিনী তোমাদের নামে ১০০০৲ টাকার পরিমাণে আসল হোরমতের হানিকরা হেতুতে এই আদালতে নালিশ করিয়াছে এই হেতু আগত ১২ আপ্রেল বিচারের দিন ধার্য্যমতে লেখা যায়, যে সেই দিবস বেলা দশ ঘণ্টার সময় দলিল প্রমাণ সমেত হাজির হইবা ইত্যাদি।

[ পেয়াদা শমন লইয়া মফঃসল গমন। ]

প্রতিবাদীগণ গরহাজির।

[ নকল শমন প্রতিবাদীগণের বাটীর প্রকাশ্য
স্থানে প্রচার করা। ]

( বাসিন্দাগণের রসিদ। )

লিখিতং শ্রীমিছেরাম দাস, শ্রীকলিরাম চৌকিদার কস্য রসিদ পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে বাদিনী কাদম্বিনী যুবতীর নালিশী মোকদ্দমায় আসামী গোপাল চন্দ্র দিগর গরহাজির থাকায় তাহাদের বাটীর প্রকাশ্য স্থানে নকল শমন প্রচার করত লটকাইয়া দিয়া রসিদ লিখিয়া দিলাম। ২৩ মার্চ ১৮৬২।

[ পেয়াদার প্রস্থান।

[ গোপালের বাটী প্রবেশ। ]

( গোপালের পিসী )—সিদ্ধেশ্বরী।—হেঁরে গোপাল, এক জন পেয়াদা একখানা ছাপ মারা লেখা কাগজ সদর দরজার উপর টান্‌য়ে দিয়ে গেছে, আমাদের রাজেন্দ্র পোড়ে দেখেছে তাতে সেনেরদের কাদীর নাম আর তোর নাম আছে, সে কিরে জানিস্?

গোপাল।—পিসি কই আমিত কিছু শুনিনি গা! দেখে আসি।

[ গোপাল পরওয়ানা পাঠ করিয়া ভাবিতেছে এমত সময় ঈশান, কৈলাস, উপস্থিত। ]

গো।—ভাই ঈশেন! আবার যে বেটী লেগেছে, এখন কি করা যায়? এ যে দেখি বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

ঈশান।—এতে কিছু ভয় পেয়েছ নাকি? ভয় যা তা ফৌজদারী হয়ে গিয়েছে, এখন ভয় নাই দেওয়ানী আদালতে হদ্দমুদ্দ দেখ্‌বো, যদি একান্ত ডিক্রী করে, আমাদের কি কর্‌বে? আমাদের কিছুই নাই বল্লে হয়, যদি বাড়ী ঘর দ্বার ক্রোক করে কর্ত্তারা মোজাহেম দিলেই খালাস হবে, তবে যদি কয়েদ করে ত জেলখানয় মজাকোরে ঝুরো লুস্‌বো আর গোঁপে তা দে গায় বাতাস্ লাগাবো।

গো।—বল্লে বটে, তাতে কি এর পর মুখ দেখান যাবে না লোকের কাছে মুখ তুলে কথা কওয়া যাবে?

ঈ।—ভাই, লোকে এও ত বোল্‌বে যে, ছোঁড়ারা সেনেরদের বাড়ীর মৌচাক ভেঙ্গে মধু খেয়ে জেলখানায় কয়েদ হয়েছে।

গো।—যা হকু কি কুকর্ম্মই করা হয়েছে! না বুঝে সুজে ডান হাতে কোরে, কেমন হে কৈলাস?

কৈ।—ভাই রে! বোল্‌চ কি আমার মৃত্যু ইচ্ছে হচ্ছে, নৈলে ইচ্ছে হয় হে পরমেশ্বর! মাটী দুফাঁক কর তাহাতেই প্রবেশ করি!

গো।—যা হোক্ ভাই, অত হাল্‌কা হইওনা, আর নিতান্ত

হাল ছেড়ে দেওয়া কিছু নয়, যার গরু হাবোড়ে পড়ে তার দুনো বল কোর্ত্তে হয়।

ঈ।—তা বৈ কিহে, বেটা কি অম্নিই ডিক্রী কর্‌বে তবু ছমাস ঘোরাব।

গো।—না ভাই নূতন যে আইন [ ৪ ] হয়েছে তাতে শুনিছি বড় দেরি হয় না।

ঈ।—হেদ্দেখ ভাই, ও বেটা কিছু কোর্ত্তে পার্ত্তোনা সদানন্দ্যে বেটা লেগে বাড়াবাড়ি কর্ত্তেছে।

গো।—তার দোষ কি? তারি বা কি কোর্‌বে?

ঈ।—কেন ও বেটারে ভয় কি, এসো ভাই আগে ও বেটারে জব্দ করি।

গো।—হেঁ বটে তোমার পরামর্শ ভালো, এক জ্বালায় বাঁচিনে আবার জ্বালার উপর জ্বালা ঘটাতে চাও, যেমন কিসের উপর বিষ-ফোড়া।

ঈ।—যা হকু ধার্য্য-দিনে যেতেও হবে, অল্পেও ছাড়া হবে না।

[ সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

[ ৪ ] ১৮৫৯ সালের ৮ আইন পরে সারার্থ

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

-০০-

[ ১২ আপ্রেল প্রতিবাদীগণ আদালতে উপস্থিত। ]

( বর্ণনা পত্র। )

শ্রী গোপালচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র,—
আমারদিগের বর্ণনা এই যে আমরা বাদিনীর দাবির দায়িক হইতে পারি না, কেন না, বাদিনী আপনার হোরমত আপনিই নষ্ট করিয়াছে, কারণ যদি বাদিনী দশ-হাত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমারদের পাড়ায় আমারদের সম্মুখ দিয়া আড়-নয়নে চেয়ে শানী নাপ্তিনীর বাড়ী না যেত তবে কেন আমাদের এমত বিপদ ঘট্‌বে। ইহার বিশ্বাস্থ-প্রমাণ যত যুবা পুরুষ আছে আমরা এখনি দর্শাইতে পারি, বিচারে যদি দায়িক হতে হয় তবে মদ্‌না বেটাকেও দায়িক করিতে আজ্ঞা হয় নিবেদন ইতি।

আমরা জানাইতেছি, বর্ণনা পত্রে যে কথা লেখা হইল তাহা মদনের ঘায় জ্ঞান ও হতজ্ঞানে সত্য।

শ্রীগোপাল চন্দ্র-
শ্রীঈশান চন্দ্র—
শ্রীকৈলাস চন্দ্র—

[ বাদী প্রতিবাদীর সাক্ষী প্রমাণ দর্শান হইয়া
মিসিল প্রস্তুত। ]

হাকিম।—( বাদিনীর উকীলকে ) তোমার মৌক্কেলানির দাবির ও প্রমাণের প্রসঙ্গ কি ব্যক্ত কর।

( বাদিনীর উকীল )—আমার মৌক্কেল বাদিনী অবলা—সরলা—কুলবালা—কুলাঙ্গনা—কিন্তু পতিহীনা, দুঃশীল প্রতিবাদীগণ তিন জনে নির্জ্জনে—গোপনে—উদ্যানে—ধরাসনে—দণ্ডবাণে—হতজ্ঞানে—হতমানে ফেলিয়া যাওয়ায়, তজ্জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ ও ফৌজদারীর নজীর দর্শান হইয়াছে, সুবিচারে দাবি দেলাইতে আজ্ঞা হয়।

হাকীম।—( প্রতিবাদীগণের তরফ উকীলকে ) তোমার কি বক্তব্য আছে ?

প্রঃ—উঃ।—বিচারপতি সুবিচার করুন, প্রতিবাদীগণ কোন দোষের দোষী নয়, উহারা ভদ্র-লোকের ছেলে, ভদ্র আচরণই করেছে, কেন না বাদিনীর শরাঘাতে যখন সুধীর প্রতিবাদীগণ তৎক্ষণাৎ বাদিনীকে কিছু বলে নাই তখন কাযেই দাবির দায়িক নহে, তবে যদি চুপা—ঘায় ঘায়ে ঘা দেওয়া উচিৎ হয় নাই বটে, কিন্তু কি করে ; অসহ্য যন্ত্রণা পুরুষ বেটাছেলে সহ্য করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য হইয়াই মদন-পুরে শরাঘাৎ করিয়াছে এই সামান্য অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না।

[ ইস্যু। ]

১।—বাদিনীর ভ্রু-ভঙ্গী শরাসনের কটাক্ষ শর সন্ধানে বিমুগ্ধ প্রতিবাদীগণ বিদগ্ধ হইয়া বাদিনীর আসল হোরমতের হানি করিয়াছে কি না?

২।—বিবাদীগণ বাদিনীর দাবির দায়িক হইতে পারে কি না?

[ প্রথম ইস্যুর বিচার। ]

নথীর সমুদয় কাগজ পত্র দৃষ্ট ও শ্রবণে বিদিত হইল যে বাদিনী একেত দশ-হাত বস্ত্র পরিধানা, তাহাতে আবার যুবতী নব-যৌবনা একাকিনী গজগামিনী তার উপর আবার ( কাটাঘায়ে লূনের ছিটে ) ভ্রু-ভঙ্গি নয়ন-বাণ, এই সকল যন্ত্রণা যে যুবক প্রতিবাদীগণ, লাজ ভয়ে তদ্দণ্ডেই তাহার প্রতিশোধ না দিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া সহ্য করিয়াছিল, ইহাতে উহাদিগকে ধন্যবাদ করিতে হইবে, ও সে হেতুতে হোরমতের হানি হইতে না পারা বিবেচনা সিদ্ধ হইল।

[ দ্বিতীয় ইস্যুর বিচার। ]

ফলতঃ যখন ( কড়িতে বুড়ার বিয়ে, কড়ি লোভে মরে গিয়ে, কুলবধূ ভোলে কড়ি দিলে ) তখন বিমূঢ় বিবাদীগণ দল বাঁধিয়া ছল করিয়া বলধরিয়া কোমলাঙ্গী—নিতম্বিনী—কাদম্বিনীকে উদ্যানে ধরাসনে ধরাধরি ধরাশায়ী অধিরা

চিত্ত করিয়া যে নারাজ-মন্দিরে বিরাজ করিয়াছে সে হে-তুতে বিবাদীগণ বাদিনীর দাবির দায়িক থাকা অস্মদাদির বিবেচনায় যুক্তি সিদ্ধ হইয়া——

[ হুকুম হইল যে—— ]

মোকদ্দমা বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী হয় বাদিনী তাহার দাবি মায় খরচা আদায় পর্য্যন্ত সুদ সহ জবরদস্তীতে হোরমৎ তোড়া মুড় প্রতিবাদীগণের স্থানে পায়, তাহারা আপন খরচা হানি জানে।

---

[ প্রতিবাদীগণের জজ্ঞ আপীল। ]

( আপীলের অজুহাত। )

| আপীলান্ট | রেস্পাণ্ডেন্ট |
|---|---|
| গোপাল চন্দ্র প্রভৃতি | শ্রীমতী কাদম্বিনী যুবতী |

দাবি ১০০০৲ টাকা বাবতে হোরমৎ বাহা।

জেলার শ্রীযুত সদর আমীন মহাশয় আমারদিগের বিরুদ্ধে যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার অসম্মতিতে আ-পীল।

১ দফা।—শ্রীযুত সদরামীন মহাশয়ের দ্বিতীয় ইস্যুর বিচারের মর্ম্মানুসারে আমরা বাদিনীর দাবির দায়িক হইতে পারিনা, কেন না যখন (বিশ্বপতি ত্রিপুরারি, কন্যা যাঁর জরৎকারী, পদ্মবনে পরিচয় ছলে। পরিধান বাঘাম্বর, হেরে মত্ত দিগম্বর, ধনীরে ধরিতে যান বলে।।) তখন আমরা বাদিনীর লাবণ্যরূপসরোবর দৃষ্টে উন্মত্ত জ্ঞান হীন পিপাসিত ভৃঙ্গ ধৈর্য্য রূপ রজ্জু বন্ধনে, কি রূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি।

২ দফা।—যদিস্যাৎ শ্রীযুত সদর আমীন মহাশয় আমারদিগের দর্শিত (কামাতুরাণাং ইত্যাদি) নজীর দৃষ্টে প্রণিধান করিতেন,তাহা হইলে বোধহয় আমাদিগকে কখন বাদিনীর দাবির দায়িক করিতে পারিতেন না, এ জন্য প্রার্থনা যে সূক্ষ্ম বিচারে বাদিনীর অন্যায্য দাবির দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া যুবকদিগের যুবাকালের কোন কোন সময়ের আসা-পথ বজায় রাখিতে আজ্ঞা হয় নিবেদন ইতি।
১৭ আপ্রেল ১৮৬২।

[আপীলের বিচার।]

যে হেতুক শ্রীযুত সদর আমীনের বিচারের হেতুবাদ দৃষ্টে নিষ্পত্তি অন্যথা হইবার পক্ষে কোন হেতু দৃষ্ট হয় না, কেন না যখন সুশীলা বাদিনীর প্রতি প্রতিবাদীগণের দুঃশীলতা প্রকাশ করা প্রকাশ পাইতেছে, তখন সুতরাং

বাদিনীর দাবি ন্যায্য ও তুর্দ্দণ্ড প্রতিবাদীগণ দায়িক হইবার পক্ষে সন্দেহ না হইয়া——

[ হুকুম হইল যে—— ]

আপীল ডিস্‌মিস্‌ সদর আমীনের হুকুম বহাল থাকে বাদিনী আপীল খরচা পায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[ ডিক্রীজারীর দরখাস্ত। ]

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নম্বর | উভয় পক্ষের নাম | ডিক্রীর তারিখ | আপীল হইয়াছে কি না | রফা নিষ্পত্তিহইয়াছে কি না | পাওয়ানার সঙ্খ্যা | দেনদারের নাম | যেপ্রার্থনা হয় |
| ৫ নং | ডিক্রীদার শ্রীমতী কাদম্বিনী যুবতী দেনদার গোপাল চন্দ্র প্রভৃতি | ১২ আপ্রেল ১৮৬২ | আপীল হইয়া চূড়ান্ত হইয়াছে | রফা হয়নাই | দাবি ১০০০৲ খরচা ১২৫৲ ১১২৫৲ | গোপাল ঈশান কৈলাস | দায়িকানের জায়দাদ ক্রোক নীলামের প্রার্থনা। |

[ হুকুম হইল যে—— ]

দায়ীকানের সম্পত্তি ক্রোক নীলাম জন্য রীতিমত পর-ওয়ানা প্রচার হয়। ২৫ মে ১৮৬২।

[ পেয়াদার মফঃসল গমন। ]

লিখিতং শ্রীমিছেরাম দাস, ও শ্রীকলিরাম চৌকিদার। কস্য রসিদ-পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে দায়ীকানের সম্পত্তি ক্রোক হইয়া নীলাম জন্য আমরা ইশ্‌তিহার প্রচার করিয়া রসিদ লিখিয়া দিলাম ইত্যাদি। ২৭ মে ১৮৬২।

( ক্রোকী সম্পত্তিতে ক্লেম। )

[ ক্লেমী দরখাস্ত। ]

শ্রীভোলানাথ, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীকাশীনাথ, প্রতিবাদী-ত্রয়ের পিতা। নিবেদন এই, আমারদিগের পুত্রেরা কোন বিষয়ে দায়িক হইলে তজ্জন্য আমারদিগের সম্পত্তি ক্রোক নীলাম হইতে পারে না, তাহারদিগের বাটীতে আহারাদি ভিন্ন টিকী দেক্তে পাইনা কেবল ষণ্ডামী ভাণ্ডামী করিয়া কালযাপন করে, সুতরাং এক্ষণে ক্রোকী সম্পত্তিতে দায়ী-কানের কোন স্বত্ব না বর্ত্তিবায়, নীলাম মহকুপের ও খা-লাসের যোগ্য নিবেদন। ৩১ মে ১৮৬২।

[ হুকুম হইল যে—— ]

ক্লেমের বিচার জন্য আগত ১০ জুন দিন ধার্য্য হয় ও ক্লেমদারান ও ডিক্রীদার এই সাবকাসে প্রমাণ দিতে উদ্যোগী হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

[ গদাধর সেনের বাটী সদানন্দ উপস্থিত। ]

কাদম্বিনী।—কৈ গা মামা! কি হোল? কিছুই ত কোর্ত্তে পাল্লে না?

সদানন্দ।—আর বাছা! বেশ কুশিয়ে এনেছিলাম, বেটা-দের বাবারা মোজাহেম দে ফেরে ফেলেছে।

কাদ।—এখন তার উপায় কি কিছু স্থির কোর্ত্তে পেরেছ?

সদা।—উপায় আর কি, ১০ দিন বিলম্ব হবে এই মাত্র কিন্তু নীলাম আটক কোর্ত্তে পার্‌বে না।

কাদ।—কেন ওদের জন্যে কি তাঁদের জায়দাদ নীল হোতে পার্‌বে?

সদা।—বাছা, আমি জেনেছি আইন আছে দায়িকে যে স্বত্ব থাকে তাই নীলাম হয়, এখন সেই বাটীতে ত বেটাদের খাওয়া-পরার স্বত্ব আছে তাই নীলাম হলেই যে বেটারা জব্দ হবে আর দেশ ছেড়ে যাবে।

কাদ।—মামা! বেটাদের কয়েদ করে জেলে পচাতে পার না গা?

সদা।—বাছা, বেশ কথা বলেছ, বেটাদের দস্তকজারী করে জেলে দিতে পাল্লে বেটারাও জব্দ হয় লোকেও জান্তে পারে।

কাদ।—তবে তার খরচ কি লাগ্‌বে বল? কালি তার যোগাড় কর।

সদা।—বাছা তাও হবে কিন্তু আরও একটা মনে পড়ে গেল বেটাদের নামে ১০ আইন [ ৫ ] জারী কোরে আর একখান ডিক্রী করা যাক্ পরে ইন্‌কমেও [ ৬ ] দেখ্‌তে হবে।

কাদ।—১০ আইন কেমন ধারা গা? ও কি বোলে ডিক্রী কর্‌বে গা? আর তার খরচ কি লাগ্‌বে?

সদা।—১০ আইন রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমা কালেক্টরীতে হয়, তাহার খরচ দেওয়ানী আদালত কর্ত্তে কম লাগ্‌তে পারে।

কাদ।—তবে এক্ষণি আর বিলম্ব করোনা টাকা-কড়ি নে যাও।

[ সদানন্দের প্রস্থান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

[ ৫ ] বাকী খাজানা সংক্রান্ত ১৮৫৯ সাঃ, ১০ আঃ, পশ্চাৎ খোলাসা

[ ৬ ] ইন্‌কম ১৮৬০ সালের ৩২ আইন পশ্চাৎ খোলাসা।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

[ কালেক্টরীতে আরজী দাখিল । ]

| বাদিনী | প্রতিবাদী |
|---|---|
| শ্রীমতী কাদম্বিনী যুবতী<br>নিবাস ইত্যাদি | গোপাল প্রভৃতি<br>নিবাস ইত্যাদি |

দাবি তিন জনার প্রতি তিন ঘণ্টার কর ৩০০০৲ টাকা

নিবেদন-

সেনপাড়া পরগনার যুবতী-পুর মৌজার ত্রিকোণ ভূমি কৃষি-কার প্রতিবাদীগণ নিজ ২ হলের দ্বারা কর্ষণ করিয়া কর না দিয়া ফেরার হওয়ায় উচিৎ কর ৩০০০৲ হাজার টাকা পাইবার প্রার্থনা ।

সত্য পাঠ ২ জুন ১৮৬২ ।

[ রীতিমত শমনজারীর দ্বারা আসামীয়ান হাজির। ]

[ জওয়াব। ]

আমারদিগের প্রতি বাদিনী করের দাবি করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, কেন না যদিচ ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছিল মাত্র বটে, কিন্তু যখন তাহাতে প্রণয়রূপ শস্য উৎপাদন হয় নাই তখন কাযেই আমরা করের দায়িক হইতে পারি না। প্রণিধানে সুবিচার আজ্ঞা হয়।

[ বিচার। ]

বাদিনী যে করের দাবি করে তাহা অন্যায় নহে তবে প্রতিবাদীগণ শস্য উৎপাদন না হওয়া কারণে দাবির দায়িক হইতে না পারা যে বলে, তাহা ন্যায্য বোধ হয় না, কেন না ভূমিতে শস্যোৎপন্ন হউক বা না হউক ভূমি কর্ষণ করিলেই কৃষিকারককে করের দায়িক হইতে হইবেক সন্দেহ নাই এমতে——

[ হুকুম হইল যে—— ]

দাবি মায় খরচা বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

## নবম পরিচ্ছেদঃ

[ দস্তকজারীর প্রার্থনা। ]

দরখাস্ত শ্রীমতী কাদম্বিনী যুবতী নিবেদন এই যে আ-মার ডিক্রীর টাকা দায়িক প্রতিবাদীগণ আদায় না করায় প্রার্থনা যে, দস্তক জারীর অনুমতি হয় নিবেদন ইতি।

[ হুকুম হইল যে—— ]

প্রতিবাদীগণের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা প্রচার হয়

[ গ্রেপ্তারি হুকুমনামা দস্তক। ]

[ পেয়াদাগণের জিম্মা। ]

প্রথম—মলয় পবন পেয়াদা।
দ্বিতীয়—কোকিল চন্দ্র পেয়াদা
তৃতীয়—ভ্রমর সেখ পেয়াদা।

৭

[ পদাতিকগণ মদনের দূত হয়ে যম-দূতের ন্যায়
দস্তক লইয়া গমন করিল। ]

প্রতিবাদীগণ রজ্জুরূপ কুহু স্বর ইত্যাদি সন্ধান পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত——

কোথা ছিল পবন-পেয়াদা অন্দরমহল পর্য্যন্ত গমন করিয়া ধত ও বন্ধন করিয়া লইয়া গমন করিল।

প্রতিবাদীগণ—( পথে রোদন করিতে২ যাইতে২ ) পেয়াদা ভাইরে! তোদের পায়ে ধরি এত কোসে বাঁধিস্‌নে, মাঝে মাঝে একটু আল্‌গা দেরে ভাই!

পেয়াদা।—আমারদের খুসি, কর্‌বি ত কর নৈলে এখন হয়েছে কি? এর পর ভূগোল দেখ্‌তে পাবি?

প্রতি।—( উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ) বাবারে! এর উপর আবার ভূগোল আছে, তোদের পায়ে ধরি রে! এমন কর্ম্ম আর কর্‌বো না তোরা ধর্ম্মের বাপ!

পেয়া।—ওরে বেটারা ধর্ম্মের বাপ কি রে, আমার-দের পাওনা গণ্ডা না দিলে ধর্ম্মের বোনাই বল্লে ছাড়বো না।

প্রতি।—আমাদের মেরে ফেল কিন্তু আমারদের কিছুই দেবার শক্তি নেই।

পেয়া।—তোরা বেটারদের এখনি এই দশা এর পর জেল-খানায় ঠেসরে পল্লে কি হবে বলা যায় না।

প্রতি।—ও বাবা! জেলখানায় আবার ঠেলা কি?

পেয়া।—জান না? প্রথম সেলামির ঠেলা, তার পর যে সকল ঠেলা তা ঠেলা পড়্‌লেই টের পাবে।

অতঃপর প্রতিবাদীগণ নারীগঞ্জের যুবতী জেলখানায় উত্তীর্ণ হইয়া মদন-কারাগারে আবদ্ধ।

[ প্রতিবাদীগণ জেলখানায় কিছু দিন আবদ্ধ থাকিয়া অত্যন্ত ক্লেশে মনোদুঃখে খেদ। ]

[ আক্ষেপ ছন্দ। ]

জেলখানা, কি লাঞ্ছনা, দুঃখ কব কায় রে।
দিন দিন, তনু ক্ষীণ, শুকাইল কায় রে॥ ১॥
অহরহে, যেন দেহে, গরল মাখায় রে।
নাহি সুখ, কিবা দুঃখ, ডাঁশ মশা খায় রে॥ ২॥
ক্ষীণ্ণ হেন, লাগে যেন, পিক যাহা গায় রে।
কোন ছলে, মনে হলে, জ্বর এসে গায় রে॥ ৩॥
গতি নাই, দুঃখ পাই, ঘা দিয়ে সে ঘায় রে।
হয়ে পাজি, যাত্রা বুঝি, করেছি মঘায় রে॥ ৪॥
পদাতিক, যে গতিক, ছল সদা চায় রে।
এই ভদ্র, কোন ভদ্র, ফিরে নাহি চায় রে॥ ৫॥

এ সময়, নাহি চায়, গরিব বাছায় রে।
গাড়ু হাতে, না করিতে, হাগ্‌লেম কাছায় রে ॥ ৬ ॥
নাহি জানি, বিনোদিনী, করে বে-বজায় রে।
এমন করে, কারাগারে, মোদের মজায় রে ॥ ৭ ॥
ছেড়ে বাটী, শাকের আঁটি, সহে না বোঝায় রে।
নাই হিত, বলে হিত, দু-কথা বুঝায় রে ॥ ৮ ॥
ছিদ্র পেয়ে, শত্রু হয়ে, বিপদ ঘটায় রে।
ভয়ান্তরে, ঘুঘু চরে, সোণার ভিটায় রে ॥ ৯ ॥
কারালয়, যমালয়, এখানে পাঠায় রে।
ভাবি তাই, ত্রাণ নাই মারা যাই ঠায় রে ॥ ১০ ॥
কিবা বলে, মুখ তুলে বেরবো পাড়ায় রে।
ভিটে ছিলাম্, করে নীলাম্, বুঝিবা তাড়ায় রে ॥ ১১ ॥
ইচ্ছা হয়, এসময়, যাইতে চিতায় রে।
হায় হায়!, প্রাণ যায়, দুঃখ নাহি তায় রে ॥ ১২ ॥
কি আঘাৎ, বজ্রাঘাৎ, পড়িল মাথায় রে।
একি দায়, অনুপায়, যাইব কোথায় রে ॥ ১৩ ॥
নাহি ব্যথা, পিতা মাতা, দিয়েছে বিদায় রে
বাপ বাপ, একি তাপ, হলো একি দায় রে ॥ ১৪ ॥
যার লাগি, জেলে ভুগি, তায় মনঃ ধায় রে।
হয় মনঃ, উচাটন, বাঁচিনে দ্বিধায় রে ॥ ১৫ ॥
প্রাণ গত, ওষ্ঠাগত, হলো ভাবনায় রে।
এই জেল, যেন শেল, মনেতে জানায় রে ॥ ১৬ ॥

| | | |
|---|---|---|
| পায় পায়, | অনুপায়, | না দেখি উপায় রে। |
| ভুগিলাম, | বুঝিলাম, | গড় করি পায় রে ॥ ১৭ ॥ |
| মনঃক্ষুণ্ণ, | আশা শূন্য, | হলো সে দফায় রে। |
| মাথা হেট, | তবু পেট, | না খেলে ফাঁফায় রে ॥ ১৮ |
| কব কায়, | হেন দায়, | না ঠেকে বোবায় রে। |
| একি দায়, | হায় হায়!, | না দেখে বাবায় রে ॥ ১৯ ॥ |
| না চিনিলাম্, | না জানিলাম্, | না গিয়ে সভায় রে। |
| নাই হিতাসী, | হেথা আসি, | দুঃখাগ্নি নিবায় রে ॥ ২০ ॥ |
| অনিবারি, | চক্ষে বারী, | কেহ না থামায় রে। |
| আছি অত্র, | স্নেহ মাত্র, | নাহি করে মায় রে ॥ ২১ ॥ |
| বলিলাম, | ছলিলাম, | ভাবিলাম যায় রে। |
| নাহি রাজি, | তবু মজি, | প্রাণ বুঝি যায় রে ॥ ২২ ॥ |
| অসম্পদে, | এ বিপদে, | কে আসি তরায় রে। |
| মরি লাজে, | মিছে কাযে, | এসেছি ধরায় রে ॥ ২৩ ॥ |
| ছেড়ে আলো, | ভাল ভাল, | পড়েছি জ্বালায় রে। |
| বিমরিষ, | একি বিষ, | গুলেছি মালায় রে ॥ ২৪ ॥ |
| এই বিধি, | দুঃখ-নিধি, | মরি পিপাসায় রে। |
| এমন্ করে, | হাল ধরে, | তুফানে ভাসায় রে ॥ ২৫ ॥ |
| হীন পদ, | কি বিপদ, | হেরিয়ে তাহায় রে। |
| পড়ে দায়, | প্রাণ যায়, | হায় হায় হায় রে! ॥ ২৬ ॥ |
| থেকে জেল, | মারি শেল, | দুঃশীল চক্ষায় রে। |
| এবে আশ, | দেহ নাশ, | করিব ভিক্ষায় রে ॥ ২৭ ॥ |

অতএব, কুশদেব, বলে হায় হায় রে !!
হরি হরি !, গড় করি, রমণীর পায় রে ॥ ২৮ ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্তঃ।

-০০-

পূর্ব্বের আইন সারসংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ হইবার সারার্থ।

ইং ১৮৫৯ সালের ৫ আইন সারার্থ।

১ ধারা।—অন্য ভূম্যধিকারীরদের পাট্টা দিবার যে ক্ষমতা থাকে বীরভূমের ঘাটওয়ালেরদের সেই রূপ ক্ষমতা পাইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২ ধারা।—কোন কোন স্থলে কোর্টওয়ার্ডসের ও রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের সেই ক্ষমতা থাকিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

## ইং ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের খোলাসা

---

### প্রথম অধ্যায়।

[ দেওয়ানী আদালতের এলাকা। ]

১ ধারা।—বিশেষমতে নিষেধ না হইলে সকল প্রকারের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবার কথা।

২ ধারা।—কিন্তু পূর্ব্বে শুনা গিয়াছে ও নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত মোকদ্দমা গ্রাহ্য না হইবার কথা।

৩ ধারা।—দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার।

৪ ধারা।—কোন ব্যক্তির জন্মস্থান কি বংশ প্রযুক্ত এলাকার বহির্ভূত না হইবার কথা।

৫ ধারা।—দেওয়ানী আদালতের এলাকা।

৬ ধারা।—যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহারও মোকদ্দমা খারিজ দাখিল করিবার কথা।

৭ ধারা।—মোকদ্দমাতে সংপূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা ও দাওয়ার এক অংশ ত্যাগ করিবার কথা।

৮ ধারা।—নালিশের নানা কারণ একি মোকদ্দমা সংযোগ করিবার কথা।

৯ ধারা।—কোন কোন স্থলে নালিশের সেই নানা কারণে পৃথক্ পৃথক্ বিচার হইবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১০ ধারা।—জমীর ও ওয়াসিলাতের দাওয়া নালিশের ভিন্ন ভিন্ন কারণ জ্ঞান হইবার কথা।

১১ ধারা।—একি জিলার ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার বাবৎ মোকদ্দমার কথা।

১২ ধারা।—ভিন্ন ভিন্ন জিলাতে যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার মোকদ্দমার কথা।

১৩ ধারা।—ভিন্ন ভিন্ন সদর আদালতের অধীন জিলার আদালতে স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা হইবার কথা।

১৪ ধারা।—জমী আদালতের এলাকার সীমা স্থানে পড়িলে ও অন্য আদালতের এলাকার সামিলে আছে, আসামী এই কথা কহিলে সেই জমীর মোকদ্দমার কথা।

১৫ ধারা।—স্বত্ব নির্ণয়ের মোকদ্দমা।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

১৬ ধারা।—মোকদ্দমার প্রথম কর্ম্মের বিধি উভয় পক্ষের নিজে, কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার কথা।

১৭ ধারা।—স্বীকৃত মোক্তার কাহাকে বলে তাহার কথা।

১ প্রকরণ।—যাহারা মোক্তারনামা পাইয়াছে তাহারা।

২ প্রকরণ।—যাহারা অনুপস্থিত লোকেরদের জন্যে বাণিজ্য ব্যবসায় করে তাহারা।

৩ প্রকরণ।—যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারা।

৪ প্রকরণ।—কোন স্বাধীন রাজার নিমিত্তে মোকদ্দমা চালাইতে যে লোকেরা বিশেষমতে নিযুক্ত হন তাঁহারা।

৫ প্রকরণ।—মোকদ্দমার যে যে কার্য্য কোন পক্ষের করিতে আজ্ঞা হয় তাহা তাহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা হইতে পারিবার ও স্বীকৃত মোক্তারের উপর এত্তেলা প্রভৃতি জারী করিবার কথা।

১৮ ধারা।—উকীলকে নিযুক্ত করিবার কথা ও উকীলেরদের উপর এত্তেলা জারী করিবার কথা।

১৯ ধারা।—হুদ্দাদারেরা কি সিপাহীরা ছুটী পাইতে না পারিলে আপনারদের নিমিত্তে হাজির হইতে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিবার কথা।

২০ ধারা।—সেই প্রকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকের নিজে হাজির হইবার কি উকীলকে নিযুক্ত করিবার কথা।

২১ ধারা।—কোন কোন স্ত্রীলোকের নিজে হাজির না হইবার কথা।

২২ ধারা।—কোন কোন লোককে হাজির না করাইতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি দিবার কথা।

২৩ ধারা।—পরওয়ানা জারী করিবার খরচের ও পরওয়ানা জারী হইবার অগ্রে সেই খরচ আদালতে দিবার কথা।

২৪ ধারা।—নালিশের আরজী কি কৈফিয়ৎ প্রভৃতি সত্য আছে এই কথা মিথ্যা করিয়া লিখিবার দণ্ডের কথা।

## তৃতীয় অধ্যায়।

২৫ ধারা।—চূড়ান্ত ডিক্রী না হওয়া পর্য্যন্ত মোকদ্দমার কার্য্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বিধি ও নালিশের আরজী দাখিল করিবার মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার কথা।

২৬ ধারা।—নালিশের আরজীতে যে যে বৃত্তান্ত থাকিবেক তাহার কথা।

২৭ ধারা। নালিশের আরজীতে দস্তখৎ হইবার ও সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।

২৮ ধারা।—ফরিয়াদী উপস্থিত না থাকাতে যদি তাহাতে দস্তখৎ করিতে ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে না পারে তবে সেই স্থানের বিধি ও চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির মোকদ্দমায় ডৈরেক্টর কি সেক্রেটারি সাহেবের তাহা লিখিবার কথা।

২৯ ধারা।—নালিশের আরজীতে আজ্ঞামতে বিশেষ কথা প্রভৃতি লেখা না থাকিলে আদালতের তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

৩০ ধারা।—দাওয়া আদালতের ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

৩১ ধারা।—দাওয়ার উপযুক্ত মর্ম্ম ধরা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

৩২ ধারা।—ফরিয়াদীর নালিশ করিবার কারণ নাই কিম্বা মিয়াদ অতীত হওয়াতে নালিশ করিবার ক্ষমতা রহিত হইল আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে আরজী অগ্রাহ্য করিবার কথা ও নালিশের আরজী সংশোধন করিবার কথা।

৩৩ ধারা।—আদালতের এলাকার মধ্যে নয় ইহা দৃষ্ট হইলে নালিশের আরজী ফিরিয়া দিবার কথা।

৩৪ ধারা।—ফরিয়াদী যদি ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করে, তবে নালিশের আরজী দাখিল করিবার সময়ে ফরিয়াদীর খরচের জামিন দিবার কথা ও না দিলে নালিশের আরজী অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৫ ধারা।—ফরিয়াদী ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করে ইহা দৃষ্ট হইলে মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে খরচার জামিন দিবার হুকুম হইতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা।—নালিশের আরজী অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপিল হইবার কথা।

৩৭ ধারা।—ভিন্ন ভিন্ন এলাকার সামিল যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার মোকদ্দমাতে কার্য্য করিবার বিধি।

৩৮ ধারা।—নালিশের আরজী গ্রাহ্য হইতে পারিলে

রেজিষ্টরে যে যে কথা লিখিতে হইবেক তাহার কথা লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও সেই রেজিষ্টর লিখিবার পাঠ।

৩৯ ধারা।—নালিশের আরজী আদালতে দাখিল হইলে দলিল ও উপস্থিত করিবার ও আসল দলিলের এক কেতা নকল দাখিল করিবার, ও আসল দলিলে চিহ্ন দিয়া তাহা ফিরিয়া দিবার কথা। ও ফরিয়াদী ইচ্ছা হইলে নকল না দিয়া আসল দলিল দাখিল হইবার কথা। ও দলিল আটক করিয়া রাখিতে আদালতের হুকুম করিবার কথা ও আরজী দাখিল হইবার সময় দলিল না দেওয়া গেলে তাহা প্রমাণে অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৪০ ধারা।—আসামীর নিকটে যে দলিল থাকে তাহা উপস্থিত করাইতে ফরিয়াদীর প্রয়োজন হইলে তাহার কথা আসামীকে শমন করিবার কথা।

৪১ ধারা।—নালিশের আরজী রেজিষ্টরী করা গেলে আসামীর নামে শমন জারী হইবার কথা, ঐ শমন ইস্যু নির্ণয় করিবার নিমিত্তে, কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে হইবার কথা।

৪২ ধারা।—আসামী কি ফরিয়াদী ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে কোন স্থানে থাকিলে তাহার স্বয়ং হাজির হইবার কথা।

৪৩ ধারা।—আসামীকে দলিল উপস্থিত করাইবার হুকুম শমনে থাকিবার কথা।

৪৪ ধারা।—শমন লিখিবার পাঠের কথা।

৪৫ ধারা।—আসামীর হাজির হইবার দিন নিরূপণ যে প্রকারে করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪৬ ধারা।—চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হইলে তাহার ডৈরেক্টরের কি সেক্রেটারির হাজির হইবার হুকুম করিবার কথা।

৪৭ ধারা।—আদালতের আমলার দ্বারা শমন জারী হইবার কথা।

৪৮ ধারা।—শমন যেরূপে জারী করিতে হইবেক তাহার কথা ও আসামী অনেক জন থাকিলে শমন জারীর কথা।

৪৯ ধারা।—নিজ আসামীর উপর শমন জারী হইতে পারিলে হইবেক। কিন্তু মোক্তারের উপর জারী হইলে সিদ্ধ হইবার কথা।

৫০ ধারা।—শমন গ্রহণ করিবার মোক্তার যাহারা হইতে পারে তাহারদের কথা।

৫১ ধারা।—সেই প্রকারের মোক্তারকে লিখিত পত্র দ্বারা নিযুক্ত করিবার ও সেই লিপি আদালতে দাখিল করিবার কথা।

৫২ ধারা।—গবর্ণমেন্টের মোক্তার।

৫৩ ধারা।—যদি আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায় ও তাহার মোক্তার না থাকে তবে তাহার পরিবারের কোন পুরুষের উপর শমন জারী হইবার কথা।

৫৪ ধারা।—যাহার উপর শমন জারী হইল শমন পত্রের পৃষ্ঠে তাহার দস্তখৎ করিবার কথা। কিন্তু দস্তখৎ না হইলেও শমন জারী হইলে সিদ্ধ হইবেক।

৫৫ ধারা।—শমন জারী হইতে না পারিলে তাহার নকল বসত বাটীর দ্বারে লাগাইবার কথা ও আসামী উল্লিখিত স্থানে বাস না করিলে জারী না হওয়ার কথা ও পৃষ্ঠে লিখিয়া ফিরিয়া দিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

৫৬ ধারা।—শমন জারী হইলে যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী হয় তাহার পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

৫৭ ধারা।—শমন জারী না হইয়া ফিরিয়া আনা গেলে আসামী ঐ শমন হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইতেছে ইহা স্বদ্বোধমতে জানিলে তাহা অন্য প্রকারে জারী করিবার কথা।

৫৮ ধারা।—শমন অন্য প্রকারে জারী হইবার আজ্ঞা হইলে হাজির হইবার সময় নিরূপণের কথা।

৫৯ ধারা।—আসামী অন্য আদালতের এলাকায় বাস করিলেও শমন গ্রহণ করিবার তাহার মোক্তার না থাকিলে শমন যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।

৬০ ধারা।—আসামী ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করিলে ও শমন গ্রহণ করিবার তাহার মোক্তার না থাকিলে শমন জারী হইবার ও হাজির হইবার সময়ের কথা ও হাজির না হইলে কোন নিয়মাধীনে মোকদ্দমা চলিবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬১ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে সেই সম্পত্তি যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে তাহার উপর কোন২ স্থলে শমন জারী হইবার কথা।

৬২ ধারা।—সরকারের চাকরেরদের ও সেনাপতিরদের ও সৈন্যেরদের উপর শমন জারী করিবার বিধি।

৬৩ ধারা।—চার্টরপ্রাপ্ত সামাজের কি কোম্পানির উপর জারী হইবার কথা।

৬৪ ধারা।—শমনের পরিবর্ত্তে পত্র পাঠাইবার কথা।

৬৫ ধারা।—এমন স্থলে পত্র জারী করিবার কথা।

৬৬ ধারা। ডাকযোগে প্রেরিত শমন ও পত্রাদির উচিতমতে জারী হইবার ও পঁহুছিবার প্রমাণের কথা।

[ গবর্ণমেন্টের নামে ও সরকারী কারকেরদের নামে যে মোকদ্দমা হয় তাহার বিধি। ]

৬৭ ধারা।—গবর্ণমেন্টের নামে মোকদ্দমা হইলে গবর্ণমেন্টের উকীলের উপর শমন জারী করিবার ও তাঁহার হাজির হইবার ও জওয়াব করিবার কথা।

৬৮ ধারা।—সরকারী পদে যে কর্ম্ম হইয়াছে এমন কোন কর্ম্মের জন্যে গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকেরদের নামে নালিশ হইলে তাঁহারদের উপর শমন জারী হইবার কথা।

৬৯ ধারা।—সেই কার্য্যকারক গবর্ণমেন্টে প্রস্তাব করিতে পারেন আদালতের এমত অবকাশ দিবার কথা।

৭০ ধারা।—যদি গবর্ণমেন্ট জওয়াব দিতে মনস্থ করেন তবে গবর্ণমেন্টের উকিলের হাজির হইয়া ও তাহার হাজির হওয়ার কথা রেজিষ্টরে লেখা যায় এমত প্রার্থনা করিবার কথা।

৭১ ধারা।—যদি সেইরূপ প্রার্থনা না হয়, তবে সাধারণ দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমা যেমন চলে তেমনি চলিবার, কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আসামীকে কয়েদ করিয়া না রাখিবার কথা।

৭২ ধারা।—কোন২ স্থলে আসামীর নিজে হাজির না হইবার কথা।

[ যাহারদের নাম আদালতে দেওয়া যায় নাই এমত লোক-
দিগকে মোকদ্দমা এক পক্ষের মধ্যে গ্রহণ
করিবার বিধি। ]

৭৩ ধারা।—মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া মোকদ্দমাতে যাহাদের সম্পর্ক দৃষ্ট হয় তাহারদিগকে মোকদ্দমা এক পক্ষের মধ্যে গ্রহণ করিতে, আদালতের আজ্ঞা করিবার কথা।

[ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে আসামীকে আটক করিয়া
রাখিবার বিধি। ]

৭৪ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় আসামী এলাকা ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাহার হাজির জামিন লইবার জন্যে ফরিয়াদীর দরখাস্তের কথা।

৭৫ ধারা।—আসামীর জামিন দিবার কারণ নাই ইহা দর্শাইবার জন্যে আদালত তাহাকে আনাইবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

৭৬ ধারা।—আসামী কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাহার জামীন দিবার হুকুমের কথা ও আপিলের কথা।

৭৭ ধারা।—জামীনের পরিবর্ত্তে টাকা আমানৎ।

৭৮ ধারা।—আসামী জামীন না দিলে তাহাকে হাজতে রাখিবার কথা।

৭৯ ধারা।—আসামীকে অনুপযুক্ত কারণে আটক করিয়া রাখা গেলে তাহার ক্ষতিপূরণের কথা ও ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

৮০ ধারা।—যদি আসামী দেশ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে আদালতে দরখাস্ত হইবার কথা।

[ নিষ্পত্তির পূর্ব্বে সম্পত্তি ক্রোক করিবার বিধি। ]

৮১ ধারা।—ডিক্রীর পূর্ব্বে আসামীর স্থানে ডিক্রীমতে কার্য্য করিবার জামীন লইবার ও তাহা না দিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

৮২ ধারা।—দরখাস্ত যে প্রকারে করিতে হইবেক।

৮৩ ধারা।—যে পরওয়ানা জারী হইবেক তাহার পাঠ।

৮৪ ধারা।—কারণ না জানান গেলে কি জামীন না দেওয়া গেলে সম্পত্তি ক্রোক হইবার ও ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৮৫ ধারা।—সম্পত্তির ক্রোক যে প্রকারে হইবেক তাহার কথা ও আপীলের কথা।

৮৬ ধারা।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার উপর দাওয়া হইলে তাহার বিচারের কথা।

৮৭ ধারা।—জামীন দেওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৮৮ ধারা।—অনুপযুক্ত কারণ প্রভৃতিতে ক্রোক হইবার দরখাস্ত হইলে ক্ষতিপুরণের কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

৮৯ ধারা।—সেই মোকদ্দমাতে যাহারা এক পক্ষ না হয় তাহারদের স্বত্বের হানি সেই ক্রোকেতে না হইবার ও ডিক্রী জারীর বাধা না হইবার কথা।

৯০ ধারা।—প্রতারণা করিয়া যে ডিক্রী পাওয়া যায় তাহার জারী হইবার দরখাস্ত হইলে, ক্রোক করা সম্পত্তি নিলাম আদালতের স্থগিত করিবার কথা।

৯১ ধারা।—ভূমি লইয়া মোকদ্দমা হইলে কোন পক্ষকে অগৌণে দখল দেওয়া ... এমত বিশেষ গতিকের কথা।

[ নিষেধের আজ্ঞা। ]

৯২ ধারা।—অপচয় প্রভৃতি নিবারণার্থে আজ্ঞার, কিম্বা গ্রাহকের কি সরবরাহকারের নিযুক্ত হইবার কথা ও যে স্থলে কালেক্টর সাহেব গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন তাহার কথা।

৯৩ ধারা।—চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতির নিবারণ করিবার মোকদ্দমা ও চুক্তিভঙ্গ পুনরায় করিবার কি করিতে থাকি-বার নিষেধের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৯৪ ধারা।—আপীলের কথা।

৯৫ ধারা।—নিষেধ করিবার পুর্ব্বে বিপক্ষ পক্ষকে উপযুক্ত এত্তেলা দিবার হুকুমের কথা।

৯৬ ধারা।—নিষেধ আজ্ঞার আবশ্যক না হইলেও দেওয়া গেলে আসামীর ক্ষতি শোধ করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

[ মোকদ্দমা উঠাইয়া দিবার ও রফা করিবার বিধি। ]

৯৭ ধারা।—ফরিয়াদীকে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া নূতন মোকদ্দমা করিবার অনুমতি দিবার কথা।

৯৮ ধারা।—রফানামা কি রাজিনামার কথা ও মোকদ্দমার রফা হইলে নালিশের আরজির যে ইষ্টাম্প লাগিয়াছিল আদালতের তাহা ফিরিয়া পাইবার সর্টিফিকটের কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

[ বাদীর কি প্রতিবাদীর মরণ কি বিবাহ হইলেও দেউলিয়া কি যোত্রহীন হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিধি। ]

৯৯ ধারা।—কোনং স্থলে মরণ হইলে মোকদ্দমা স্থগিত না হইবার কথা।

১০০ ধারা।—অনেক ফরিয়াদী কি আসামীর মধ্যে এক জন মরিলেও যদি নালিশের কারণ প্রবল থাকে তবে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।

১০১ ধারা।—অনেক ফরিয়াদীর এক জন মরিলেও যদি নালিশের কারণ বর্ত্তমান ব্যক্তির উপর ও মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের উপর প্রবল হয়, তবে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।

১০২ ধারা। একি জন ফরিয়াদী কিম্বা অবশিষ্ট একি জন ফরিয়াদী মরিলে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।

১০৩ ধারা।—মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভি-ষিক্ত কে হয় এই কথা লইয়া বিবাদ হইলে যাহা করিতে হই-বেক তাহার কথা।

১০৪ ধারা।—আসামীরদের এক কি অধিক জন কি একি আসামীর কি অবশিষ্ট একি আসামী মরিলে মোক-দ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।

১০৫ ধারা।—আসামী কি ফরিয়াদী স্ত্রীলোক হইয়া বিবাহ করিলে মোকদ্দমা স্থগিত না হইবারকথা।

১০৬ ধারা।—যে স্থলে দেউলিয়া কি যোত্রহীন না হই-লেও মোকদ্দমা স্থগিত না হয় তাহার কথা।

[ দলিল উপস্থিত করিবার এত্তেলার ও তাহা জারী করিবার বিধি। ]

১০৭ ধারা।—হাতের লেখা দুই এত্তেলা আদালতের উপযুক্ত আমলাকে দিবার কথা।

১০৮ ধারা।—যদি কোন পক্ষ আপনার তরফে কার্য্য করিবার জন্যে উকীলকে নিযুক্ত না করে তবে তাহার উপর এত্তেলা ও আদালতের অন্যান্য পরওয়ানা জারী হইবার কথা।

[ উভয়পক্ষের হাজির হইবার বিধি, ও হাজির না হইলে তাহার ফল। ]

১০৯ ধারা।—উভয়পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির হইবার কথা।

১১০ ধারা।—উভয়পক্ষ হাজির না হইলে মোকদ্দমার ডিসমিস হইবার ও ফরিয়াদীর নূতন মোকদ্দমা করিবার অনুমতির কথা কিম্বা হাজির না হইবার উপযুক্ত ওজর করিলে নূতন শমন জারী হইবার কথা।

১১১ ধারা।—কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে ও শমন উচিৎমতে জারী হইবার প্রমাণ থাকিলে একতরফা বিচার হইবার কথা মোকদ্দমা শুনিবার নির্দ্ধারিত অন্য দিনে আসামী হাজির হইয়া পুর্ব্বে হাজির না হইবার উত্তম কারণ জানাইলে তাহার জওয়াব শুনিবার কথা।

১১২ ধারা।—কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে ও শমন উচিতমতে জারী হইবার প্রমাণ না থাকিলে দ্বিতীয়বার শ-মন জারী হুকুমের কথা।

১১৩ ধারা।—কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে, ও শমন জারী হইবার প্রমাণ থাকিলে, কিন্তু সময়েতে জারী না হইলে মোকদ্দমা মুলতবি রাখিবার ও আসামীকে এত্তেলা দিতে হুকুম করিবার কথা।

১১৪ ধারা।—কেবল আসামী হাজির হইয়া যদি দাওয়া কবুল না করে তবে ক্রুটি প্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইবার কথা ও সেই প্রকারে ডিক্রী হইলে পর কোন নূতন মোকদ্দমা না হইবার কথা।

১১৫ ধারা।—ফরিয়াদী কি আসামী অনেক জন থা-কিলে এক জন আপনার নিমিত্তে অন্যকে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেক।

১১৬ ধারা।—ফরিয়াদীরদের এক কি অধিক জনের

উপস্থিত না হইবার ফল। আসামীরদের এক কি অধিক জনের উপস্থিত না হইবার ফল।

১১৬ ধারা।—মোকদ্দমা কোন পক্ষের স্বয়ং হাজির হইবার শমন কি হুকুম হইলে ও উপযুক্ত কারণ না জানাইয়া হাজির না হওয়ার ফল।

১১৮ ধারা।—যে কারণ জানানযায় তাহার প্রমাণে এজাহার গ্রাহ্য করিবার কথা।

১১৯ ধারা।—এক তরফা বিচারে কি ক্রুটি প্রযুক্ত যে ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল না হওয়ার কথা ও আসামীর বিপক্ষে এক তরফা ডিক্রী যখন ও যে প্রকারে অন্যথা হইতে পারে ও ক্রটি প্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে ডিক্রী যখন ও যে প্রকারে অন্যথা হইতে পারে তাহার কথা ও বিপক্ষ পক্ষকে এত্তেলা না দিলে ডিক্রী অন্যথা না হইবার কথা ও ডিক্রী অন্যথা করিবার হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা ও যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে তাহাতে অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

[ বর্ণনাপত্রের বিধি। ]

১২০ ধারা।—মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে উভয় পক্ষের লিখিত বর্ণনা দিবার কথা ও সেই বর্ণনা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার কথা।

১২১ ধারা।—দাওয়া কাটিবার অন্য দাওয়ার বিশেষ কথা ঐ বর্ণনাপত্রের মধ্যে লিখিবার কথা। ঐ অন্য দাওয়ার টাকা অধিক হইলে সেই অধিক টাকা ছাড়িয়া দিবার কথা।

১২২ ধারা।—মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার পরে আদালত হইতে তলব না হইলে ঐ বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য না হইবার কথা ও আদালতের কোন সময়ে ঐ বর্ণনাপত্র তলব করিবার কথা।

১২৩ ধারা।—বর্ণনাপত্র যে পাঠে লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও তাহাতে দস্তখৎ করিবার ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।

১২৪ ধারা।—কোন বর্ণনাতে তর্ক বিতর্কের কথা কি বহুল কথা কি সম্পর্কীয় কথা থাকিলে আদালতের তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

[ উভয়পক্ষের জোবানবন্দী লইবার বিধি। ]

১২৫।—কোন পক্ষ প্রভৃতির বাচনিক জোবানবন্দীর ও শপথের কথা ও জোবানবন্দীর মর্ম্ম লিখিবার কথা।

১২৬ ধারা।—কোন পক্ষ জওয়াব দিতে স্বীকার না করিলে তাহার ফল।

১২৭ ধারা।—উকীল উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে কি না পারিলে তাহার ফল।

[ দলিল উপস্থিত করিবার বিধি। ]

১২৮ ধারা।—মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে দলীল উপস্থিত করিবার কথা।

১২৯ ধারা।—দস্তাবেজ আদালতের গ্রাহ্য করিয়া দৃষ্টি করিবার কি অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১৩০ ধারা।—দলীলে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প না থাকিলে ও বাকী মূল্য ও জরিমানা দিলে পর তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১৩১ ধারা।—উক্ত প্রকারে যে টাকা পাওয়া যায় তাহার হিসাব রাখিবার ও তাহার রিটর্ণ মাসে মাসে কালেক্টর সাহেবকে দিবার কথা।

১৩২ ধারা।—যে দস্তাবেজ গ্রাহ্য হয় তাহাতে চিহ্ন দিয়া নথীতে রাখিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১৩৩ ধারা।— দস্তাবেজ উপস্থিত করিবার কি দাখিল করিবার জন্যে ইষ্টাম্পের মাস্তুল না লাগিবার কথা।

১৩৪ ধারা।—যে দস্তাবেজ অগ্রাহ্য হয় তাহা আদালত না রাখিলে তাহাতে চিহ্ন দিয়া ফিরিয়া দিবার কথা।

১৩৫ ধারা।—আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হইলে পর প্রমাণে যে সকল দস্তাবেজ উপস্থিত করাগিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

১৩৬ ধারা।—নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে বিশেষ কারণে দস্তাবেজ ফিরিয়া দিবার ও তাহার দস্তখতি নকল রাখিবার কথা।

১৩৭ ধারা।—দস্তাবেজ ফিরিয়া দেওয়া গেলে তাহার রসীদ লইবার কথা।

১৩৮ ধারা।—আদালতের নিজ কিম্বা সরকারী অন্য

দপ্তরখানা হইতে কি অন্য আদালত হইতে রাজসম্পর্কীয় কাগজ পত্র ছাড়া কাগজ পত্র তলব করিবার কথা।

[ইস্যু লিখিবার বিধি।]

১৩৯ ধারা।—ইস্যু লিখিবার কথা।

১৪০ ধারা।—ইস্যু নির্ণয় করিবার অগ্রে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার কি দলীল দৃষ্টি করিবার কথা।

১৪১ ধারা।—ইস্যু সংশোধন করিবার ও অধিক ইস্যু নির্ণয় করিবার কথা।

[উভয়পক্ষের সম্মতি ক্রমে ইসুর কথা।]

১৪২ ধারা।—উভয় পক্ষের সম্মতি পূর্ব্বক বৃত্তান্ত কি আইন ঘটিত কোন কথা ইস্যুমতে ব্যক্ত করিবার কথা।

১৪৩ ধারা।—বিচারকর্ত্তা যদি হৃদ্বোধমতে জানেন যে একরারনামা সরলভাবে করাগিয়াছে তবে তিনি তদনুসারে ডিক্রী করিতে পারিবেন।

[মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে নিষ্পত্তি হইবার বিধি।]

১৪৪ ধারা।—আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন কথা লইয়া বিবাদ না হইলে তাহার কথা।

১৪৫ ধারা।—আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কথা লইয়া বি-

বাদ হইলে তাহার কথা ও উপযুক্ত বোধ করিলে আদালতে ইস্তু নির্ণয় করিয়া হুকুম করিতে পারিবার কথা কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে শমন হইলে তাহার বর্জ্জিত কথা।

[ মূলতবি রাখিবার বিধি। ]

১৪৬ ধারা।—অবকাশ দিতে পারিবার কি অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মূলতবি রাখিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১৪৭ ধারা।—যদি উভয়পক্ষ নিরূপিত দিনে হাজির না হয় তবে আদালতের যে রূপে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার কথা।

১৪৮ ধারা।—কোন পক্ষ প্রমাণ কি সাক্ষী উপস্থিত না করিলেও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিবার কথা।

[ সাক্ষীদিগকে তলব করিবার বিধি। ]

১৪৯ ধারা।—শমনের নিমিত্ত দরখাস্তের কথা।

১৫০ ধারা।—শমনের নিমিত্তে দরখাস্তের উপর ইষ্টাম্পের মাস্থল না লাগিবার কথা।

১৫১ ধারা।—শমন জারী করিবার পূর্ব্বে সাক্ষীরদের খরচ দিবার কথা খরচ যে হিসাবে ধরিতে হইবেক তাহার ও সাক্ষীকে সেই খরচ লইতে বলিবার কথা, ও খরচ না কুলাইলে তাহার কথা ও সাক্ষিরদিগকে কিছু দিন রাখা গেলে তাহার কথা।

১৫২ ধারা।—হাজির হইবার সময় ও স্থান ও অভিপ্রায় শমনে লিখিবার কথা।

১৫৩ ধারা।—দলীল উপস্থিত করিবার শমনের কথা।

[ সাক্ষীর নামে শমন জারী করিবার বিধি। ]

১৫৪ ধারা।—শমন যখন ও যে প্রকারে জারী করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৫৫ ধারা।—সাক্ষীর উপর কিম্বা তাহার পরিবারের কোন পুরুষের উপর জারী হইবার কথা।

১৫৬ ধারা।—যদি শমন জারী হইতে না পারে তবে আদালতে ফিরিয়া দিবার কথা।

১৫৭ ধারা।—শমন জারী হইবার সময় ও প্রকার তাহা পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

১৫৮ ধারা।—সাক্ষী অন্য এলাকায় বাস করিলে তাহার উপর শমন জারী হইবার কথা।

১৫৯ ধারা।—সাক্ষী পলায়ন করিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবার কথা।

১৬০ ধারা।—সাক্ষী হাজির হইলে আদালতের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৬১ ধারা।—মোকদ্দমার কোন পক্ষ স্বয়ং হাজির হইলে তাহার নিজ তরফে কি অন্য কোন লোকের তরফে জোবানবন্দী লইবার কথা।

১৬২ ধারা।—সাক্ষী স্বরূপে কোন পক্ষের জোবানবন্দী লইবার বিশেষ দরখাস্ত হইবার কথা।

১৬৩ ধারা।—প্রথমে কারণ দর্শাইবার এত্তেলা জারী হইবার কথা।

১৬৪ ধারা।—যে হেতু দর্শান যায় তাহার পোষকতার লিখিত এজহার গ্রাহ্য করিবার কথা।

১৬৫ ধারা।—প্রচুর কারণ দর্শান না গেলে শমনজারী হইবার কথা।

১৬৬ ধারা।—কোন সময়ে আদালতের স্বেচ্ছামতে সাক্ষীর শমন হইবার কথা।

[ সাক্ষিরদের হাজির হওনের বিধি ও হাজির না হইলে তাহার ফল। ]

১৬৭ ধারা।—যাহারদের নামে সাক্ষ্য দিবার শমন হয় তাহারদের হাজির হইতে হইবার কথা।

১৬৮ ধারা।—কোন সাক্ষীর হাজির না হইবার ফল।

১৬৯ ধারা।—সাক্ষ্যদিতে স্বীকার না করিবার ফল।

১৭০ ধারা।—কোন পক্ষের হাজির না হইবার কি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিবার ফল।

১৭১ ধারা।—আদালতের যে কেহ বর্ত্তমান থাকে তাহার নামে শমন না হইলেও তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হুকুম হইবার কথা।

[ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী যে সময়ে ও যে প্রকারে লইতে হইবেক তাহার বিধি। ]

১৭২ ধারা।—খোলা কাছারীতে মোকদ্দমা শুনিবার

কালে সাক্ষীরদের জেবোনন্দী লইবার কথা ও যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে তাহাতে সাক্ষ্য যে প্রকারে লইতে হইবেক, ও যে স্থলে সাক্ষীর জোবানবন্দীর তরজমা তাহার নিকটে পাঠ করিতে হইবেক ও যে স্থলে ইংরাজী ভাষাতে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা ও কোন কোন সওয়ালের আপত্তির কথা, ও এক এক সাক্ষীর জোবানবন্দী লইবার সময়ে বিচারকর্ত্তার তাহা টুকিয়া রাখিবার কথা, ও যে মোকর্দ্দমার উপর আপীল নাই তাহাতে সাক্ষ্য যে রূপে লইতে হইবেক তাহার কথা ও বিচারকর্ত্তা সাক্ষ্যের সারাংশে টুকিয়া রাখিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিবার কথা।

১৭৩ ধারা।—বিশেষ কারণ থাকিলে সাক্ষির জোবানবন্দী অগৌণে লইবার কথা।

১৭৪ ধারা।— সাক্ষিদিগকে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া কিম্বা চলিত আইনের বিধানমতে তাহারদের জোবানবন্দী লইবার কথা।

[ অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়ার আমীন পাঠাইবার ও সরেজমীনে তদারক করিবার বিধি।

১৭৫ ধারা।—সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে থাকিলে ও আদালতের এলাকার বাহিরে কিন্তু সুপ্রিমকো-

র্টের এলাকার মধ্যে না থাকিয়া সদর আদালতের এলাকার মধ্যে থাকিলে তাহার জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে কমিস্যনর দিবার কথা।

১৭৬ ধারা।—সাক্ষী সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমা সরহদ্দের মধ্যে থাকিলে তাহার কথা।

১৭৭ ধারা।—সাক্ষী সদর আদালতের কি সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকিলেও ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের মধ্যে কিম্বা ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজ্যের কি দেশের মধ্যে বাস করিলে তাহার কথা।

১৭৮ ধারা।—সাক্ষী উক্ত দেশের বাহিরে ও ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজার রাজ্যের কি দেশের মধ্যেও না থাকিলে তাহার কথা।

১৭৯ ধারা।—সাক্ষীরদের জোবানবন্দীর সহিত ঐ কমিস্যনর ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ও জোবানবন্দী সাক্ষ্য স্বরূপে পাঠাইবার কথা।

১৮০ ধারা।—সরেজমীনে তদারকের কমিস্যনের কথা ও রিপোর্ট ও জোবানবন্দী মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপে লইবার কথা কিন্তু আমীনের নিজ জোবানবন্দী লইতে পারিবার কথা।

১৮১ ধারা।—হিসাব তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে আমীনকে নিযুক্ত করিবার কথা।

১৮২ ধারা।—কমিস্যন জারী হইবার পূর্ব্বে তাহার খরচা আদালতে দাখিল হইবার কথা।

[ নিষ্পত্তির ও ডিক্রীর বিধি। ]

১৮৩ ধারা।—নিষ্পত্তি যে দিনে জানাইতে হইবেক তাহার কথা।

১৮৪ ধারা।—ঐ নিষ্পত্তি বিচার কর্ত্তার চলন ভাষাতে লিখিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১৮৫ ধারা।—ডিক্রীতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও তরজমা হইবার কথা।

১৮৬ ধারা।—এক এক ইস্যুর উপর আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১৮৭ ধারা।—খরচা যাহার দিতে হইবেক সেই কথা ও নিষ্পত্তিতে লিখিবার কথা।

১৮৮ ধারা।—খরচা এই শব্দেতে যাহা জানা যায় তাহার কথা।

১৮৯ ধারা।—ডিক্রীর কথা।

১৯০ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির এক ভাগ পাইবার ডিক্রীর কথা।

১৯১ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা।

১৯২ ধারা।—চুক্তি ভঙ্গ হইলে খেসারতের ডিক্রীর কথা।

১৯৩ ধারা।—টাকার বাবৎ মোকদ্দমা হইলে আসল যত টাকার ডিক্রী হয় তাহার উপর সুদ দিবার হুকুমের কথা।

১৯৪ ধারা।—কিস্তীবন্দী করিয়া টাকা দিবার কথা।

১৯৫ ধারা।—দাওয়া কাটিবার জন্যে অন্য দাওয়া করিবার অনুমতি হইলে তাহার কথা ও ডিক্রীর ফল।

১৯৬ ধারা।—মোকদ্দমা জমীর নিমিত্তে হইলে ডিক্রীতে ওয়াসীলাত সুদ সমেত দিবার বিধানের কথা।

১৯৭ ধারা।—ডিক্রী করিবার অগ্রে ওয়াসীলাতের টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা পরে তদন্ত করিবার কথা।

১৯৮ ধারা।—ডিক্রীর ও নিষ্পত্তির দস্তখতি নকল দিবার কথা।

## চতুর্থ অধ্যায়।

### [ ডিক্রীজারীর বিধি। ]

১৯৯ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীর কথা।

২০০ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তির, কিম্বা চুক্তিমতে কার্য্য হইবার ডিক্রীর কি তাহার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার ডিক্রীর কথা।

২০১ ধারা।—টাকার নিমিত্তে ডিক্রীর কথা।

২০২ ধারা।—হস্তান্তর করণ পত্র করিবার কিম্বা যে নিদর্শনের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার পিঠে লিখিবার ডিক্রীর কথা।

২০৩ ধারা।—মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা।

২০৪ ধারা।—জামীনেরদের উপর ডিক্রীর কথা।

২০৫ ধারা।—ডিক্রীজারী ক্রমে যে যে সম্পত্তির ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা।

২০৬ ধারা।—ডিক্রী প্রভৃতিমতে টাকা দিবার কথা ও আদালতের দ্বারা রফা হইবার কথা।

[ ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্তের বিধি। ]

২০৭ ধারা।—ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত যে রূপে করিতে হইবেক তাহার কথা।

২০৮ ধারা।—ডিক্রী আসল ডিক্রীদার হইতে অন্য লোককে দেওয়া গেলে যাহার ঐ দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহার কথা।

২০৯ ধারা।—ডিক্রীর বিপক্ষ ডিক্রীর কথা।

২১০ ধারা।—যাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সে ডিক্রীজারী হইবার পূর্ব্বে মরিলে তাহার আইনমতে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কি সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনার কথা।

২১১ ধারা।—আইনমতের স্থলাভিষিক্তের উপর ডিক্রীজারী হইবার কথা।

২১২ ধারা।—ডিক্রীজারীর দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।

২১৩ ধারা।—যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার দরখাস্ত হয় তবে অধিক বেওরা লিখিবার কথা।

২১৪ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার দরখাস্ত সাধারণমতে হইবার কিম্বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তাহার তালিকা দরখাস্তের সঙ্গে দিবার কথা।

২১৫ ধারা।—দরখাস্ত পাইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

[ পরওয়ানা জারী করিবার পূর্ব্বে কোন ২ স্থলে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহার বিধি। ]

২১৬ ধারা।—বিশেষ কোন কোন স্থলে ডিক্রীজারী না হয় ইহার কারণ দর্শাইবার এত্তেলা জারী হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

২১৭ ধারা।—এত্তেলা জারীর পরে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

২১৮ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তির সাধারণমতে ক্রোক হইবার দরখাস্তের কথা।

২১৯ ধারা।—হুকুম দিবার অগ্রে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে আদালতের কোন কোন তদন্ত করিবার কথা।

২২০ ধারা।—নিষ্পত্তির পরে উভয় পক্ষের ও সাক্ষীরদের তলব করিবার ও জোবানবন্দী লইবার যে বিধি খাটে তাহার কথা।

[ পরওয়ানা জারী করিবার বিধি। ]

২২১ ধারা।—পরওয়ানা জারী করিবার সময়ের কথা।

২২২ ধারা।—জারী করিবার শেষ দিনে পরওয়ানাতে লিখিবার ও যে প্রকারে ও যে সময়ে জারী হয় তাহা পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

[ স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীজারী করিবার বিধি। ]

২২৩ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তি আসামীর দখলে কি তাহার অধীন কোন ব্যক্তির দখলে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা।

২২৪ ধারা।—জমী প্রভৃতি রাইয়তেরদের দখলে থাকিলে তাহা ডিক্রীদারকে দিবার কথা।

২২৫ ধারা।—মহালের বিভাগ করিবার কি অংশ স্বতন্ত্র করিয়া দিবার কথা।

২২৬ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীজারীর বাধা হইবার কথা।

২২৭ ধারা।—ঐ বাধা আসামী হইতে হইলে তাহার কথা।

২২৮ ধারা।—আসামী ফরিয়াদীর বাধা করিতে না ছাড়িলে তাহার প্রতি কার্য্য হইবার কথা।

২২৯ ধারা।—আসামী ছাড়া প্রকৃত ভাবের দাওয়াদার হইতে বাধা হইবার কথা।

২৩০ ধারা।—যাহাকে বেদখল করা যায় সেই জন যদি ডিক্রীদারের সেই স্থাবর সম্পত্তি দখল পাইবার অধিকারের বিবাদ করে, তবে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৩১ ধারা।—পূর্ব্বের দুই ধারামতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপীলের কথা।

[ সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকার ডিক্রীজারী
করিবার বিধি। ]

২৩২ ধারা।—টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি যে রূপে ক্রোক করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৩৩ ধারা।—আসামীর নিকটে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা হস্তগত করিয়া ক্রোক করিবার কথা।

২৩৪ ধারা।—বন্ধকাদি দাওয়ার বশত যে অস্থাবর দ্রব্যেতে আসামীর স্বত্ব থাকে তাহা নিষেধ ক্রমে ক্রোক হইবার কথা।

২৩৫ ধারা।—নিষেধক্রমে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৩৬ ধারা।—যে নিদর্শন পত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তদ্ভিন্ন পাওয়ানা টাকা ও সাধারণ কোম্পানি প্রভৃতির স্যার নিষেধক্রমে ক্রোক হইবার কথা।

২৩৭ ধারা।—আদালতে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের হাতে আমানৎ করা টাকা কি নিদর্শন পত্র এত্তেলা ক্রমে ক্রোক করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৩৮ ধারা।—যে নিদর্শন ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহা হস্তগত করিয়া ক্রোক করিবার কথা।

২৩৯ ধারা।—নিষেধক্রমে ক্রোক হইলে হুকুম যে প্রকারে প্রকাশ করা যাইবেক তাহার কথা।

২৪০ ধারা।—ক্রোক হইলে পর সম্পত্তি আপোসের হস্তান্তর করা গেলে তাহা বাতিল হইবার কথা।

২৪১ ধারা।—মহাজনকে টাকা দিতে খাতককে নিষেধ হইলে সেই টাকা শোধ করিবার কথা।

২৪২ ধারা।—টাকা কি ব্যাঙ্কনোট ফরিয়াদীকে দিতে কিম্বা ক্রোক করা অন্য সম্পত্তির বিক্রয় হইয়া তাহার টাকা তাহাকে দিতে আদালতের হুকুমের কথা।

২৪৩ ধারা।—যদি ঐ সম্পত্তি পাওনা টাকা কি স্থাবর বিষয় হয় তবে সরবরাহ কারকে নিযুক্ত করিবার কথা। বন্ধক প্রভৃতি দিলে ডিক্রীর টাকা আদায় হইতে পারিবেক আদালতের এমত হৃদ্বোধ হইলে জমীর নীলাম স্থগিত হইবার কথা ও সরবরাহকারের হিসাব দিবার কথা।

২৪৪ ধারা।—জামীন দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবদিগকে জমীর নীলাম স্থগিত করিতে আদালতের ক্ষমতা দিবার কথা।

২৪৫ ধারা।—ডিক্রীর টাকা শোধ হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুমের কথা।

[ ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার বিধি। ]

২৪৬ ধারা।—ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়া হইলেও নীলামের আপত্তি হইলে তাহা তদারক করিবার কথা।

২৪৭ ধারা।—দাওয়া ও সম্পত্তি প্রথম অবকাশেই উপস্থিত করিবার কথা।

[ ডিক্রীজারী ক্রমে নীলামের বিধি। ]

২৪৮ ধারা।—নীলামে বিক্রয় হইবার কথা, ও যে নিদর্শন পত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার ও সাধারণ কোম্পানির স্থারের বর্জ্জিত কথা ও সরকারের খেরাজী জমীর নীলাম কালেক্টর সাহেবের করিবার কথা।

২৪৯ ধারা।—নীলামের ইশ্‌তিহারের সময়ের কথা।

২৫০ ধারা।—কোন কোন স্থলে ক্রোক ও নীলাম করিবার পরওয়ানা একি সময়ে জারী হইবার কথা।

২৫১ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে টাকা দিবার নিয়মের কথা।

২৫২ ধারা।—বেদাঁড়ার কার্য্যেতে অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা কিন্তু যাহার ক্ষতি হয় তাহার নালিশ করিয়া খেসারত পাইতে পারিবার কথা।

২৫৩ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির নীলামে খরিদারের বায়না আমানৎ করিবার কথা।

২৫৪ ধারা।—খরিদের সমুদয় টাকা যে সময়ে দিতে হইবেক তাহার কথা, ও না দিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা ও পুনরায় নীলাম হইয়া কিছু ক্ষতি হইলে ঐ বাকীদার খরিদারের শিরে পড়িবার কথা।

২৫৫ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তির পুনশ্চ নীলামের ইশ্‌তিহারের কথা।

২৫৬ ধারা।—নীলাম মঞ্জুর করিবার কথা।

২৫৭ ধারা।—বেদাঁড়ার কার্য্যহেতুক কোন আপত্তি না

হইলে কিম্বা সেই আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে নীলাম সিদ্ধ হইবার কথা ও নীলাম অসিদ্ধ করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা।

২৫৮ ধারা।—যদি নীলাম অসিদ্ধ হয় তবে খরিদারকে টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

২৫৯ ধারা।—জমীর খরিদারদিগকে সর্টিফিকট দিবার কথা।

২৬০ ধারা।—সর্টিফিকটে প্রকৃত খরিদারের নাম লিখিবার কথা।

২৬১ ধারা।—আসামীর নিকটে যে অস্থাবর দ্রব্য থাকে তাহা দিবার কথা।

২৬২ ধারা।—বন্ধকাদি দাওয়ার বশত যে অস্থাবর দ্রব্যেতে আসামীর স্বত্ব থাকে তাহা দিবার কথা।

২৬৩ ধারা।—আসামী প্রভৃতির দখলে থাকা স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।

২৬৪।—রাইয়ত প্রভৃতিরদের দখলে থাকা স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।

২৬৫ ধারা।—যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শন পত্র না হইয়া কোন পাওনা টাকা ও সাধারণ কোম্পানির স্যার দিবার কথা।

২৬৬ ধারা।—ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শন পত্র নিতান্ত হস্তগত করা গিয়াছে তাহা দিবার কথা।

২৬৭ ধারা।—নিদর্শনপত্র ও স্যার হস্তান্তর করিবার কথা।

২৬৮ ধারা।—খরিদারেরদের ঐ সম্পত্তি দখল করিবার নিবারণের কি বাধার কথা।

২৬৯ ধারা।—আসামী ছাড়া অন্য দাওয়াদারেরদের হইতে বাধার কথা।

২৭০ ধারা।—নীলাম করা সম্পত্তি হইতে ক্রোক করণীয়া মহাজনের টাকা প্রথমে দিবার কথা।

২৭১ ধারা।—টাকা বাঁটিয়া দিবার হুকুম হইবার অগ্রে যে ডিক্রীদারেরা ডিক্রীজারীর হুকুম বাহির করিয়াছে তাহারদের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা হার হারীমতে দিবার কথা ও সম্পত্তি বন্ধকের দায়যুক্ত হইয়া নীলাম হইলে তাহার বর্জ্জিত কথা।

২৭২ ধারা।—প্রতারণাক্রমে যে ডিক্রী পাওয়া গেলে তদনুসারে ক্রোক করা সম্পত্তি নীলামের টাকা হইতে অন্য ডিক্রীদারের পাওনা টাকা দিবার হুকুমের কথা।

[ টাকা ডিক্রীজারী করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার কথা।

২৭৩ ধারা।—মুক্ত হইবার দরখাস্ত যে কারণে হইতে পারে তাহার কথা ও দরখাস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।

২৭৪ ধারা।—দরখাস্ত পাইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৭৫ ধারা।—আসামী প্রতারণা করিয়া সম্পত্তি প্রভৃতি লুকাইয়া রাখিয়াছে প্রমাণ হইলে তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিবার কথা।

[ কয়েদ করণের দ্বারা ডিক্রীজারী বিধি। ]

২৭৬ ধারা।—জেলখানায় আসামীর খোরাকী যে প্রকারে নির্ণয় হইবেক ও দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২৭৭ ধারা।—পীড়া হইলে কি অন্য বিশেষ কারণে খোরাকী পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

২৭৮ ধারা।—আসামীর মুক্ত হইবার ও ২ বৎসরে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্তের ডিক্রীর নিমিত্তে ৬ মাসের ও ৫০৲ টাকা পর্য্যন্তের ডিক্রীর নিমিত্তে ৩ মাসের অধিক মিয়াদে কয়েদ না হইবার কথা।

২৭৯ ধারা।—খোরাকী ডিক্রীর টাকার সঙ্গে ধরিবার কথা।

২৮০ ধারা।—খাতকের সমুদয় সম্পত্তি অর্পণ করা গেলে মুক্ত হইবার দরখাস্তের কথা ও সত্য হওয়ার কথা।

২৮১ ধারা।—সেই রূপে দরখাস্ত হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা ও আসামী প্রতারণা করিয়াছে কি কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছে ফরিয়াদী ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে আসামীর মুক্ত হইবার কথা খাতক সেই রূপে দোষী হইলে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার ও ফৌজদারী আদালতে তাহার অধিক দণ্ড হইবার কথা।

২৮২ ধারা।—আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে ও ডিক্রীর নিমিত্তে তাহার সম্পত্তির উপর দায় থাকিবার কথা ও আদালত আসামীকে সমুদয় দায় হইতে মুক্ত হইবার কথা, যখন প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

২৮৩ ধারা।—ওয়াসীলাৎ ও সুদ যত টাকা হয় ও ডিক্রীজারী ক্রমে যত টাকা দেওয়া যায় তাহার বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার কথা।

[ ডিক্রী যে আদালতে করা যায় তাহার এলাকার বাহিরে জারী হইবার কথা। ]

২৮৪ ধারা।—এক আদালতের ডিক্রী অন্য আদালতের এলাকায় জারী হইবার কথা।

২৮৫ ধারা।—সেই রূপে ডিক্রীজারীর দরখাস্তের কথা।

২৮৬ ধারা।—ডিক্রীর নকল ও ডিক্রীজারী করিবার হুকুম পাঠাইবার কথা।

২৮৭ ধারা।—যে ডিক্রী কি হুকুম পাঠান যায় তাহা ঐ আদালতের ডিক্রীমতে জারী হইবার কথা।

২৮৮ ধারা।—যে আদালতের দরখাস্ত করাযায় সেই আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী হইবার কথা।

২৮৯ ধারা।—ডিক্রীজারীর কর্ম্মেতে কিছু অন্যায্য কর্ম্ম কি বেদাঁড়ার কার্য্য হইলে দরখাস্ত যে আদালতে করাযায় সেই আদালত হইতে তাহার দণ্ড হইবার কথা।

২৯০ ধারা।—দরখাস্ত যে আদালতে করাযায় সেই আদালত হইতে কোন কোন স্থলে ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার কি সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি আসামীকে মুক্ত করিবার কথা।

২৯১ ধারা।—ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার আগে আসামীর স্থানে জামিন লইবার কিম্বা আসামীকে নিয়মে বদ্ধ করিবার কথা।

২৯২ ধারা।—যে আদালতে দরখাস্ত হয় সেই আদালতের উপর ডিক্রী করণীয়া আদালতের কি আপীল আদালতের হুকুম বলবৎ হইবার কথা।

২৯৩ ধারা।—যে আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া গেল তাহাকে পুনরায় ধরিবার কথা।

২৯৪ ধারা।—এই আইনমতে ডিক্রীজারীর হুকুমের যে আপীল হইতে পারে তাহার কথা।

২৯৫ ধারা।—সৈন্যেরদের ছাউনি প্রভৃতি স্থানে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা কি ডিক্রীজারী ক্রমে অন্য পরওয়ানা প্রবল করিবার কথা।

২৯৬ ধারা।—এই অধ্যায়ের লিখিত বিধি সম্পত্তি নীলাম প্রভৃতি দেওয়ানী সকল পরওয়ানার উপর খাটিবার কথা।

## পঞ্চম অধ্যায়।

[ পাপরেরদের মোকদ্দমার বিধি। ]

২৯৭ ধারা।—পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

২৯৮ ধারা।—যে মোকদ্দমা করা না যাইতে পারে তাহার কথা।

২৯৯ ধারা।—দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে হইবার কথা।

৩০০ ধারা।—দরখাস্তে যাহা যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

৩০১ ধারা।—দরখাস্ত দাখিল করিবার কথা ও স্ত্রীলোক দরখাস্তকারী হইলে তাহার জোবানবন্দী লইবার কথা।

৩০২ ধারা।—দরখাস্ত দাঁড়ামতে লেখা না হইলে অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৩০৩ ধারা।—দাঁড়ামতে হইলে আদালতের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা ও মোক্তারের দ্বারা দাখিল করা গেল অনুপস্থিত সাক্ষীর ন্যায় দরখাস্তকারীর জোবানবন্দী লইবার হুকুমের কথা।

৩০৪ ধারা।—দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার কথা।

৩০৫ ধারা।—বিপক্ষ পক্ষকে এত্তেলা দিবার কথা।

৩০৬ ধারা।—সরাসরী তজবিজের পর আদালতের চুড়ান্ত হুকুম করিবার কথা।

৩০৭ ধারা।—সরেজমিনে তদারক করিবার হুকুমের কথা।

৩০৮ ধারা।—দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩০৯ ধারা।—মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে খরচার হিসাবের কথা।

৩১০ ধারা।—পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি না হইলে তৎপরে সেই প্রকারের দরখাস্ত করিতে না পারিবার কথা।

৩১১ ধারা।—এই অধ্যায়ের মতে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

[ শালিসীতে অর্পণ করিবার বিধি ]

৩১২ ধারা।—উভয়পক্ষের প্রার্থনা মতে শালিসীতে অর্পণ করিবার কথা।

৩১৩ ধারা।—ঐ প্রার্থনা করিবার নিয়মের কথা।

৩১৪ ধারা।—শালিসীদিগকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবার কথা।

৩১৫ ধারা।—শালিসীতে অর্পণ করিবার হুকুমের কথা।

৩১৬ ধারা।—যদি দুই কি ততোধিক জন নিযুক্ত হন, তবে তাহারদের মতের অনৈক্যের উপায়ের কথা।

৩১৭ ধারা।—শালিসেরদের ক্ষমতার কথা।

৩১৮ ধারা।—ফয়সলা করিবার মিয়াদ বৃদ্ধি করিবার কথা।

৩১৯ ধারা।—যদি শালিসেরা কি মধ্যস্থ করেন, কি অক্ষম হন্ কি কার্য্য করিতে স্বীকার না করেন তবে তাঁহারদের পরিবর্ত্তে অন্য লোকদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।

৩২০ ধারা।—ফয়সলা আদালতে জ্ঞাত করিবার কথা।

৩২১ ধারা।—শালিসের বিশেষ জিজ্ঞাসা মতে ফয়সলা করিবার কথা।

৩২২ ধারা।—দরখাস্ত হইলে ফয়সলা কোন কোন স্থানে আদালতের মতান্তর করিবার কি সংশোধন করিবার কথা ও শালিসীতে অর্পণ করিবার খরচার হুকুম করিবার কথা।

৩২৩ ধারা।—যে যে স্থলে আদালত ফয়সলা কি শালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন তাহার কথা।

৩২৪ ধারা।—ফয়সলা কেবল উৎকোচ গ্রহণ প্রযুক্ত অন্যথা হইবার কথা ও ফয়সলা অন্যথা করিবার দরখাস্তের কথা।

৩২৫ ধারা।—ফয়সলা মতে হুকুম হইবার কথা।

৩২৬ ধারা।—শালিসীতে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষের একরারনামা আদালতে দাখিল হইবার কথা ও এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা।

৩২৭ ধারা।— আদালতের হস্তক্ষেপ না হইয়া কোন বিষয় শালিসীতে অর্পণ হইলে পর ফয়সলা আদালতে অর্পণ করিবার কথা। ও সেই ফয়সলা প্রবল করিবার কথা।

## সপ্তম অধ্যায়।

## উভয়পক্ষের একরারনামাতে যে কার্য্য হইতে পারে তাহার বিধি।

[ দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে তৎসম্পর্কীয় কোন লোকের কোন কথা উত্থাপন করিবার বিধি। ]

৩২৮ ধারা।—এলাকা প্রাপ্ত কোন আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে বৃত্তান্ত কি আইন কি একুটী ঘটিত কোন জিজ্ঞাসা করারমতে উত্থাপন হইবার কথা।

৩২৯ ধারা।—একরারনামা দাখিল করিবার ও মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর ভুক্ত করিবার কথা।

৩৩০ ধারা।—উভয়পক্ষের আদালতের অধীন থাকার কথা।

৩৩১ ধারা।—মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

## অষ্টম অধ্যায়।

[ আপীলের বিধি। ]

৩৩২ ধারা।—বিশেষমতে নিষেধ না হইলে সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইবার কথা। সদর আদালতে যে আ-

পীল হয় তাহা তিন জন কি অধিক জজসাহেবের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

[ আপীল যে প্রকারে উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার বিধি। ]

৩৩৩ ধারা।—আপীলের খোলাসা লিখিয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল আদালতে দাখিল করিবার কথা।

৩৩৪ ধারা।—খোলাসাতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৩৫ ধারা।—খোলাসার পাঠ।

৩৩৬ ধারা।—খোলাসা দাঁড়ামতে না হইবার কি উপযুক্ত সময়ে দাখিল না হইবার কথা।

৩৩৭ ধারা।—যাহাতে সাধারণ সম্পর্ক থাকে এমত মূল কারণের উপর ডিক্রী হইলে অনেক ফরিয়াদীর কি আসামীর মধ্যে এক জনের আপীল করিবার ও ডিক্রী অন্যথা হইবার কথা।

[ আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত করিবার ও জারী করিবার বিধি। ]

৩৩৮ ধারা।—আপীল দ্বারা ডিক্রী জারী স্থগিত না হইবার কথা কিন্তু উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার কথা। ও ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার হুকুম করিবার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রীমতে কিম্বা আপীল আদালতের হুকুমমতে কার্য্য হইবার জামিনী লইবার কথা।

৩৩৯ ধারা।—যাহার উপর আপীল হইয়াছে এমত ডিক্রীজারী করিবার হুকুম হইলে সম্পত্তি প্রভৃতি ফিরিয়া দিবার জামিনী লইবার কথা।

৩৪০ ধারা।—গবর্ণমেন্টের স্থানে কিম্বা সরকারী কোন কার্য্যকারকের স্থানে সেইরূপ জামিনী না লইবার কথা।

[ ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহাতে কার্য্য করিবার বিধি। ]

৩৪১ ধারা।—আপীল রেজিষ্টরীতে লিখিবার কথা ও রেজিষ্টরের পাঠ।

৩৪২ ধারা।—আপীলাণ্টের স্থানে আপীলআদালতের স্বীয় বিবেচনামতে খরচার জামিনী লইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩৪৩ ধারা।—আপীল রেজিষ্টরী হইবার সম্বাদ অধঃস্থ আদালতে দিবার কথা, ও আপীল আদালতে কাগজ পত্র পাঠাইবার কথা ও কোন পক্ষ যে দস্তাবেজের নকল করাইয়া অধঃস্থ আদালতে রাখিতে চাহে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।

৩৪৪ ধারা।—আপীল শুনিবার দিন নিরূপণের কথা।

৩৪৫ ধারা।—আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনের সম্বাদের ও এত্তেলা জারীর কথা ও এত্তেলার পাঠ।

৩৪৬ ধারা।—হাজির না হইবার ফল।

৩৪৭ ধারা।—আপীল চালাইবার ত্রুটি হওয়াতে ডিস্‌মিস্‌ হইলে পর পুনঃ গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৪৮ ধারা।—রেস্পাণ্ডেণ্ট স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করিলে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর যে প্রকারে আপত্তি করিতে পারিত সেই প্রকারে করিতে পারিবার কথা।

৩৪৯ ধারা।—আপীল আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা।

৩৫০ ধারা।—দাঁড়ার ব্যতিক্রম প্রযুক্ত নিষ্পত্তি অন্যথা না হইবার কথা।

৩৫১ ধারা।—আপীল আদালত হইতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৩৫২ ধারা।—পূর্ব্বোক্তমতে না হইলে ফিরিয়া না পাঠাইবার কথা।

৩৫৩ ধারা।—প্রচুর প্রমাণ যদি থাকে তবে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি অন্য মূল হেতুতে হইলেও আপীল আদালত মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার কথা।

৩৫৪ ধারা।—আপীল আদালত হইতে প্রেরিত ইস্যুর বিচার অধঃস্থ আদালতের দ্বারা হইবার কথা।

৩৫৫ ধারা।—আপীল আদালতের অধিক প্রমাণ তলব করিবার কথা।

৩৫৬ ধারা।—প্রমাণ লইবার কথা।

৩৫৭ ধারা।—বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৩৫৮ ধারা।—আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৫৯ ধারা।—আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা ও

যে ভাষাতে লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও অসম্মতির লিপি কাগজ পত্রের শামিল করিবার কথা।

৩৬০ ধারা।—ডিক্রীতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৬১ ধারা।—ডিক্রীর দস্তখতী নকল অধঃস্থ আদালতে পাঠাইবার কথা।

৩৬২ ধারা।—ডিক্রীজারী করিবার কথা।

[ হুকুমের উপর আপীলের বিধি। ]

৩৬৩ ধারা।—ডিক্রীর অগ্রে যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা, কিন্তু ডিক্রীর উপর আপীল হইলে সেই হুকুমের কোন চুক কি ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করিবার কথা।

৩৬৪ ধারা।—ডিক্রীর পর ও ডিক্রীজারী করিবার সম্পর্কে যে হুকুম হয় তাহার উপর পুর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট বিধি মতে না হইলে আপীল না হইবার কথা।

৩৬৫ ধারা।—জরীমানার কি কয়েদ করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা।

৩৬৬ ধারা।—হুকুমের উপর আপীল হইলে কার্য্য করিবার নিয়ম।

## নবম অধ্যায়।

[ পাপর স্বরূপে আপীল করিবার বিধি। ]

৩৬৭ ধারা।—পাপর স্বরূপে যাহারা আপীল করিতে পারে তহারদের কথা।

৩৬৮ ধারা।—দরখাস্ত যাহার নিকটে যে সময়ে দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৬৯ রারা।—দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।

৩৭০ ধারা।—কার্য্য করিবার নিয়ম।

৩৭১ ধারা।—আপীল আদালতের হুকুমের ফল।

## দশম অধ্যায়।

[ খাস আপীলের বিধি। ]

৩৭২ ধারা।—খাস আপীল যে যে হেতুতে হইতে পারে তাহার কথা।

৩৭৩ ধারা।—সদর আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিবার কথা

৩৭৪ ধারা।—দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।

৩৭৫ ধারা।—দরখাস্ত লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

## একাদশ অধ্যায়।

[ নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি। ]

৩৭৬ ধারা।—নূতন প্রমাণ প্রভৃতি পাওয়াগেলে পুনর্ব্বিচার হইবার কথা।

৩৭৭ ধারা।—যে কালের মধ্যেও যে কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৭৮ ধারা।—পুনর্ব্বিচার হইবার অনুমতি দেওনের কি না দেওনের বিষয়ে আদালতের যে হুকুম হয় তাহা চুড়ান্ত হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩৭৯ ধারা।— সদর আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে বিচার কর্ত্তা কি বিচার কর্ত্তারা ডিক্রী করিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে হইবার কথা।

৩৮০ ধারা।—পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইলে কার্য্য করিবার কথা।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

[ বিবিধ বিধি। ]

৩৮১ ধারা।—কোন আইনের অসঙ্গত না হয় অধীন দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে কর্ম্ম করিবার এমত নিয়মাদি করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৮২ ধারা।—কোন কোন বিষয় ছাড়া এই আইন সুপ্রিমকোর্টের কি রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আদালতের উপর খাটিবার কথা।

৩৮৩ ধারা।—মান্দ্রাজ গ্রামের মুন্সেফেরদের ও গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়তের ও সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট রিকোয়েষ্টের ও মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত এক এক জন সেনাপতির ও মান্দ্রাজে সৈন্য সম্পর্কীয় পঞ্চায়তের ক্ষমতার ও কার্য্যের বর্জ্জিত কথা।

৩৮৪ ধারা।—কোন কোন বিশেষ কি স্থান বিশেষের আইন বহাল থাকিবার কথা।

৩৮৫ ধারা।—সাধারণ আইন যে যে দেশে চলে সেই সেই দেশ ছাড়া অন্য স্থানে এই আইন চলিবার হুকুম না হইলে না চলিবার কথা।

৩৮৬ ধারা।—অর্থ করিবার ধারা।

৩৮৭ ধারা।—এই আইন চলন হইবার কথা ও উপস্থিত মোকদ্দমার কথা।

৩৮৮ ধারা।—এই আইন যে স্থানে চলন হয় সে স্থানের দেওয়ানী আদালতের কার্য্য কেবল এই আইনমতে হইবার কথা।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের খোলাসা সমাপ্তঃ।

## ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৯ আইনের খোলাসা।

[জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করাযায় তাহার উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার বিচার করিবার বিধানের আইন]

১ ধারা।—বিশেষ কমিস্যনমতে আদালত সংস্থাপন হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২ ধারা।—এক এক আদালতের তিনজন কমিস্তনর থাকিবার কথা।

৩ ধারা।—কোন জিলাতে আদালত স্থাপন হইলে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।

৪ ধারা।—যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার খারিজ দাখিল হইবার কথা।

৫ ধারা।—ঐ আদালতের বৈঠক যে স্থানে হইবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।—নালিশের আরজী লিখিবার পাঠ।

৭ ধারা।—নালিশের আরজী সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা ও আরজীতে অসত্য কথা থাকিলে তাহার দণ্ড।

৮ ধারা।—আরজী দাখিল করিবার কথা।

৯ ধারা।—মোকদ্দমা শুনিবার অগ্রের কার্য্যের কথা।

১০ ধারা।—মোকদ্দমা শুনিবার সময়ের কার্য্যের কথা।

১১ ধারা।—সাক্ষীরদের জোবানবন্দী প্রভৃতি লইবার কথা।

১২ ধারা।—নিষ্পত্তির কথা।

১৩ ধারা।—আপীল না হইবার কথা।

১৪ ধারা।—ডিক্রীজারী করিবার কথা।

১৫ ধারা।—মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজপত্র যে-স্থানে রাখিতে হইবেক তাহার কথা।

১৬ ধারা।—যে অপরাধ প্রযুক্ত সম্পত্তি জব্দ হয় সেই অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার মাতবরীর কোন আপত্তি কোন আদালতের না করিবার কথা।

১৭ ধারা।—যে কার্য্যকারক সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি যে পদ উপলক্ষে কর্ম্ম করিলেন, তাহা মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজপত্রে প্রকাশ হয় নাই বলিয়া দোষ সাব্যস্ত হওয়ার মাতবরীর আপত্তি না হইবার কথা।

১৮ ধারা।—জব্দ হইবার হুকুম না হইয়া যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার কথা, ও অপরাধী এক বৎসরের মধ্যে আপনাকে ধরা না দিলে ও নির্দ্দোষী প্রভৃতি না হইলে ঐ ক্রোকের মাতবরীর কোন আপত্তি না হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১৯ ধারা।—জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা-যায় তাহা ছাড়িয়া দিবার কথা।

২০ ধারা।—সম্পত্তি জব্দ করিয়া যে অপরাধের দণ্ড হয় এমত অপরাধের নালিশ যাহাদের নামে না হয় তাহা-রদের স্বত্ব এই আইনেতে খর্ব্ব না হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি ॥

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৯ আইনের খোলাসা সমাপ্তঃ।

# ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের খোলাসা

## খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।

১ ধারা।—যে যে আইন রদ হইল তাহা।

২ ধারা।—রাইয়তের পাট্টা পাইবার কথা।

৩ ধারা।—যে রাইয়তেরা মোকরীর নিরিখে ভূমি ভোগ করে তাহারদের পাট্টা পাইবার কথা।

৪ ধারা।—২০ বৎসরাবধি খাজানা পরিবর্ত্তন না হইলে তাহার কথা।

৫ ধারা।—যে রাইয়তেরা মোকররী নিরিখে জমী ভোগ না করিয়াও দখল পাইবার অধিকার পায়, তাহাদের পাট্টা পাইবার কথা।

৬ ধারা।—রাইয়ত ১২ বৎসর অবধি জমী চাষ কি ভোগ করিলে তাহার দখল করিবার অধিকারের কথা।

৭ ধারা।—করার লিখিয়া দেওয়াগেলে, তাহার নিয়ম রক্ষা করিবার কথা।।

৮ ধারা।—যে রাইয়তেরদের দখল করিবার অধিকার নাই তাহারা যে প্রকারে পাট্টা পাইতে পারে তাহার কথা।

৯ ধারা।—যাহারা পাট্টাদেয় তাহারদের কবুলিয়ত লইতে পারিবার কথা।

১০ ধারা।—জমার অধিক টাকা লইবার কি কবজ না দিবার কথা ও কবজে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।—জমীদার খাজানার হিসাবের নিকাশ দিবার জন্যে কিম্বা অন্য কোন কারণে প্রজাকে হাজীর করাইতে না পারিবার কথা ও কেবল এই আইনমতে খাজনা উস্থল করিবার কথা।

১২ ধারা।—প্রজাকে আটক করিয়া খাজানা উস্থল করিলে জরীমানার কথা।

১৩ ধারা।—বিনা কবুলিয়তে কিম্বা কবুলিয়তের মিয়াদ অতীত হইলে রাইয়তের দখলে জমী থাকিলে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

১৪ ধারা।—খাজানা বৃদ্ধি হইলে তাহার উপর আপত্তি করিবার নিয়মের কথা।

১৫ ধারা।—পেটাও তালুকদার প্রভৃতি যে লোকেরা ইস্তমরারি বন্দবস্তের কালাবধি পরিবর্ত্তন না হইয়া মোকররী খাজানাতে জমী ভোগ করে তাহারদের খাজানা বৃদ্ধি না হইবার কথা।

১৬ ধারা।—তালুকদার প্রভৃতির খাজানা বিশবৎসর অবধি পরিবর্ত্তন না হইলে, ইস্তমরারি বন্দবস্তের কালাবধি সেই খাজানাতে দখল হইতেছে ইহার আপাততঃ প্রমাণ হইবার কথা।

১৭ ধারা।—দখল করিবার অধিকার যে রাইয়তের থাকে তাহার খাজানা যেং কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার কথা

১৮ ধারা।—খাজানার কম হইবার দাওয়া রাইয়ত যে স্থলে করিতে পারে তাহার কথা।

১৯ ধারা।—রাইয়তের এত্তেলা দিয়া জমী ছাড়িয়া দিবার কথা।

২০ ধারা।—এই আইনমতে যাহা বাকী খাজানা বলিয়া জ্ঞান হইবেক তাহার কথা।

২১ ধারা।—বাকীর নিমিত্তে রাইয়তকে বেদখল করা যাইতে পারিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২২ ধারা।—ইজারাদারের টাকা আদালতের বিচারমতে বাকী প্রকাশ পাইলে তাহার ইজারা বাতিল হইতে পারিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৩ ধারা।—এই আইনমতে যে মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার কথা *এই ধারাতে সাতটী প্রকরণ আছে তাহাতে যে যে মোকদ্দমা হইবেক তাহা ঐ সকল প্রকরণের দ্বারা বাহুল্য রূপে লেখা হইয়াছে।

২৪ ধারা।—টাকা কি হিসাব পাইবার জন্যে কর্ম্মকারকেরদের নামে জমীদারেরদের মোকদ্দমা।

২৫ ধারা।—কৃষাণ ইজারদার প্রভৃতিদিগকে জমীদারেরদের বেদখল করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৬ ধারা।—জমী মাপ করিবার কথা।

২৭ ধারা।—তালুক প্রভৃতির খারিজ দাখিল রেজেষ্টরী করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৮ ধারা।—যাহারদিগকে নিষ্কররূপে ভূমি দেওয়া গিয়াছে তাহারদিগকে বেদখল করিবার দরখাস্তের কথা।

২৯ ধারা।—খাসমহালের সরবরাহকারেরদের কি তসীলদারেরদের মোকদ্দমা করিবার কি তাহারদের নামে মোকদ্দমা হইবার কথা।

৩০ ধারা।—মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার মিয়াদের সাধারণ কথা।

৩১ ধারা।—পাট্টাপ্রভৃতি পাইবার মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার মিয়াদের কথা।

৩২ ধারা।—বাকী খাজানার বাবৎ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার মিয়াদের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩৩ ধারা।—টাকার কি কাগজপত্রের কি হিসাবের নিমিত্তে কর্ম্মকারকেরদের নামে মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার সময়ের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩৪ ধারা।—মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার নিয়ম ও নালিশের কি দাওয়ার আরজী লিখিবার ধারা।

৩৫ ধারা।—আরজী যাহার দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৬ ধারা।—আরজীর কথা সত্য ইহা লিখিবার কথা।

৩৭ ধারা।—দাওয়ার আরজী ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক ও দলীল প্রভৃতি দাখিল করিবার কোন ইষ্টাম্প না লাগিবার কথা।

৩৮ ধারা।—ফরিয়াদীর যে দলীল দেখাইতে হইবেক তাহার কথা।

৩৯ ধারা।—আসামীর কোন দলীল দেখান যায় ফরিয়াদীর এমত প্রয়োজন থাকিলে তাহার কথা।

৪০ ধারা।—বাকী খাজানার মোকদ্দমার নালিশ লিখিবার ধারা।

৪১ ধারা।—রাইয়ত প্রভৃতিকে বেদখল কিম্বা ভূমি প্রভৃতি কি দখল কি অধিকার পুনরায় করিবার মোকদ্দমার নালিশের আরজী লিখিবার ধারা।

৪২ ধারা।—আরজী ফিরিয়া দিবার কিম্বা সংশোধন করিতে অনুমতি হইবার কথা।

৪৩ ধারা।—শমন জারী হইবার ও আসামীর নিজে হাজির হইবার হুকুম হইতে পারিবার কথা।

৪৪ ধারা।—শমনে যে দিন লেখা থাকে তাহা যে প্রকারে নিরূপণ হইবেক তাহার কথা, আসামীকে আবশ্যক সকল দলীল আনিতে ও যে সাক্ষীরা বিনা পরওয়ানাতে হাজির হইতে চাহে তাহারদিগকে সঙ্গে আনিতে হুকুম হইবেক।

৪৫ ধারা।—শমন যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।

৪৬ ধারা।—শমন আসামীকেই দেওয়া গেল কি না, এইকথা নাজীর শমনের পিঠে লিখিবেক।

৪৭ ধারা।—ভিন্ন জিলাতে পরওয়ানা জারী হইবার কথা।

৪৮ ধারা।—শমন কি ওয়ারণ্ট জারী করিবার খরচ আদালতে আমানত করিতে হইবেক।

৪৯ ধারা।—যেস্থলে গ্রেপ্তারের পরওয়ানা বাহির হইবেক তাহার কথা।

৫০ ধারা।—আসামীকে গ্রেপ্তার করিলে পর যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫১ ধারা।—পরওয়ানা ক্রমে আসামীকে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনাগেলে পর যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা ও জামিনী পত্র লিখিবার কথা।

৫২ ধারা।—গ্রেপ্তারের পরওয়ানা আসামীর উপর জারী হইতে না পারিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫৩ ধারা।—অনুপযুক্ত কারণে গ্রেপ্তার হওয়াতে যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতি পুরণের প্রার্থনা হইলে তাহার কথা।

৫৪ ধারা।—বিচারের দিনে কোন পক্ষ হাজির না হইলে তাহার ফলের কথা।

৫৫ ধারা।—দাওয়ার আপত্তি করিতে কেবল আসামী হাজির হইলে ত্রুটি প্রযুক্ত বলিয়া কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি করিবার কথা, কিন্তু আসামী দাওয়া কবুল করিলে সেই কবুল মতে কালেক্টর সাহেবের ডিক্রী করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

৫৬ ধারা।—কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে কালেক্টর সাহেবের একতরফা বিচার করিবার কথা।

৫৭ ধারা।—মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিনে যদি আসামী হাজির হয় তবে তাহার জওয়াব দিতে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি দিবার কথা।

৫৮ ধারা।—একতরফা কিম্বা ত্রুটি প্রযুক্ত ডিক্রী হইলে

তাহার পুনরুত্থাপনের কি অসিদ্ধ করণের কি পরিবর্ত্তনের কথা।

৫৯ ধারা।—উভয়পক্ষ হাজির হইলে তাহাদের জোবানবন্দী লইবার কথা ও তাহারদের পরস্পর জেরাসওয়াল করিবার কথা।

৬০ ধারা।—উভয়পক্ষ প্রভৃতির জোবানবন্দীর কথা।

৬১ ধারা।—সাক্ষীরদের জোবানবন্দী লইবার কথা।

৬২ ধারা।—আসামীর দলীল আনিবার কথা।

৬৩ ধারা।—জোবানবন্দী লইলে পর যদি অধিক প্রমাণের আবশ্যক না থাকে তবে কালেক্টর সাহেব ডিক্রী করিতে পারিবেন।

৬৪ ধারা।—মোক্তার জওয়াব করিতে না পারিলে তাহার ফল।

৬৫ ধারা।—কালেক্টর সাহেবের প্রয়োজনমতে ইস্থু রিকার্ড করিবার ও অধিক প্রমাণ লইবার দিন নিরূপণ করিবার কথা।

৬৬ ধারা।—বিচারের দিনে উভয়পক্ষ আপন২ সাক্ষীরদিগকে উপস্থিত করিবেক, কিম্বা কোন পক্ষ দরখাস্ত করিলে কালেক্টর সাহেব সাক্ষীর হাজির হইবার শমন জারী করিবেন।

৬৭ ধারা।—সাক্ষীদের হাজির হইবার ও জোবানবন্দী প্রভৃতি লইবার বিধি।

৬৮ ধারা।—কোন ইস্থুর বিচার হইবার নিরূপিত দিনে উভয় পক্ষ হাজির না হইলে তাহার ফলের কথা।

৬৯ ধারা।—নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি যে মোকদ্দমা উপস্থিত করে যে মোকদ্দমার জওয়াব দেয় তাহার কথা।

৭০ ধারা।—কোন২ স্থলে ফরিয়াদীর কি আসামীর নিজে হাজির হইবার প্রয়োজন না থাকিবার কথা।

৭১ ধারা।—উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মোক্তারদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।

৭২ ধারা।—কালেক্টর সাহেবের সময় দিবার কিম্বা মোকদ্দমা মুলতবি রাখিবার কথা।

৭৩ ধারা।—কালেক্টর সাহেব সরেজমীনে তদারক করাইতে পারিবেন।

৭৪ ধারা।—আসামী দাওয়ার পরিশোধের উপযুক্ত টাকা আদালতে আমানৎ করিতে পারিবেক ও ফরিয়াদী যদি মোকদ্দমা চালাইতে চাহিয়া অধিক টাকার ডিক্রী না পায় তবে তৎপরে খরচা তাহার শিরে পড়িবার কথা।

৭৫ ধারা।—আমানৎকরা টাকার উপর সুদ না চলিবার কথা।

৭৬ ধারা।—পাট্টা পাইবার মোকদ্দমার বিচার কালে সেই পাট্টার মিয়াদের বিষয়ে উভয় পক্ষের ঐক্য না হইলে কালেক্টর সাহেবের মিয়াদ ধার্য্য করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৭৭ ধারা।—খাজানা পাইবার নালিশে যদি তৃতীয় ব্যক্তি দাওয়াদার হইয়া উপস্থিত হয় তবে তাহাকে মোকদ্দমার একপক্ষ করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৭৮ ধারা।—বেদখল করিবার কিম্বা পাট্টা বাতিল করিবার মোকদ্দমার কথা।

৭৯ ধারা।—হুকুম যে প্রকারে প্রকাশ হইবেক তাহার কথা।

৮০ ধারা।—ডিক্রীমতে যাহার প্রতি হুকুম হয় সে পাট্টা দিতে না চাহিলে কালেক্টর সাহেবের তাহা দিবার কথা।

৮১ ধারা।—ডিক্রীমতে কোন লোকের কবুলিয়ৎ দিতে স্বীকার না করিবার কথা।

৮২ ধারা।—রাইয়তকে বেদখল করিবার কি পুনরায় দখল দেওয়াইবার ডিক্রী যে রূপে জারী হইবেক তাহার কথা ও ডিক্রীজারী করিবার বাধা করিলে তাহার দণ্ড।

৮৩ ধারা।—পাট্টা বাতিল করিবার কিম্বা ইজারাদার-কে কি দখিলকারকে বেদখল করিবার কি পুনরায় দখল দেওয়াইবার ডিক্রী যেরূপে জারী হইবেক তাহার কথা।

৮৪ ধারা।—ডিক্রীজারীর পরওয়ানা জারী না হইয়া ডিক্রীমতে খাতককে যেস্থলে আটক কি কয়েদ করা যাই-তে পারে তাহার কথা।

৮৫ ধারা।—যেজন জামিন হয় সে ডিক্রীমতে খাতক-কে হেপাজতে সমর্পণ না করিলে তাহার দায়ের কথা।

৮৬ ধারা।—ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবার কথা।

৮৭ ধারা।— অস্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হই-বার দরখাস্ত।

৮৮ ধারা।—পরওয়ানা যতদিন প্রবল থাকিবেক তাহার কথা।

৮৯ ধারা।—অন্য পরওয়ানা ক্রমশঃ জারী হইতে পারিবার কথা।

৯০ ধারা।—এক বৎসর গত হইলে পর এত্তেলা না দিলে পরওয়ানা বাহির না হইবার কথা।

৯১ ধারা।—মৃত লোকের উত্তরাধিকারীকে কি স্থলাভিষিক্তকে সম্বাদ না দিলে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা না হইবার কথা।

৯২ ধারা।—ডিক্রীর তারিখ অবধি তিনবৎসরের পরে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির না হইবার কথা।

৯৩ ধারা।—গ্রেপ্তারের পরওয়ানার ও কয়েদ হইবার মিয়াদের কথা ও হিসাব দাখিল না হইবার জন্যে গ্রেপ্তার হইলে তাহার কথা।

৯৪ ধারা।—একি ডিক্রীমতে কোন লোকের দ্বিতীয়বার কয়েদ হইবার কথা।

৯৫ ধারা।—পরওয়ানা বাহির হইবার কালে খোরাকী আমানৎ করিবার কথা।

৯৬ ধারা।—কয়েদ থাকিবার সময়ে খোরাকী আগাম দিবার কথা।

৯৭ ধারা।—খোরাকী মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরিবার কথা।

৯৮ ধারা।—সম্পত্তির ফর্দ্দ প্রস্তুত হইবার ও নীলামের ইশ্তিহার প্রকাশ প্রভৃতির কথা।

৯৯ ধারা।—ডিক্রীজারীমতে যে অস্থাবর সম্পত্তি লওয়া যায় তাহা রাখিবার ও নীলাম করিবার কথা।

১০০ ধারা।—যে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহাতে যদি তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কের দাওয়াকরে তবে কালেক্টর সাহেবের নীলাম স্থগিত করিবার কথা।

১০১ ধারা।—সেই দাওয়া কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি করিবার কথা।

১০২ ধারা।—দাওয়াদার আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে না পারিলে ডিক্রীমতের মহাজনের ক্ষতি পূরণ করিবার কথা।

১০৩ ধারা।—পূর্ব্বের দুইধারামতে কালেক্টর সাহেবের যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১০৪ ধারা।—নীলামের ইশতিহার কি নীলাম করিবার কার্য্যেতে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইলেও নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১০৫ ধারা।—যে জমী হস্তান্তর করাযাইতে পারে তাহার বাকী খাজানার বাবত ডিক্রীজারীক্রমে নীলামের কথা।

১০৬ ধারা।—অপর ব্যক্তি যদি সেই পেটাও তালুকের মালিক ও আইনমতে দখীলকার বলিয়া দাওয়া করে তবে কালেক্টর সাহেবের নীলাম স্থগিত করিয়া দাওয়ার তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১০৭ ধারা।—সেই প্রকারের দাওয়ার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

১০৮ ধারা।—অবিভক্ত মহালের কি তালুকের অংশী-রদের পক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী হইবার কথা।

১০৯ ধারা।—টাকার ডিক্রী হইলে যদি খাতকের অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম করিয়া ডিক্রীর টাকা শোধ হই-তে না পারে তবে তাহার স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক।

১১০ ধারা।—সেই স্থাবর সম্পত্তি যদি ঘর কিঅন্য ইমা-রত হয় কিম্বা যাহা নীলাম হইতে পারে এমত পেটাও তা-লুক হয় কিম্বা মহাল কি মহালের এক অংশ হয় তবে পরও-য়ানা যেরূপে জারী হইবেক তাহার কথা।

১১১ ধারা।—স্থাবর কোন সম্পত্তির নীলাম হইবার অগ্রে আপত্তি করাগেলে তাহার ফলের কথা।

১১২ ধারা।—খাজানার নিমিত্তে জমীর ফসলাদি ব-ন্দক থাকিবার কথা ও ক্রোক করণ দ্বারা বাকী খাজানা আদায় করিবার বিধি ও চাষিরা জামীন দিলে তাহারদের ফসলাদি ক্রোক হইতে না পারিবার কথা।

১১৩ ধারা।—কোন২ স্থলে ক্রোক হইতে না পারিবার কথা।

১১৪ ধারা।—কোর্ট ওয়ার্ডস প্রভৃতির অধীন সরবরাহ-কারেরদের ক্রোক করিবার শক্তিক্রমে কার্য্য করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১১৫ ধারা।—শস্যাদি ক্ষেত্রে থাকে ও যাহা কাটিয়া মরাইতে রাখা যায় নাই তাহার ক্রোক হইতে পারিবার কথা।

১১৬ ধারা।—ক্রোক করিবার সময়ে কি তাহার আগে দাওয়ার এত্তেলা প্রভৃতি বাকীদারের উপর জারী হইবার কথা।

১১৭ ধারা।—ঐ বাকী টাকা সেই সময়ে না দেওয়া-গেলে কি দিবার প্রস্তাব না হইলে বাকীর সমান মূল্যের দ্রব্য ক্রোক হইবার কথা ও যে দ্রব্য ক্রোক হইবেক তাহার এক ফর্দ্দ স্বামিকে দিবার কথা।

১১৮ ধারা।—ক্ষেত্রের শস্যাদি ক্রোক হইলে কৃষাণের দ্বারা কাটিকার ও মরাইতে রাখিবার কথা কিম্বা সে না করি-লে ক্রোক করণীয়ার তাহা করিবার কথা।

১১৯ ধারা।—কোন বাধা হইলে কি হইবার সম্ভাবনা হইলে কালেক্টর সাহেবের নিকটে ক্রোক করণীয়ার সাহা-য্য প্রার্থনা করিবার কথা।

১২০ ধারা।—যাহাদের ক্রোক করিবার ক্ষমতা থাকে তাহারা আপনারদের চাকর দিগকে ক্রোক করিবার ক্ষমতা লিখিয়া দিতে পারিবেক।

১২১ ধারা।—বাকীদার যদি নীলামের দিনের অগ্রে ক্রোক করিবার খরচা সমেত ঐ বাকী দিতে চাহে তবে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া যাইবেক।

১২২ ধারা।—নীলাম করিবার দরখাস্তের কথা।

১২৩ ধারা।—দরখাস্ত যে দাঁড়ামতে লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও বাকীদারের উপর এত্তেলা জারী করিবার খরচ ক্রোক করণীয়ার আমানৎ করিবার কথা।

১২৪ ধারা।—দরখাস্ত পাইলে দেওয়ানী আদালতের আমীন প্রভৃতির যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১২৫ ধারা।—মোকদ্দমা উপস্থিত করাগেলে কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মের সর্টিফিকট পাইলে আমীনের নীলাম স্থগিত করিবার কথা।

১২৬ ধারা।—নীলামের এস্তেলা জারী হইবার অগ্রে ঐ ক্রোক করণীয়ার দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমার কথা।

১২৭ ধারা।—ঐ ডিক্রীর টাকা ও সুদ খরচা সমেত দিবার জামিনী পত্রে ঐ দ্রব্যের স্বামি দস্তখৎ করিয়াছে কালেক্টর সাহেবের এই মর্ম্মের সর্টিফিকট পাওয়াগেলে ক্রোক উঠাইয়া লইবার কথা।

১২৮ ধারা।—ইশ্‌তিহার নামাতে নীলামের যে মিয়াদ নিরূপণ হইল তাহা ফুরাইয়া গেলে যদি ক্রোককারীর দাওয়ার উপর আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার সর্টিফিকট না দেওয়া যায়, তবে নীলাম হইতে পারিবেক।

১২৯ ধারা।—নীলাম হইবার স্থান ও নিয়মের কথা।

১৩০ ধারা।—উপযুক্ত মূল্যের ডাক না হইলে নীলাম অন্য দিনে হইবার কথা ও তখন যে মূল্যে হয় সেই মূল্যে বিক্রয় হইবার কথা।

১৩১ ধারা।—খরিদের টাকা দিবার কথা।

১৩২ ধারা—নীলামের উৎপন্ন টাকার কথা।

১৩৩ ধারা।—যে আমলারা নীলাম করে তাহারদের খরিদ করিতে নিষেধ।

১৩৪ ধারা।—বেদাঁড়া কোন কর্ম্ম হইলে তাহার রিপোর্ট কালেক্টর সাহেবের নিকটে হইবার কথা ও বাকীদার উপযুক্তমতে এত্তেলা পায় নাই আমীন ইহা জানিলে নীলাম না করিবার কথা।

১৩৫ ধারা।—আমীন নিলামের স্থানে গেলে পর যদি নীলাম না হয় তবে তাহার খরচ দিবার কথা।

১৩৬ ধারা।—দেওয়ানী আদালতের আমীন প্রভৃতির কার্য্য কালেক্টর সাহেবেরদের পুনর্ব্বিচার করিয়া হুকুম করিবার কথা।

১৩৭ ধারা।—নীলাম হইবার দ্বিতীয় ইশ্‌তিহারের কথা।

১৩৮ ধারা।—ক্রোককারীর দাওয়ার উপর আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৩৯ ধারা।—কোন লোকের খাজানা বাকী হইয়াছে বলিয়া তাহার জন্যে যদি অপর লোকের দ্রব্য ক্রোক হয় তবে ক্রোককারী প্রভৃতির নামে ঐ লোকের মোকদ্দমা করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১৪০ ধারা।—ক্রোককারী ব্যক্তির ক্রোক করিবার স্বত্বের বিবাদ হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৪১ ধারা।—কোন লোক আপনার দ্রব্য নীলাম হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে নালিশ করিতে না পারিলে তাহার ক্ষতি পুরণের বাবৎ নালিশ করিবার কথা।

১৪২ ধারা।—ক্রোককারীর বেআইনী কোন কর্ম্মেতে যাহার ক্ষতি হয় তাহার নালিশ করিবার কথা।

১৪৩ ধারা।—বেআইনীমতের ক্রোকের কথা।

১৪৪ ধারা।—ক্ষতি পুরণের মোকদ্দমা করিবার মিয়াদের কথা।

১৪৫ ধারা।—ক্রোকের বাধা করিবার কথা।

১৪৬ ধারা।—পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

১৪৭ ধারা।—পরওয়ানা জারীর বাধা করিবার কথা।

১৪৮ ধারা।—কালেক্টর সাহেবের নিজ এলাকার কোন স্থানে কাছারী করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১৪৯ ধারা।—কর্ম্মকারকেরদের কি মোক্তারদের কথা।

১৫০ ধারা।—ডেপুটীকালেক্টরেরদের ক্ষমতার কথা।

১৫১ ধারা।—কালেক্টর সাহেবেরা ও ডেপুটী-কালেক্টরেরা সাধারণ মতে কমিস্তনর সাহেবেরদের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞার ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিবেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে কালেক্টর সাহেবেরদের ডেপুটী কালেক্টরেরদের হুকুমের উপর আপীল না থাকিবার কথা।

১৫২ ধারা।—হুকুমের উপর আপীল করিবার মিয়াদের কথা।

১৫৩ ধারা।—১০০৲ টাকার কমের কোন ডিক্রীর উপর আপীল নাই। কিন্তু সেই ডিক্রীতে যদি খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা ভূমির স্বত্বের সম্পর্কীয় কোন কথা থাকে তবে আপীল হইতে পারিবার কথা।

১৫৪ ধারা।— যে মোকদ্দমার উপর আপীল নাই তাহাতে নূতন প্রমাণাদি পাওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবের তাহা পুনরায় শুনিবার কথা।

১৫৫ ধারা।—ডেপুটী-কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইবার কথা।

১৫৬ ধারা।—আপীলের দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখন প্রভৃতির কথা।

১৫৭ ধারা।—আপীল হইলে কার্য্য করিবার বিধি।

১৫৮ ধারা।—আপীল পুনর্গ্রাহ্য করিবার কথা।

১৫৯ ধারা।—আপীলের নিষ্পত্তি।

১৬০ ধারা।—যে যে মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেবের ও সদর আদালতের নিকটে আপীল হয় তাহার কথা।

১৬১ ধারা।—আপীল উপস্থিত করিবার ও শুনিবার বিধি।

১৬২ ধারা।—ভূমির অধিক অংশ যে জিলার কি এলাকা খণ্ডের মধ্যে থাকে তাহার কালেক্টরী কাছারিতে মোকদ্দমা করিবার কথা।

১৬৩ ধারা।—উক্ত উসুল ছাড়া অন্য স্থলে কালেক্টর সাহেবের জিলার বাহিরে যে জমী আছে তাহার উপর তাহার এলাকা না থাকিবার কথা।

১৬৪ ধারা।—ডেপুটীকালেক্টরের পোলীস সংক্রান্ত ক্ষমতা থাকিলে তাহার এই আইনমতে বিচারপতির ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য না করিবার কথা।

১৬৫ ধারা।—কালেক্টর সাহেবেরদের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬৬ ধারা।—১৮১৯ সালের ৮ আইনমতে পত্তনি তা-

লুক প্রভৃতির উপর জমীদারের যে স্বত্ব থাকে তাহা রক্ষা করিবার কথা।

১৬৭ ধারা।— এই আইন আমলে আসিবার কথা।

১৬৮ ধারা।—দেওয়ানী জেলখানায় ও নাজির এই এই শব্দের অর্থ ও লিঙ্গ বচনের কথা। *

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের খোলাসা সমাপ্তঃ।

*১৬৮ এই ধারাতে সাতটি তফসীল আছে তাহা যে প্রকারে লেখা হইবেক উহার মধ্যে প্রচার করা গিয়াছে।

## ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের খোলাসা।

[ বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম করিবার আইন পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার আইন। ]

১ ধারা।—যেং আইন রদ হইল তাহার কথা।

২ ধারা।—মালগুজারীর বাকী যাহাকে বলে তাহার কথা।

৩ ধারা।—মালগুজারী দিবার শেষ দিনের কথা।

৪ ধারা।—ছিলটে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।—বিশেষং প্রকারের বাকী সম্পর্কের বর্জ্জিত বিধি।

৬ ধারা।—নীলামের ইশ্‌তিহার জারী হইবার কথা ও মালগুজারী দিবার শেষ দিনের পরে টাকা দাখিল করিতে চাহিলে ও নীলাম স্থগিত না হইবার কথা।

৭ ধারা।—রাইয়ত প্রভৃতিকে এত্তেলা দিবার কথা।

৮ ধারা।—গবর্ণমেন্টের উপর বাকীদারের দাওয়া থাকিলে তদ্দ্বারা নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৯ ধারা।—মালিক ভিন্ন অন্য লোকেরদের স্থানে আমানতের টাকা গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা।

১০ ধারা।—সাধারণ রূপে অধিকার করা অংশ বিভাগ করণের কথা।

১১ ধারা।—ভূমির বিশেষ খণ্ডের অংশ স্বতন্ত্র করিবার কথা।

১২ ধারা।—আপত্তি হইলে উভয়পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

১৩ ধারা।—স্বতন্ত্র অংশের নীলামের কথা।

১৪ ধারা।—বিশেষ নিয়মমতে সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা।—মহালের নীলাম না হয় এই নিমিত্তে টাকা আমানৎ করিবার কথা।

১৬ ধারা।—আমানতের টাকা প্রভৃতি ফিরিয়া লওনের কথা।

১৭ ধারা।—কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন কি ক্রোককরা মহালের কথা।

১৮ ধারা।—মহালের নীলাম হইতে বিশেষমতে মুক্ত হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১৯ ধারা।—নীলাম যে স্থানে করিতে হইবেক তাহার কথা।

২০ ধারা।—নীলাম অন্য দিন পর্য্যন্ত স্থগিত করিবার কথা।

২১ ধারা।—নীলাম করিবার নিয়মের কথা।

২২ ধারা।—খরিদী টাকার বাবৎ বায়নার কথা।

২৩ ধারা।—খরিদের সমুদয় টাকা দিবার কথা।

২৪ ধারা।—পুনশ্চ নীলামের কথা।

২৫ ধারা।—আপীলের কথা।

২৬ ধারা।—বিশেষস্থলে নীলাম অসিদ্ধ করিবার কথা।

২৭ ধারা।—যে সময়ে নীলাম চুড়ান্ত হইবেক তাহার কথা।

২৮ ধারা।—নীলামের সর্টিফিকটের কথা।

২৯ ধারা।—দখল দেওয়াইবার কথা।

৩০ ধারা।—খরিদারের দায়ের কথা।

৩১ ধারা।—খরিদের টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩২ ধারা।—নীলাম অসিদ্ধ হইবার ইশ্‌তিহার।

৩৩ ধারা।—নীলাম শুধরাইবার যে মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতের এলাকা ও বৰ্জ্জিত কথা।

৩৪ ধারা।—এই আইনমতের নীলাম আদালতের ডিক্রীক্রমে অসিদ্ধ হইলে তাহার ফলের কথা।

৩৫ ধারা।—নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরিদের টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

৩৬ ধারা।—বেনামী খরিদ হইয়াছে বলিয়া কোন মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৩৭ ধারা।—ইস্তমরারি বন্দবস্তের মহাল নিজবাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহার খরিদারের স্বত্বের কথা।

৩৮ ধারা।—বন্দবস্তের পরে যে তালুকদারী জমী হইয়া কতক বৎসরের মিয়াদ ভোগ হইতেছে তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩৯ ধারা।—সাধারণ ও বিশেষ রেজিষ্টরীর কথা।

৪০ ধারা।—রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্তের কথা।

৪১ ধারা।—সাধারণ রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত হইলে যেরূপে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪২ ধারা।—বিশেষ রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত হইলে যে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪৩ ধারা।—কোনং ভূমির পাট্টা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৪৪ ধারা।—পুরাতন জমী রেজিষ্টরী করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৪৫ ধারা।—তালুক প্রভৃতির ও ইজারার রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত করিবার মিয়াদের কথা।

৪৬ ধারা।—মাপ কি জরিপ কি সরেজমীনে তদারক করিবার খরচের কথা।

৪৭ ধারা।—বিশেষ রেজিষ্টরী বহিতে কোন কথা লিখিতে দেওয়ানী আদালতের হুকুম করিবার ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

৪৮ ধারা।—কোন তালুকাদির কি ইজারার রেজিষ্টরী বাতিল করিবার মোকদ্দমার কথা।

৪৯ ধারা।—তালুক প্রভৃতি রেজিষ্টরী করণেতে রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের কার্য্যের কথা।

৫০ ধারা।—বিশেষ রেজিষ্টরের মধ্যে তালুক প্রভৃতি লিখিবার ফল।

৫১ ধারা।—বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে মহাল নীলাম

হইলে তাহার পেটাও তালুকদারী জমীর তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষাপাইবার কথা।

৫২ ধারা।—ইস্তমরারি বন্দবস্ত না হওয়া মহালের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে খরিদারের স্বত্বের কথা।

৫৩ ধারা।—কোনলোক মহালের অংশী হইয়া খরিদার হইলে তাহার স্বত্বের ও যে মহাল নিজ বাকীর নিমিত্তে নীলাম না হয় তাহার খরিদারের স্বত্বের কথা।

৫৪ ধারা।—মহালের অংশের খরিদারের স্বত্ব।

৫৫ ধারা।—বাকীদারেরদের পাওনা টাকা আদায়ের কথা।

৫৬ ধারা।—অবজ্ঞার দণ্ডের কথা।

৫৭ ধারা—বায়না আমানত করিতে ত্রুটি হইলে তাহা অবজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৫৮ ধারা।—নীলামে গবর্ণমেণ্টের খরিদ করিতে পারিবার কথা।

৫৯ ধারা।—কালেক্টর সাহেব যে হুকুমের ও খরচার দাওয়া করিতে পারেন তাহার কথা।

৬০ ধারা।—কোন কোন মহালের ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন প্রবল থাকিবার কথা।

৬১ ধারা।—অর্থ করিবার ধারা।

৬২ ধারা।—এই আইন খাটিবার ও আরম্ভ হইবার কথা।

বোর্ডের বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের খোলাসা সমাপ্তঃ।

———০———

## ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১২ আইনের খোলাসা।

[ আড়কাটি সাহেবেরা কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটিহইলে তাহার-
দের বিচার হইবার আরো উত্তম বিধান
করিবার আইন। ]

১ ধারা।—কতক আইন রদ হইবার কথা।

২ ধারা।—আড়কাটি সাহেবেরদের নামে কর্ম্মের না-লিশ হইলে তাঁহারদের বিচার হইবার কথা।

৩ ধারা।—বিচার কর্ত্তাকে নিযুক্ত করিবার কথা।

৪ ধারা।—ফরিয়াদীকে নিযুক্ত করিবার কথা।

৫ ধারা।—জজ ও জুরির সম্মুখে বিচার হইবার কথা।

৬ ধারা।—যে সওদাগর ও আড়কাটি সাহেবেরা জুরি হইয়া বসিতে পারেন তাঁহারদের ফর্দ্দ করিবার কথা।

৭ ধারা।—জুরিকে নিযুক্ত করিবার সময়ে ও স্থানের সম্বাদ ফরিয়াদীকে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দিবার কথা।

৮ ধারা।—জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

৯ ধারা।—বিচারের দিন নিরূপণ করিবার ও জুরির লোকেরদের নামে শমন জারী হইবার কথা ও তাঁহারদের হাজির না হইবার দণ্ডের কথা।

১০ ধারা।—জুরির কোন ব্যক্তি যদি উপস্থিত না হন তবে বিচার যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।—যে সাহেবেরা জুরি হইয়া কর্ম্ম করিয়াছেন তাহারদের রেজিষ্টরী বহির কথা।

১২ ধারা।—জুরির সাহেবেরদের শপথ করিবার কথা।

১৩ ধারা।—সাক্ষীদিগকে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে হাজির থাকিতে শমন দিবার কথা ও যে সাক্ষীরা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত তাঁহারদের জোবানবন্দী লইবার কথা।

১৪ ধারা।—সাক্ষীরা হাজির না হইলে কি প্রমাণদিতে স্বীকার না করিলে তাঁহারদের দণ্ডের কথা।

১৫ ধারা।—সুপ্রিমকোর্টের চলিত বিধিমতে সাক্ষীরদের জোবানবন্দী শপথ ক্রমে লইবার কথা।

১৬ ধারা।—জুরির ফয়সলা।

১৭ ধারা।—যাহার নামে নালিশ হয় তিনি দোষী হইলে আদালতের দণ্ডাজ্ঞার কথা ও অপরাধের ও দণ্ডের তফসীল প্রস্তুত করিবার কথা ও নির্দ্দোষ করিবার কথা।

১৮ ধারা।—গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর না করিলে কোন দণ্ডাজ্ঞা চূড়ান্ত না হইবার কথা ও গবর্ণমেণ্ট হইতে সেই দণ্ড ক্ষমা করিবার কি লঘু করিবার কথা।

১৯ ধারা।—জুরির সাহেবেরদের ফয়সলা স্পষ্টরূপে প্রমাণের বিরুদ্ধ হইলে কিম্বা বিচার অন্য প্রকারে অপ্রচুর হইলে তাহার কথা।

২০ ধারা।—কার্য্য করিবার বিধি করিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা।—কর্ম্মের ক্রটির নালিশ হইলে যদি বিচার-করা আবশ্যক বোধ না হয় তবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কিম্বা মারিন কার্য্যকারক সাহেবেরদের বিবেচনামতে উপযুক্ত হুকুম করিবার বাধা এই আইনেতে না হইবার কথা।

২২ ধারা।—অনুমতি পত্রপ্রাপ্ত আড়কাটি সাহেবের অনুমতি পত্র বাতিল করিবার কথা।

২৩ ধারা।—এই আইন যাহারদের উপর খাটে তাহার কথা।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১২ আইনের খোলাসা সমাপ্তঃ।

# ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১৩ আইনের খোলাসা

[ কোন কোন স্থলে কারিগর কি কর্ম্মকারক কি মজুর চুক্তি
ভঙ্গ করিলে তাহারদের দণ্ডের বিধান
করিবার আইন ।

১ ধারা ।—কোন কর্ম্মকারক কিছু কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ও টাকা আগাম পাইলে যদি কসুর করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিবার কথা ।

২ ধারা ।—ঐ আগাম টাকা ফিরিয়া দিবার কিম্বা চুক্তিমতে কর্ম্ম করিবার হুকুম দিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা ও কর্ম্মকারক সেই হুকুম না মানিলে তাহার দণ্ডের কথা ।

৩ ধারা ।—মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কর্ম্মকারকের স্থানে ঐ হুকুমমতে কর্ম্ম করিবার জামিন লইতে পারিবার কথা ।

৪ ধারা ।—যে প্রকারের চুক্তির উপর এই আইন খাটে তাহার কথা ।

৫ ধারা ।—গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এই আইনের কার্য্য বিস্তারিত হইবার কথা ।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১৩ আইনের খোলাসা সমাপ্তঃ ।

## ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের খোলাসা।

[ মোকদ্দমার মিয়াদের বিধি করিবার আইন। ]

১ ধারা।—মোকদ্দমার মিয়াদের কথা। *

২ ধারা।—বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির করা ট্রষ্টিরদের ও তাহারদের স্থলাভিষিক্তেরদের নামে মোকদ্দমার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩ ধারা।—কোন বিশেষ আইনমতে কম মিয়াদের নিয়ম হইলে তাহা প্রবল হইবার কথা।

৪ ধারা।—কোন লিপির দ্বারা কবুল হইলে মোকদ্দমা করিবার অধিকার পুনরুত্থাপনের কথা।

৫ ধারা।—সম্পত্তি যাহার নিকটে আমানৎ থাকে কি যাহাকে বোধ কি বন্দক স্বরূপে দেওয়াযায় তাহার স্থানে কেহ খরিদ করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৬ ধারা। বন্দক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তি পাইবার জন্যে সুপ্রিমকোর্টে বন্দক লওনীয়ার মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ নিরূপণের কথা।

---

*এই ধারাতে ১৬ প্রকরণের দ্বারা বিশেষ বিশেষ মিয়াদের নিরূপণ আছে।

৭ ধারা।—সরকারী মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে মহাল নীলাম হয় তাহার উপর দায় কি তাহার পেটাও পাট্টা বাতিল করিবার মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা।

৮ ধারা।—সওদাগরেরদের মধ্যে চলিত হিসাবের বাকীর বাবত মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা।

৯ ধারা।—প্রতারণামতে লুকাইবার কার্য্য হইলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।

১০ ধারা।—কোন প্রতারণার কার্য্য মোকদ্দমার কারণের মূল হইলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।

১১ ধারা।—আইনমতে অক্ষম হইলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।

১২ ধারা।—পূর্ব্বের ধারামতে যাহারা আইনমতে অক্ষম জ্ঞান হইবেক তাহারদের কথা।

১৩ ধারা।—আসামী বিদেশে থাকিলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।

১৪ ধারা।—কোন মোকদ্দমা প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত করাগেলে যদি অনুপযুক্ত আদালতে করাযায় তবে মিয়াদ নিরূপণের কথা।

১৫ ধারা।—স্থাবর সম্পত্তি যাহার দখলে থাকে তাহাকে বেআইনীমতে বেদখল করাগেলে স্বত্বের অন্য অধিকার ব্যক্ত করাগেলেও তাহা পুনরায় দখল পাইবার ও বেদখলের মোকদ্দমা ছয় মাসের মধ্যে করিবার কথা কিন্তু স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার মোকদ্দমার মিয়াদ বহাল থাকিবার কথা।

১৬ ধারা।—সুপ্রিমকোর্টের একুটিপক্ষের এলাকার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক না থাকিবার কথা।

১৭ ধারা।—সরকারী সম্পত্তির উপর কিম্বা দাওয়া করিবার মোকদ্দমার উপর আইন না খাটিবার কথা।

১৮ ধারা।—এইক্ষণে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে কি দুই বৎসরের মধ্যে করাযায় তাহার উপর এই আইন না খাটিবার কিন্তু তাহার পর যাহা উপস্থিত হয় তাহার উপর খাটিবার কথা।

১৯ ধারা।—সুপ্রিমকোর্টের ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার উদ্যোগ বারো বৎসরের মধ্যে করিবার কথা ও এইক্ষণকার বহাল থাকা ডিক্রীর বর্জ্জিত কথা।

২০ ধারা।—রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত না হওয়া দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার মিয়াদের কথা।

২১ ধারা।—এই আইন জারী হইবার কালে যে নিষ্পত্তি প্রভৃতি বলবৎ থাকে তাহার উপর ঐ ধারা না খাটিবার কথা।

২২ ধারা।—দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্বের কার্য্যকারকের সরাসরী ফয়সলা জারী করিবার মিয়াদের কথা।

২৩ ধারা।—এই আইন জারী হইবার সময়ে যে সরাসরী ফয়সলা বলবৎ থাকে তাহার উপর ঐ ধারা না খাটিবার কথা।

২৪ ধারা।—আইনের বলবৎ হইবার কথা ও আইন

বহির্ভূত প্রদেশে কিম্বা অন্য যে স্থানে এই আইন খাটে সেই স্থানে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারের কথা।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের খোলাসা সমাপ্তঃ।

# ইন্‌কম টাক্স।

## ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৩২ আইন

### প্রথম অধ্যায়।

শতকরা ৩৲ টাকা ও শতকরা ১৲ টাকা টাক্স বসাইবার বিধি।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

টাক্সের কার্য্য করিবার ও ধার্য্য করিবার কার্য্যকারক দিগকে নিযুক্ত করিবার বিধি।

### তৃতীয় অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোটের নিমিত্তে সরকারী ডিপার্টমেণ্টে স্ব স্ব পদোপলক্ষের ও বিশেষ২ আসেসর করিবার বিধি।

### চতুর্থ অধ্যায়।

টাক্স ধার্য্য করিবার নিয়ম।

### পঞ্চম অধ্যায়।

ফুরণ করিবার কথা।

### ষষ্ঠ অধ্যায়।

ট্রষ্টিরদের ও বিশেষ২ প্রকারের যে লোকেরদের টাক্স লাগিতে পারে তাহারদের বিধি।

### সপ্তম অধ্যায়।

১ নম্বরের তফসীল মতের বিধি।

### অষ্টম অধ্যায়।

২ নম্বরের তফসীল মতের বিধি।

নবম অধ্যায়।

৩ নম্বরের তফসীল মতের বিধি।

দশম অধ্যায়।

৪ নম্বরের তফসীল মতের বিধি।

একাদশ অধ্যায়।

বিশেষ কোন২ জিলাতে অন্যমতে টাক্স ধার্য্য করিবার উপায়ের বিধি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পঞ্চায়তের ধার্য্য করা টাক্সের উপর আপীলের বিধি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

টাক্স ক্ষমা করিবার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

টাক্স কম করিবার ও দ্বিগুণ টাক্স না লাগিবার উপায়ের বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

টাকস দিবার ও উসুল করিবার বিধি।

ষোড়শ অধ্যায়।

লোকেরা নম্বর কি অক্ষরমতে ২ নম্বরের তফসীলমতের টাক্স দিতে চাহিলে তাহা দিবার বিধি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

টাকসের টাকা আদায় করিবার বিধি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

টাকসের টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার বিধি।

## ঊনবিংশতি অধ্যায়।

দণ্ডের বিধি স্থাপনের কথা।

## বিংশতি অধ্যায়।

জরীমানার টাকা উস্থুল করিবার বিধি।

## একবিংশতি অধ্যায়।

নানা বিষয়ের বিধি স্থাপনের কথা।

ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৩২ আইন সমাপ্তঃ।

## ইষ্টাম্প বিষয়ক।

## ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৩৬ আইন।

১ ধারা।—কয়েক আইন রদ হইবার বিষয়।

২ ধারা।—A চিহ্নিত তফসীলমতে ইষ্টাম্পের মাস্থল দিবার বিষয়।

৩ ধারা।—ইষ্টাম্প না করা কি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প করা হুণ্ডী প্রভৃতি লিখিয়া দিবার দণ্ডের কথা।

৪ ধারা।—যে প্রকারের ইষ্টাম্প প্রভৃতির ব্যবহার করিতে হইবে তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের নিরূপণ করিবার বিষয়।

৫ ধারা।—রসীদের ইষ্টাম্প যে প্রকারের হইবে তাহার কথা।

৬ ধারা।—আটাল ইষ্টাম্প বসান গেলে তাহার হরফ কাটিবার বিষয়।

৭ ধারা।—বিদেশের হুণ্ডি প্রভৃতির উপর ইষ্টাম্পের কথা।

৮ ধারা।—যে হুণ্ডীতে বিদেশের লেখা যাইবার ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা এই আইনের কার্য্যের নিমিত্তে বিদেশে লেখা গেল এমত জ্ঞান হইবার বিষয়।

৯ ধারা।—ভারতবর্ষের বাহিরে লেখা হুণ্ডী যাহার হাতে থাকে তাহারতাহা বিক্রয়াদি করিবার আগে তাহাতে আটাল

ইষ্টাম্প বসাইবার কথা ও ইষ্টাম্প না দিয়া কিম্বা সেই ই-ষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য না করিয়া তাহা বিক্রয়াদি করিবার দণ্ডের কথা।

১০ ধারা।—যে হুণ্ডী তেকর লিখিবার মর্ম্ম হয় তাহার তিনকেতা না লিখিয়া দিবার কি হস্তান্তর করিবার কি বিক্র-য়াদি করিবার দণ্ডের কথা ও সেই হুণ্ডী লইবার কি গ্রহণ করিবার দণ্ডের কথা।

১১ ধারা।—আটাল যে ইষ্টাম্প কোন রসীদ প্রভৃতি হইতে উঠাইয়া লওয়া গিয়াছে তাহা পুনরায় বসাইবার দ-ণ্ডের কথা।

১২ ধারা।—লেখাপড়াতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প না থাকিলে তাহার ফলের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১৩ ধারা।—১ প্রকরণ। অনবধানতাতে যদি কোন দলীল ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে কিম্বা অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প লেখা যায় তবে ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল ও জরী-মানা দিলে তাহাতে ইষ্টাম্প দিতে পারিবার কথা।

২ প্রকরণ।—ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে কি অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইয়া ত্রিশ দিনের মধ্যে কি তিনমাস মধ্যে কি ছয় মাসের মধ্যে আনা গেলে যে জরী-মানা লাগিবে।

৩ প্রকরণ।—দলীল প্রভৃতি ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে কি অনুপযুক্ত কাগজে লেখাগেলে তাহাতে ইষ্টাম্প হইবার বিষয় নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেব করিবার কথা।

৪ প্রকরণ।—যে স্থলে ইষ্টাম্পের মাসুল ও জরীমানা

দেওয়াগেলেপর দেওয়ানী আদালতে দলীল প্রভৃতি গ্রাহ্য হইতে পারে তাহার কথা।

৫ প্রকরণ।—ইহার পূর্ব্বের প্রকরণমতে টাকা দেওয়া গেলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৬ প্রকরণ।—ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে কি অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে যে দলীল প্রভৃতি লেখাযায় তাহাতে কেবল পূর্ব্বোক্তমতে ইষ্টাম্প দেওয়া যাইবার কথা।

৭ প্রকরণ।—ইষ্টাম্প দিবার জন্যে দলীল প্রভৃতি চালান করিবার খরচ যাহার দিতে হইবেক তাহার কথা।

৮ প্রকরণ।—দলীল প্রভৃতি হারাণ কি তাহার লোকসান হইলে গবর্ণমেণ্টের দায়ী না হইবার কথা।

[এই ধারার বিধান ভারতবর্ষের মধ্যে লেখা কোন হুণ্ডী প্রভৃতির উপর না খাটিবার কথা।]

১৪ ধারা।—যে লেখাপড়ার স্বেচ্ছামতের ইষ্টাম্প দেওয়া যাইতে পারে তাহার প্রমাণে যত টাকা আদায় হইতে পারিবে তাহার কথা।

১৫ ধারা।—রসীদের ইষ্টাম্প প্রভৃতি দিবার খরচের কথা।

১৬ ধারা।—B চিহ্নিত তফসীলমতে যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবে তাহার কথা।

১৭ ধারা।—তফসীলের লিখিত বিধানের ফল।

১৮ ধারা।—কোন জিলাতে মাসুল কমাইতে, বা উঠাইতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতার কথা।

১৯ ধারা।—রাজস্ব আদায় করিবার কার্য্য কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা ও অনুমতি পত্র প্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতার কথা।

২০ ধারা।—ইষ্টাম্প বিক্রেতার দোকানে অনুমতিপত্র ও তফসীল লট্‌কাইবার কথা।

২১ ধারা।—ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় হইলে তাহার পৃষ্ঠে বিক্রেতার সহী করিবার কথা।

২২ ধারা।—পৃষ্ঠে মিথ্যা কথা লিখিবার দণ্ডের কথা।

২৩ ধারা।—ইষ্টাম্প বিক্রেতা ইষ্টাম্প দিতে বিলম্ব করিলে তাহার কথা।

২৪ ধারা।—যত লইবার অনুমতি তাহা ভিন্ন ইষ্টাম্প বিক্রেতা কিছু গ্রহণ না করিবার কথা।

২৫ ধারা।—ইষ্টাম্প কাগজের যে মুল্য হয় তাহার অধিক কিছু লইলে তাহার কথা।

২৬ ধারা।—পুরাতন ইষ্টাম্প কাগজ বেআইনীমতে বিক্রয় করিবার কথা।

২৭ ধারা।—ইষ্টাম্প বিক্রেতা হিসাব না দিলে কি দিতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা।

২৮ ধারা।—বিক্রেতার অনুমতিপত্রের মিয়াদ ফুরাইলে তাহার ইষ্টাম্প কাগজ প্রভৃতি ফিরিয়া দিবার কথা।

২৯ ধারা।—ইষ্টাম্প বিক্রেতা মরিলে, যত ইষ্টাম্প কাগজ প্রভৃতি বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে দিবার কথা।

৩০ ধারা।—ইষ্টাম্প বিক্রেতার জামিনেরদের উপর কার্য্য চালাইবার কথা।

৩১ ধারা।— অনুমতিপত্র না পাইয়া কাগজ বিক্রয় করিবার কথা।

৩২ ধারা। ১প্ররণ।—ইষ্ঠাম্প কাগজের নোকসান কি ক্ষতি হইলে তাহার কথা।

২ প্রকরণ।—নূতন কাগজ পাইবার দরখাস্তের কথা।

৩৩ ধারা।—প্রতারণা করিয়া ইষ্টাম্প কাগজ জাল করণের কি চালাইবার কথা।

৩৪ ধারা।—কোন২ আফিডেবিট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার কথা।

৩৫ ধারা।—হস্তান্তর করণ পত্রেতে খরিদের প্রকৃত টাকা লিখিবার কথা।

৩৬ ধারা।—হস্তান্তর করণপত্র লিখিয়া দিতে যেজন নিযুক্ত হয় সে খরিদের প্রকৃত টাকার কম লিখিবার দণ্ডের কথা।

৩৭ ধারা।—ইষ্টাম্প মাস্থলের রেবিনিউর কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি বিনা অন্য কাহার দ্বারা নালিশ না হইবার কথা।

৩৮ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের বিচার্য্য অপরাধের কথা।

৩৯ ধারা।—অন্য আদালতের বিচার্য্য অপরাধের কথা।

৪০ ধারা।—জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে কয়েদ হইবার কথা।

৪১ ধারা।—ইষ্টাম্প ও বিল অফএক্‌সচেঞ্জ ও মূল্য এই শব্দের অর্থ।

৪২ ধারা।—এই আইন আমলে আসিবার কথা।

A চিহ্নিত তফসীল।

যে সকল দলীল দস্তাবেজের ও লেখাপড়ার ইষ্টাম্প লাগিবে তাহা ও তাহার উচিত ইষ্টাম্প নির্দ্দিষ্টের তফসীল

একরার নামা।
লিখিবার ইষ্টাম্প। } ১ দফা।

যে একরার নামার ইষ্টাম্প লাগিবে না তাহার বৃত্তান্ত

আফিডেবিট লিখিবার ইষ্টাম্প ২ দফা

অর্পণপত্র লিখিবার ইষ্টাম্প ৩ দফা

যে অর্পণপত্রের ইষ্টাম্প লাগিবেনা তাহা হুণ্ডীপ্রভৃতির ইষ্টাম্পের কথা ৪ দফা

বিল অফ লেডিং অর্থাৎ রপ্তানীপত্র লিখিবার ইষ্টাম্প ৬ দফা

কবলা পত্র লিখিবার ইষ্টাম্প ৭ দফা

বণ্ড অর্থাৎ খতপত্র লিখিবার ইষ্টাম্প ৮ দফা

চার্টর পার্টী অর্থাৎ সমুদ্রে গমনশীল কোন জাহাজ প্রভৃতির ভাড়া করিবার লেখাপড়ার ইষ্টাম্প ১৬ দফা

রফানামা লিখিবার ইষ্টাম্প ১৭ দফা

চুক্তিপত্র লিখিবার ইষ্টাম্প ১৮ দফা

হস্তান্তর করণ পত্র লিখিবার ইষ্টাম্প ১৯ দফা

## B চিহ্নিত তফসীল।

## ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪২ আইন

১ ধারা।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সংস্থাপনের কথা।

২ রারা।— ঐ আদালতের এলাকার সীমা নিদ্ধার্য্য করিবার কথা।

৩ ধারা।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার কথা ও বজ্জির্ত বিধি।

৪ ধারা।—আদালতের এলাকার কথা।

৫ ধারা।—ঐ আদালতের মোহরের কথা ও সেই আদালত সাধারণমতে সদর আদালতের অধীনে থাকিবার কথা।

৬ ধারা।—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের এলাকার মধ্যে সেই আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা অন্য কোন আদালতে বিচার্য্য না হইবার কথা মাজিস্ট্রেট সাহেব প্রভৃতির ও মান্দ্রাজ গ্রামের মুনসেফেরদের ও গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়তের ও সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্টরিকেস্টের ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করিতে নিযুক্ত সেনাপতি সাহেবেরদের ও মান্দ্রাজে পল্টনের পঞ্চায়তের ক্ষমতা বজায় রাখিবার কথা।

৭ ধারা।— আদালত যেং স্থানে বসিবে তাহার কথা।

৮ ধারা।—দুই কি ততোধিক স্থানে বৈঠক করিবার আজ্ঞা হইলে ঐ বৈঠকের সময়ের কথা।

৯ ধারা।—শমনের কথা।

১০ ধারা।—প্রার্থনা হইলে ডিক্রীমতের খাতকের অ-স্থাবর বিষয়ের উপর ডিক্রীজারীর হুকুম অগৌণে হইতে পারিবার কথা।

১১ ধারা।—অস্থাবর উপযুক্ত সম্পত্তি না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইবার কথা।

১২ ধারা।—কোন২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।

১৩ ধারা।—আইন প্রভৃতির কোন কথা সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিবার কথা।

১৪ ধারা।—সদর আদালতে রায় বজায় রাখিবার নিয়মে ঐ আদালতের ডিক্রী করিবার কিন্তু সদর আদালতের রায় যতকাল না দেওয়াযায় ততকাল ডিক্রীজারীর পাওনা না হইবার কথা।

১৫ ধারা।—এই আইনমতের জিজ্ঞাসা করা কথার নিষ্পত্তি সদর আদালতের সমস্ত জজ সাহেবের বৈঠকে হইবার কথা।

১৬ ধারা।—সদর আদালতে সেই মোকদ্দমা শুনিবার দিন ত্বরায় নিরূপণ হইবার ও তাহার এত্তেলা দিবার কথা।

১৭ ধারা।—উভয়পক্ষের স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজীর হইয়া শুনা যাইবার কথা।

১৮ ধারা।—সদর আদালতের নিষ্পত্তি যেরূপে পাঠা-ইতে হইবে তাহার কথা।

১৯ ধারা।—সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিবার খরচের কথা।

২০ ধারা।—কার্য্য করিবার নিয়ম করিতে সদর আদা-লতের ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের বিধান এই আ-ইনমতের বিচার্য্য মোকদ্দমার উপর খাটিবার কথা।

ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪২ আইন সমাপ্তঃ।

## ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের খোলাসা

## দণ্ড বিধির আইন।

### ১ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধান ১ অবধি ৫ ধারা পর্য্যন্ত

### ২ অধ্যায়

সাধারণ ব্যাখ্যা ৬ অবধি ৫২ পর্য্যন্ত।

### ৩ অধ্যায়।

দণ্ডের সাধারণ বিধি ৫৩ অবধি ৭৫ পর্য্যন্ত।

### ৪ অধ্যায়।

সাধারণ বর্জ্জিত কথা ৭৬ অবধি ৯৫ পর্য্যন্ত।

আত্মরক্ষার স্বত্বের কথা ৯৬ অবধি ১০৬ পর্য্যন্ত।

### ৫ অধ্যায়।

সহায়তা ১০৭ অবধি ১২০ পর্য্যন্ত।

### ৬ অধ্যায়।

রাজ্য বিপরীত দোষ ১২১ অবধি ১৩০ পর্য্যন্ত।

### ৭ অধ্যায়।

পল্টন ও যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কীয় অপরাধ ১৩১ অবধি ১৫০ পর্য্যন্ত।

## ৮ অধ্যায়।

সাধারণ মোকদ্দমার শান্তিভঙ্গ অপরাধ ১৪১ অবধি ১৬৯ পর্য্যন্ত।

## ৯ অধ্যায়।

সরকারী কার্য্যকারকেরদের করা কি তাহারদের সম্পর্কীয় অপরাধ ১৬১ অবধি ১৭১ পর্য্যন্ত।

## ১০ অধ্যায়।

সরকারী কার্য্যকারকেরদের আইন সিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা ১৭২ অবধি ১৯০ পর্য্যন্ত।

## ১১ অধ্যায়।

সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধ ও মিথ্যা সাক্ষ্য ১৯১ অবধি ২২৯ পর্য্যন্ত।

## ১২ অধ্যায়।

মুদ্রার ও ইষ্টাম্পের সম্পর্কীয় অপরাধের কথা ২৩০ অবধি ২৬৩ পর্য্যন্ত।

## ১৩ অধ্যায়।

ওজন ও মাপকরণ সম্পার্কীয় অপরাধের কথা ২৬৪ অবধি ২৬৭ পর্য্যন্ত।

## ১৪ অধ্যায়।

সাধারণ লোকেরদের স্বাস্থ্যের কি নির্ব্বিঘ্নতার কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির বিঘ্নজনক অপরাধ ২৬৮ অবধি ২৯৪ পর্য্যন্ত।

## ১৫ অধ্যায়।

ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অপরাধ ২৯৫ অবধি ২৯৮ পর্য্যন্ত।

## ১৬ অধ্যায়।

মনুষ্যের কায় সম্পর্কীয় অপরাধ যাহাতে প্রাণের হানি হয় এমত অপরাধের কথা ২৯৯ অবধি ৩১১ পর্য্যন্ত।

গর্ব্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু ত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা ৩১২ অবধি ৩১৮ পর্য্যন্ত।

আঘাতের কথা ৩১৯ অবধি ৩৪৮ পর্য্যন্ত।

অপরাধ ঘটিত বল প্রকাশ ও আক্রমণের কথা ৩৪৯ অবধি ৩৫৮ পর্য্যন্ত।

মনুষ্য চুরি ও বল পূর্ব্বক হরণ করাণ ও গোলামীর ও বল পূর্ব্বক পরিশ্রম করাইবার দণ্ড ৩৫৯ অবধি ৩৭৪ পর্য্যন্ত।

বলাৎকারের কথা ৩৭৫ অবধি ৩৭৬ পর্য্যন্ত।

অস্বাভাবিক অপরাধের কথা ৩৭৭ পর্য্যন্ত।

## ১৭ অধ্যায়।

সম্পত্তির উপর অপরাধ চৌর্য্যের কথা ৩৭৮ অবধি ৩৮২ পর্য্যন্ত।

ভয় জন্মাইয়া হরণের কথা ৩৮৩ অবধি ৩৮৯ পর্য্যন্ত।

লুট ও ডাকাইতির কথা ৩৯০ অবধি ৪০২ পর্য্যন্ত।

## ১৮ অধ্যায়।



## ১৯ অধ্যায়।



## ২০ অধ্যায়।



## ২১ অধ্যায়।

২২ অধ্যায়।

অপরাধ ভাবে ভয় জন্মাইবার ও অত্যাচার করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা ৫০৩ অবধি ৫১০ পর্য্যন্ত।

২৩ অধ্যায়।

অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা ৫১১ ধারা (খ) উদাহরণ পর্য্যন্ত।

ইং ১৮৬০ সাঃ ৪৫ আইনের খোলাসা সমাপ্তঃ।

## ইংরেজী ১৮৬১ সালের ৫ আইনের খোলাসা

[ পোলীসের নূতন নিয়ম। ]

১ ধারা।—অর্থের কথা।

২ ধারা।—পোলীসের দলবদ্ধ করিবার বিধি।

৩ ধারা।—তত্ত্বাবধারণের ভার স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

৪ ধারা।—পোলীসের ইন্‌স্পেক্টর জেনরল প্রভৃতির কথা।

৫ ধারা।—ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেবের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার কথা ও গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা বিনা ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার কথা।

৬ ধারা।—ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনরল প্রভৃতির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবার কথা ও যে যে স্থলে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

৭ ধারা।—ইন্‌স্পেক্টর জেনরল প্রভৃতির দ্বারা নিযুক্ত ও ডিসমিস হইবার কথা।

৮ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের পদের সর্টিফিকট পাইবার কথা।

৯ ধারা।—ছুটী না পাইলে কি কি মাসের সংবাদ না দিলে পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের কর্ম্ম ত্যাগ না করিবার কথা।

১০ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের অন্য কর্ম্ম করিতে না পারিবার কথা।

১১ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের বৃদ্ধকালের পেনস্যান ফণ্ডের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১২ ধারা।—ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের বিধি করিতে হইবার কথা।

১৩ ধারা।—ব্যক্তি বিশেষের খরচে পোলীসের অতিরিক্ত কর্ম্মকারকদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।

১৪ ধারা।—রেলরোডের ও অন্যান্য কুঠীপ্রভৃতির নিকটে অতিরিক্ত লোককে নিযুক্ত করিবার কথা।

১৫ ধারা।—যে যে জিলাতে গোলোযোগ কি আশঙ্কা হয় তাহাতে পোলীসের অতিরিক্ত লোককে নিযুক্ত করিবার কথা।

১৬ ধারা।—পোলীসের অতিরিক্ত লোকের নিমিত্তে যে টাকা দেওয়া যায় তাহা দিবার কথা।

১৭ ধারা।—পোলীসের বিশেষ কর্ম্মকারকেরদের কথা।

১৮ ধারা।—পোলীসের বিশেষ কর্ম্মকারকেরদের ক্ষমতার কথা।

১৯ ধারা।—পোলীসের বিশেষ কর্ম্মকারক স্বরূপ কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করিবার কথা।

২০ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরা যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবে তাহার কথা।

২১ ধারা।—গ্রামের পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের কথা।

২২ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরা সর্ব্বদাই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এমত জ্ঞান হইবার কথা ও পোলীসের সাধারণ এলাকার কোন স্থানে তাহারদের কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

২৩ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৪ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের নালিশ প্রভৃতি করিতে পারিবার কথা।

২৫ ধারা।—লাওয়ারিষ দ্রব্য পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের জিম্মায় লইবার কথা ও তাহাতে যাহা করিতে হইবেক এই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম মানিবার কথা।

২৬ ধারা।—ঐ দ্রব্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আট্‌কাইয়া রাখিয়া ইশ্‌তিহার জারি করিবার কথা।

২৭ ধারা।—দাওয়াদার না আইলে ঐ দ্রব্য জব্দ করিবার কথা।

২৮ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের পদে আর না থাকিলে সর্টিফিকট প্রভৃতি ফিরিয়া দিতে স্বীকার না করিবার কথা।

২৯ ধারা।—কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি প্রভৃতির দণ্ডের কথা।

৩০ ধারা।—সরকারী রাস্তায় যাত্রা প্রভৃতির বিধানের কথা।

৩১ ধারা।—সরকারী রাস্তা প্রভৃতির পোলীসের দ্বারা সুধারা রক্ষার কথা।

৩২ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ২ ধারা প্রভৃতি মতের হুকুম না মানিবার দণ্ডের কথা।

৩৩ ধারা।—শেষ ৩ ধারামতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধারণ করার কথা।

৩৪ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের কর্ত্তব্য কোন কোন কর্ম্মের কথা ও রাস্তা অবরোধ করিবার ও ঘৃণাজনক বিষয়ের কথা।

৩৫ ধারা।—এলাকার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩৬ ধারা।—নালিশ করিবার ক্ষমতা বজায় থাকিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩৭ ধারা।—জরিমানার টাকা ক্রোক করণ দ্বারা আদায়ের কথা।

৩৮ ধারা।—ক্রোকী পরওয়ানার ও আপোস না হওয়া পর্য্যন্ত যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৯ ধারা।—ক্রোককরা দ্রব্য যদি উপযুক্ত না হয় তবে কয়েদ করিবার কথা।

৪০ ধারা।—ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের জরিমানার টাকা উসুল করিবার কথা।

৪১ ধারা।—পোলীসের আমলাদিগকে ও গোয়েন্দাদিগকে যে বক্সিস দেওয়া যায় তাহা পোলীসের সাধারণ তহবিলে দিবার কথা।

৪২ ধারা।—নালিশ করিবার মিয়াদের কথা ও ক্ষতি পূরণের প্রস্তাবের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৪৩ ধারা।—সেই ক্রিয়া পরওয়ানাতে করা গেলে এই জওয়াবের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৪৪ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের রোজনামা রাখিবার কথা।

৪৫ ধারা।—রিটর্ণের পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিতে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৪৬ ধারা।—এই আইন যত দূর খাটিবে তাহার কথা।

৪৭ ধারা।—গ্রামের পোলীসের উপর পোলীস এলাকার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

ইংরাজী ১৮৬১ সালের ৫ আইন সমাপ্তঃ।

## ইংরাজী ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের খোলাসা।

### ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন

### প্রথম অধ্যায়।

১ ধারা।—সংক্ষেপ নামের কথা।
২ ধারা।—অর্থের কথা।
৩ ধারা।—ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কথা।
৪ ধারা।—বিশেষ আইনের কথা।
৫ ধারা।—স্থান বিশেষের আইনের কথা।
৬ ধারা।—অস্থাবর সম্পত্তির কথা।
৭ ধারা।—বচনের কথা।
৮ ধারা।—লিঙ্গের কথা।
৯ ধারা।—অনুসন্ধান করণের ও নির্দ্ধার্য্য করণের অর্থ
১০ ধারা।—লিখিত কথার অর্থ।
১১ ধারা।—ফৌজদারী আদালতের অর্থ।
১২ ধারা।—বিচার আদালতের অর্থ।
১৩ ধারা।—সেসন আদালতের অর্থ।
১৪ ধারা।—জিলার মাজিষ্ট্রেটের অর্থ।
১৫ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অর্থ।

১৬ ধারা।—মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অর্থ।

১৭ ধারা।—মাজিষ্ট্রেটের কোন কোন ক্ষমতার অর্থ।

১৮ ধারা।— জিলার ও খণ্ডের অর্থ।

১৯ ধারা।—সদর আদালতের অর্থ।

২০ ধারা।—বৎসর ও মাস শব্দের অর্থ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

২১ ধারা।—ফৌজদারী আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার কথা।

২২ ধারা।—তফসীলের নির্দ্দিষ্ট অপরাধ যে যে আদালতের বিচার্য্য হয় ও সেই সেই আদালত যে পর্য্যন্ত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

২৩ ধারা।—মাজিষ্ট্রেটের কি অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা কোন ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ করিতে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

২৪ ধারা।—বিশেষমতের বর্জ্জিত ব্যক্তির ভিন্ন সকল লোকের উপর ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২৫ ধারা।—জন্মস্থান কি বংশ প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান হইতে মুক্ত না হওয়ার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৬ ধারা।—অপরাধ যে স্থানে করা যায় সাধারণমতে সেই স্থানে তাহার বিচার হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৭ ধারা।—যে স্থানে ক্রিয়া করা যায় কি তাহার ফল উৎপন্ন হয় সেই স্থানে বিচার হইবার কথা।

২৮ ধারা।—সহায়তার কথা।

২৯ ধারা।—সীমান্ত স্থানে কৃত অপরাধের কথা।

৩০ ধারা।—পথে গমন প্রভৃতি সময়ে যে অপরাধ হয় তাহার কথা।

৩১ ধারা।—চোরাদ্রব্য গ্রহণাদির কথা।

৩২ ধারা।—ঠগ প্রভৃতি হওয়ার কথা।

৩৩ ধারা।—দণ্ডাজ্ঞাক্রমে আইনমতে কয়েদ হইয়া পলায়ন করিলে তাহার কথা।

৩৪ ধারা।—অনুসন্ধান যে স্থানে লওয়া যাইবেক এতদ্বিষয়ে সন্দেহ হইলে সদরাদালতের তাহা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৩৫ ধারা।—কোন মোকদ্দমা এক আদালত হইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে অর্পণ করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা।—কোন মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন কোন আদালত হইতে উঠাইয়া আপনার বিচার করিবার কি অধীন অন্য কোন আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

৩৭ ধারা।—সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার কথা।

৩৮ ধারা।—সেসন আদালতের কি সুপ্রিমকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমা প্রস্তুত করিতে অধীন মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা।

৩৯ ধারা।—ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদিগকে বিচারার্থ সমর্পণ করিতে কেবল জুষ্টিস অফ দি পিসের ক্ষমতার কথা।

৪০ ধারা।—ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার নামে সুপ্রিমকোর্টের বিচার্য্য অপরাধের অভিযোগ হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪১ ধারা।—যে কার্য্যকারক জুষ্টিস অফ দি পিস নহেন তিনি ইউরোপীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪২ ধারা।—তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৩ বৎসরের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা রক্ষার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

## তৃতীয় অধ্যায়।

৪৩ ধারা।—বাদীরদের ও সাক্ষীরদের জোবানবন্দী চলিত আইনানুসারে লইবার কথা।

৪৪ ধারা।—জরীমানার একাংশ ক্ষতি পুরণ প্রভৃতির নিমিত্তে আদালতের দিবার কথা।

৪৫ ধারা।—জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে কয়েদ হইবার কথা ও বৰ্জ্জিত কথা।

৪৬ ধারা।—দুই কি ততোধিক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা ও বৰ্জ্জিত কথা।

৪৭ ধারা।—পলাতক বন্দুয়ানের দণ্ড চলনের কথা।

৪৮ ধারা।—কোন অপরাধের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদী যে ব্যক্তি অন্য অপরাধ করে তাহার দণ্ডের কথা ও বৰ্জ্জিত কথা।

৪৯ ধারা।—কয়েদীকে এক জেলখানা হইতে অন্য জেলখানায় পাঠাইতে স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

৫০ ধারা।—যে দ্বীপে প্রেরণ হইবেক তাহা দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে না লিখিবার কথা।

৫১ ধারা।—ঐ স্থান হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্ নর্ জেনরল বাহাদুরের নিরূপণ করিবার কথা ও যাহাদের দণ্ডাজ্ঞা হইল তাহারদিগকে সেই স্থানে পাঠাইতে স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

৫২ ধারা।—যাহারা দণ্ডাজ্ঞাক্রমে দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডভোগ করিতেছে তাহারদিগের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের অন্য আজ্ঞা হইলে সেই আজ্ঞা প্রবল করণের কথা।

৫৩ ধারা।—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৫৪ ধারা।—দণ্ডক্ষমা করিতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্ নর্ জেনরল বাহাদুরের কি স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

৫৫ ধারা।—নিয়মিত রূপে অভিযোগ হইয়া কোন ব্যক্তির বিচার হইলে তাহার নামে পুনশ্চ নালিশ না হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৫৬ ধারা।—অপরাধ যুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ যাহার নামে হয় তাহার চৌর্য্যাপরাধ নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।

৫৭ ধারা।—চাকর স্বরূপে অপরাধ যুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ যাহার নামে হয় তাহার চৌর্য্যাপরাধ কিম্বা চাকর স্বরূপে চৌর্য্যাপরাধ নির্ণয় হইবার কথা।

৫৮ ধারা।—যাহার নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয় তাহার অবিহিত রূপে সম্পত্তি ব্যবহার কি বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা।

৫৯ ধারা।—চাকর স্বরূপে চৌর্য্যের অভিযোগ যাহার নামে হয় তাহার অবিহিত রূপে সম্পত্তি ব্যবহারাপরাধ নির্ণয় হইবার কথা।

৬০ ধারা।—পুর্ব্বোক্ত চারি ধারা মতের অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী নির্ণয় হইলে তাহার নামে পুনশ্চ অভিযোগ না হইতে পারিবার কথা।

৬১ ধারা।—জরীমানা আদায়ের কথা।

৬২ ধারা।—বাধা প্রভৃতি নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৬৩ ধারা।—সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম পুনশ্চ কিম্বা নিয়ত না করিবার আজ্ঞা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের করিতে পারিবার কথা।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

৬৪ ধারা।—ব্যক্তিকে হাজীর করাইবার কার্য্যের কথা।

৬৫ ধারা।—নালিশের কথা।

৬৬ ধারা।—ফরিয়াদীর জোবানবন্দী লইবার কথা।

৬৭ ধারা।—নালিশ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬৮ ধারা।—নালিশ না হইলেও অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৬৯ ধারা।—শমনে যাহা লিখিতে হইবে ও তাহা যাহার নামে দিতে হইবে তাহার কথা।

৭০ ধারা।—শমন যাহার জারী করিতে হইবে তাহার কথা।

৭১ ধারা।—শমন যেপ্রকারে জারী হইবে তাহার কথা।

৭২ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান অপ্রাপণাদি অবস্থায় শমন জারী করিবার নিয়মের কথা।

৭৩ ধারা।—শমন বাহির হইলেও কোন স্থান পরওয়ানা জারী হইতে পারিবার কথা।

৭৪ ধারা।—এলাকার বহির্ভুত স্থানে অপরাধ হইলেও যে স্থানে শমন কি পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৭৫ ধারা।—শমন ও শমনজারীর বিষয়ে যে কোন বিধান এই আইনে থাকে তাহার সকল শমনের উপর খাটিবার কথা।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

৭৬ ধারা।—পরওয়ানা লিখিবার পাঠ।

৭৭ ধারা।—পরওয়ানা যাহাকে দিতে হইবেক তাহার কথা।

৭৮ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে তাহার কথা।

৭৯ ধারা।—সংযুক্তভাবে অনেক লোককে দিবার কথা।

৮০ ধারা।—পোলীসের কোন কর্ম্মকারক পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া অন্য কর্ম্মকারককে তাহা জারী করিতে দিবার কথা।

৮১ ধারা।—যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দেন তাহার ঐ পরওয়ানা জারীর কার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিবার কথা।

৮২ কোন২ স্থলে সকল লোকের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

৮৩ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানা যে স্থলে জারী করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৪ ধারা।—ভিন্ন এলাকার পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে গ্রেপ্তার করিবার কথা।

৮৫ ধারা।—যদি ২০ মাইলের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় তবে ধৃত ব্যক্তিকে পরওয়ানা জারী করণীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবার কথা।

৮৬ ধারা।—যে পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিতে হইবে তাহা ডাকযোগে পাঠাইতে পারিবার কথা।

৮৭ ধারা।—সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে যে পরওয়ানা জারী করিতে হয় তাহা পোলীসের প্রধান কমিস্যনর সাহেবের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে পাঠাইবার কথা।

৮৮ ধারা।—কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার বাহিরে অপরাধ হইয়া তাহার পরওয়ানা ক্রমে অপরাধী ধৃত হইলে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৮৯ ধারা।—তদ্রূপ স্থলে অধঃস্থ আদালতের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৯০ ধারা।—পরওয়ানার মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৯১ ধারা।—পরওয়ানা যেরূপে জারী করিতে হইবে তাহার কথা।

৯২ ধারা।—ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

৯৩ ধারা।—যাহার নামে পরওয়ানা বাহির হয় সে কোন গৃহে প্রবেশ করিলে সেই গৃহে সন্ধান করিবার কথা।

৯৪ ধারা।—বাহিরের দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

৯৫ ধারা।—অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিবার কথা।

৯৬ ধারা।—অনাবশ্যক মতে বদ্ধ না করিবার কথা।

৯৭ ধারা।—ধৃতব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অগৌণে আনিবার কথা।

৯৮ ধারা।—ধৃতব্যক্তির দ্বারা কোন কথা প্রকাশ করা-

ওনার্থে কোন ভয় প্রদর্শনের কি অঙ্গীকারের কি সতর্কতার কথা না করিবার কথা।

৯৯ ধারা।—পরওয়ানা জারীর বিষয়ে যে২ বিধি এই অধ্যায়ে আছে তাহা সকল পরওয়ানার প্রতি খাটিবার কথা।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

১০০ ধারা।—কোন২ স্থলে বিনা পরওয়ানাতে পোলীসের কর্ম্মকারকের গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।

১০১ ধারা।—ভ্রমকারী ব্যক্তিদের কথা।

১০২ ধারা।—অপরাধ নিবারণ করিতে পোলীসের হস্তক্ষেপ করিতে পারিবার কথা।

১০৩ ধারা -সম্বাদ জ্ঞাত করিবার কথা।

১০৪ ধারা -অপরাধ নিবারণার্থে গ্রেপ্তার করিতে পারিবার কথা

১০৫ ধারা —সরকারের সম্পত্তি হানি করণের কথা।

১০৬ ধারা —পোলীসের কর্ম্মকারক যাহার সন্ধানে আছে সেই ব্যক্তি কোন গৃহে প্রবেশ করিলে তাহাতে ঐ কর্ম্মকারককে প্রবেশাদি করিবার অনুমতি দেওয়া ঐ গৃহের রক্ষকের কর্ত্তব্যের কথা।

১০৭ ধারা।—প্রবেশ করিতে না পাইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০৮ ধারা।—অভিযুক্তব্যক্তি আপন নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা।

১০৯ ধারা।—ধৃতব্যক্তিকে অগৌণে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।

১১০ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ হয় তাহার নিমিত্তে গ্রেপ্তার করিবার কথা।

১১১ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতির হুকুম হইলে বেআইনীমতের একত্রীভূত লোকদিগের পৃথক হইয়া যাইতে হইবার কথা।

## সপ্তম অধ্যায়।

১১২ ধারা।—কোন ব্যক্তি যাহাকে গ্রেপ্তার করে তাহাকে পুনরায় ধরিবার ও প্রথমে গ্রেপ্তার হইবার মত তাহার প্রতি ব্যবহার করিবার কথা।

১১৩ ধারা।—প্রথমবার ধরিবার জন্যে যেরূপ কর্ম্ম করিতে হয় তদ্রূপ করিবার কথা।

## অষ্টম অধ্যায়।

১১৪ ধারা।—যে যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দিতে পারেন তাহার কথা।

১১৫ ধারা।—যাহার নামে পরওয়ানা দিতে হইবে তাহার কথা।

১১৬ ধারা।—পোলীসের এক কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দেওয়াগেলে অন্য কর্ম্মকারকের দ্বারা সিদ্ধ করিবার কথা।

১১৭ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার বাহিরে পরওয়ানা মতে কার্য্য হইবার কথা।

১১৮ ধারা।—অত্যাবশ্যক কোন২ স্থলে তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে নাম লেখা না হইলেও তদনুসারে কার্য্য হইবার কথা কিন্তু তদ্দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্য যাহার এলাকার মধ্যে পাওয়া যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অগৌণে লইয়া যাইবার কথা।

১১৯ ধারা।—তদ্রূপস্থলে সুপ্রিমকোর্টের এলাকারমধ্যে যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১২০ ধারা।—আবশ্যক যেস্থলে এক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে তলাশী পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১২১ ধারা।—অন্য জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ডাকযোগে তলাশী পরওয়ানা পাঠাইবার কথা ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১২২ ধারা।—অন্বেষণ করিতে ঘর প্রভৃতির রক্ষকের অনুমতি দিবার কথা।

১২৩ ধারা।—যে স্থানে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

১২৪ ধারা।—অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

১২৫ ধারা।—সাক্ষীরদের সাক্ষাতে গৃহাদিতে অন্বেষণ করিবার কথা ও ঐ স্থান নিবাসীর উপস্থিত করিবার কথা।

১২৬ ধারা।—স্ত্রীর গা তলাশী করিবার কথা।

১২৭ ধারা।—যে গৃহাদিতে কৃত্রিম দলীল প্রভৃতি থাকা সন্দেহ, এমত গৃহাদিতে অন্বেষণ করিবার কথা।

১২৮ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

১২৯ ধারা।—দোকানে ব্যবহৃত বাটখারা ও মাপিবার গজ প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কথা।

১৩০ ধারা।—অপরাধির হাতে চোরা সম্পত্তি পাওয়া গেলে পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্যের কথা।

১৩১ ধারা।—ঐ দ্রব্যের উপর কাহারও দাওয়া না থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৩২ ধারা।—ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## নবম অধ্যায়।

১৩৩ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা না হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের কোন২ অপরাধের অনুসন্ধান লইবার না পারিবার কথা।

১৩৪ ধারা।—কোন বিশেষ কি স্থানবিশেষের আইনক্রমে পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের প্রতি ক্ষমতার্পণ হয় তাহা রক্ষা করিবার কথা।

১৩৫ ধারা।—নালিশ হইলে পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকেরদের স্বয়ং গমন পুর্ব্বক কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণপূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করিবার কথা।

১৩৬ ধারা।—গুরুতর অপরাধি না হইলে স্থানীয় অনুসন্ধানের অনাবশ্যকতার কথা।

১৩৭ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারক অনুসন্ধান করার উপযুক্ত হেতু দৃষ্টি না করিলে তাহার কথা।

১৩৮ ধারা।—অপরাধির সন্ধান দেওয়া সকল লোকের কর্ত্তব্যের কথা।

১৩৯ ধারা।—নালিশ প্রভৃতি লিখিয়া দিবার কথা।

১৪০ পোলীসের কর্ম্মকারক অন্য ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলে তাহার কর্ত্তব্যের কথা।

১৪১ ধারা।—ভিন্ন এলাকার মধ্যে অপরাধিরদের পশ্চাদ্ধাবমান হইবার কথা।

১৪২ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারক যে তলাশী পরওয়ানা দিতে পারেন তাহার কথা।

১৪৩ ধারা।—যে স্থানে পোলীসের এক থানার কর্ম্মকারক অন্য থানার কর্ম্মকারককে তলাশী পরওয়ানা জারীর আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৪৪ ধারা।—সাক্ষীদিগকে শমন করিবার কথা।

১৪৫ ধারা।—পোলীসের দ্বারা সাক্ষীরদের বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণের কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১৪৬ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দোষ স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি না জন্মাইবার কথা।

১৪৭ ধারা।—অপরাধী স্বীকার করণের কথা পোলীসের কর্ম্মকারকের রিকার্ড না করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১৪৮ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকটে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহা প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

১৪৯ ধার।—পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকটে অপরাধ স্বীকার করিতে তাহা প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

১৫০ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্ত কি স্বীকৃত কথা দ্বারা যে ক্রিয়া প্রকাশ হয় তাহার সঙ্গে উক্ত যে কথার সম্পর্ক থাকে তাহা প্রমাণস্বরূপে পোলীসের কর্ম্মকারকের দিতে হইবেক।

১৫১ ধারা।—পোলীসের দ্বারা অনুসন্ধানের কথা।

১৫২ ধারা।—বিশেষ আজ্ঞা না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিককাল পোলীসের কর্ম্ম কারকেরদের আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

১৫৩ ধারা।—প্রমাণের ন্যূনতা হইলে পোলীসের কর্ম্ম কারকেরদের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৫৪ ধারা।—কার্য্যের রোজনামার কথা।

১৫৫ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্ট যাহার লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১৫৬ ধারা।—হাজির জামীনের কথা।

১৫৭ ধারা।—অতিরিক্ত টাকা জামীন না হইবার কথা ও জামিনীর নিয়মের কথা।

১৫৮ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের সম্মুখে হাজির হইবার একরারনামা ফরিয়াদীরদের ও সাক্ষীরদের লিখিবার কথা।

১৫৯ ধারা।—ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা ও তাহারা স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

১৬০ ধারা।—ধৃত ব্যক্তিদিগকে ধৃত করণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

১৬১ ধারা।—অপঘাত অকস্মাৎ মৃত্যুর অগৌণে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবার কথা।

১৬২ ধারা।—পোলীসের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক অনুপস্থিত কি পীড়িত হইলে তাঁহার ক্ষমতামতে যাঁহার কর্ম্ম করিতে হইবেক তাঁহার কথা।

## দশম অধ্যায়।

১৬৩ ধারা।—কোন কোন স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৬৪ ধারা।—অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিতে স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হওয়ার কথা।

১৬৫ ধারা।—যে স্থলে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা অপরাধী হয় তদ্ভিন্ন অন্য সকল স্থলে যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## একাদশ অধ্যায়।

১৬৬ ধারা।—গবর্ণমেন্টের কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সাহেবের আজ্ঞা বিনা কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমা উপস্থিত না হইবার কথা।

১৬৭ ধারা।—বিচারকর্ত্তারদের নামে মোকদ্দমার কথা।

১৬৮ ধারা।—দণ্ডবিধির আইনের ১০ অধ্যায়মতের কোন কোন অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকেরদের বিপক্ষে হইয়া থাকে তাহারদের অনুমতি বিনা তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা না হইবার কথা।

১৬৯ ধারা।—যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধ যে কার্য্যকারকের সম্মুখে করা যায় তাঁহার অনুমতি না হইলে তদ্রূপ কোন কোন অপরাধবিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত না হইবার কথা।

১৭০ ধারা।—দলীল সম্পর্কীয় কোন২ অপরাধ হইলে যে আদালতে ঐ দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের অনুমতি বিনা ঐ অপরাধের মোকদ্দমা উপস্থিত না হইবার কথা।

১৭১ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের তিন ধারার লিখিত স্থলে কার্য্য করিবার নিয়মের কথা।

১৭২ ধারা।—সেসন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৭৩ ধারা।—অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেসন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৭৪ ধারা।—তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

১৭৫ ধারা।—কোন ব্যক্তিদিগকে সাক্ষ্য দিবার একরারনামা ক্রমে বদ্ধ করিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতামতে সেসন কি দেওয়ানী আদালতের কার্য্য করিবার কথা।

১৭৬ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে সেই কার্য্যের ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে তাঁহারদের মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।

১৭৭ ধারা।—পরস্ত্রী গমনাপরাধের মোকদ্দমা কেবল স্বামীর উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা।—স্ত্রীর ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাকে হরণ করিবার, অভিযোগ স্বামী কি স্ত্রীর রক্ষক ভিন্ন অন্য কাহার উপস্থিত করিতে না পারিবার কথা।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

১৭৯ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানা দিবার ও পরওয়ানার পরিবর্ত্তে শমন দিতে পারিবার কথা।

১৮০ ধারা।—পরওয়ানা দিবার বিলম্ব করিবার কথা ও নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবার কথা।

১৮১ ধারা।—হাজির জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১৮২ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং হাজির হওন বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমা করিতে পারিবার কথা।

১৮৩ ধারা।—পলাতক ব্যক্তির বিষয়ে ঘোষণাপত্রের কথা।

১৮৪ ধারা।—পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

১৮৫ ধারা।—যাহা জব্দ করা দ্রব্য প্রকাশ হয় তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

১৮৬ ধারা।—সাক্ষীর উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার শমনের কথা।

১৮৭ ধারা।—সাক্ষীর নামে শমন লিখিবার পাঠ ও তাহা জারী করিবার নিয়মের কথা।

১৮৮ ধারা।—যে যে স্থলে প্রথমেই গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

১৮৯ ধারা।—পরওয়ানা জারী হইতে না পারিলে তাহার কথা।

১৯০ ধারা।—ক্রোক হইলে যদি সাক্ষী উপস্থিত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মায় তবে ঐ সম্পত্তির ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা, হাজির হইয়া হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে সম্পত্তি নীলাম হইবার কথা।

১৯১ ধারা।—শমন অমান্য করিলে পরওয়ানা দিবার কথা।

১৯২ ধারা।—উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে প্রহরিরা জিম্মায় রাখিবার কথা।

১৯৩ ধারা।—বাদী ও তাহার সম্পর্কীয় সাক্ষীরদের সাক্ষ্য লইবার কথা।

১৯৪ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার কথা ও তাহার জেরসওয়াল করিতে পারিবার কথা।

১৯৫ ধারা।—সাক্ষ্য যে রূপে ও যে ভাষাতে রিকার্ড হইবে তাহার কথা।

১৯৬ ধারা।—মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষাতে সাক্ষ্য রিকার্ড করিবার বিষয়ে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

১৮৭ ধারা।—কোন জিলাতে কোন ভাষা চলিত ইহা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের নিরূপণ করিবার কথা।

১৯৮ ধারা।—সাক্ষ্য যে প্রকারে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১৯৯ ধারা।—সাক্ষের সঙ্গে মন্তব্য কথা লিখিবার কথা।

২০০ ধারা।—যেহ স্থানে সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভি-

যুক্ত ব্যক্তির কি তাহার মোক্তারের নিকটে ব্যক্ত হইবে তাহার কথা।

২০১ ধারা।—মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে কোন ব্যক্তি শমন করিয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

২০২ ধারা।—আসামীর সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

২০৩ ধারা।—কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা ও দোষ স্বীকার হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

২০৪ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ না করাইবার কথা।

২০৫ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

২০৬ ধারা।—উপস্থিত থাকা কোন ব্যক্তির কৃত অপরাধের নিমিত্তে তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।

২০৭ ধারা।—প্রতিবাদীর পক্ষ সাক্ষ্য লওন বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বেচ্ছামতে কার্য্য হইবার কথা।

২০৮ ধারা।—প্রতিবাদীর সপক্ষীয় সাক্ষীরদের কথা।

২০৯ ধারা।—কোন২ স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্ষমতা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

২১০ ধারা।—যে২ স্থলে সদর আদালত কি সেশন আদালত ক্ষমতার প্রস্তাব করিতে পারেন তাহার কথা।

২১১ ধারা।—যাহারদিগকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয়

তাহারদিগকেও সদর আদালত কি সেশন আদালত যে স্থান সমর্পণ করিতে পারেন তাহার কথা।

২১২ ধারা।—কোন২ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামীন না লওয়ার কথা ও যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

২১৩ ধারা।—যে স্থলে হাজির জামীন লইতে হইবে তাহার কথা।

২১৪ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির ও জামীনেরদের একরারনামার কথা।

২১৫ ধারা।—হাজির জামীন অনুপযুক্ত হইলে তাহার কথা।

২১৬ ধারা।—অপরাধ প্রমাণ হইবার পূর্ব্ব কোন সময়ে জামীন লইতে পারিবার কথা।

২১৭ ধারা।—জামীন দিলে মুক্ত হওয়ার কথা।

২১৮ ধারা।—জামীনদিগকে মুক্ত করিবার কথা।

২১৯ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যের কথা।

২২০ ধারা।—জামীনেরদের দণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যের কথা।

২২১ ধারা।—যে স্থলে ইহার পুর্ব্বের দুই ধারার ক্ষমতাক্রমে কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।

২২২ ধারা।—কয়েদ করিবার পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তাহার কথা।

২২৩ ধারা।—পরওয়ানা যাহার হাতে দিতে হইবে তাহার কথা।

২২৪ ধারা।—যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুসন্ধানের কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন তাহার কথা।

২২৫ ধারা।—যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করাইবে তাহার কথা।

২২৬ ধারা।—যে স্থলে প্রতিবাদীকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

২২৭ ধারা।—অভিযোগের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দিবার কথা ও বিচারকালে তাহার সপক্ষীয় সাক্ষীরদের কথা।

২২৮ ধারা।—অনাবশ্যক সাক্ষ্যের ব্যয়ের টাকা আমানৎ না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাহাকে শমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

২২৯ ধারা।—উপরিস্থ আদালতে রিকার্ড পাঠাইবার কথা।

২৩০ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যের প্রতিলিপি দিবার কথা।

২৩১ ধারা।—মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে গবর্ণমেণ্টের উকীল প্রভৃতিকে জ্ঞাত করিবার কথা।

২৩২ ধারা।—বাদীরদের ও সাক্ষীরদের একরারনামার কথা।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

২৩৩ ধারা।—অভিযোগপত্রে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৪ ধারা।—অপরাধের বর্ণনা যেরূপে করিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৫ ধারা।—দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে উক্ত অপরাধ না থাকা স্বতই জ্ঞান করিতে হইবার কথা।

২৩৬ ধারা।—সাধারণ বর্জ্জিত কথা সম্পর্কীয় প্রমাণের কথা।

২৩৭ ধারা।—তদ্রূপ গতিকাদি না থাকিতে বর্জ্জিত করিবার অন্য বিষয় হেতু জ্ঞান না জানিবার কথা।

২৩৮ ধারা।—অভিযোগের এক কি অধিক দফা থাকার কথা।

২৩৯ ধারা।—অভিযোগ পত্রের ভিন্ন২ দফার কথা।

২৪০ ধারা।—যে যে স্থলে দণ্ডবিধির আইনের দুই কি ততোধিক ধারাক্রমে অভিযোগ হয় সেই২ স্থলের অভিযোগ পত্রের কথা।

২৪১ ধারা।—একিধারামতের দণ্ডনীয় দুই কি ততোধিক অপরাধের কথা।

২৪২ ধারা।—যেং ধারা খাটে কি যে অপরাধের প্রমাণ হয় ইহার সন্দেহ হইলে তাহার কথা।

২৪৩ ধারা।—দুই কি ততোধিক দফার অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠ।

২৪৪ ধারা।—অভিযোগপত্র সংশোধনের কথা।

২৪৫ ধারা।—যে স্থলে সংশোধন হইলে পর বিচারের কার্য্য অব্যাজে চলিতে পারে তাহার কথা।

২৪৬ ধারা।—যে স্থলে নূতন বিচারের হুকুম হইতে পারিবে কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবেক তাহার কথা।

২৪৭ ধারা।—ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষীদিগকে আসামীর পুনরায় ডাকিয়া জেরসওয়াল করিবার কথা।

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

২৪৮ ধারা।—যে যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দিতে পারিবেন ও পরওয়ানার পরিবর্ত্তে শমন দিতে পারিবেন তাহার কথা।

২৪৯ ধারা —পরওয়ানা দিবার কথা।

২৫০ ধারা —অভিযোগের কথা।

২৫১ ধারা —উভয়ের কথা।

২৫২ ধারা —বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

২৫৩ ধারা —উভয়ের পোষকতার্থে প্রমাণের কথা।

২৫৪ ধারা —প্রতিবাদীর সপক্ষীয় সাক্ষীরদের কথা।

২৫৫ ধারা —নির্দ্দোষ করণ কি দোষ নির্ণয় করণের কথা।

২৫৬ ধারা।—বিচার আরম্ভ করিবার পরে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার বহির্ভূত দৃষ্ট হইলে তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

২৫৭ ধারা।—শমন দিবার কথা ও যে স্থলে পরওয়ানা বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

২৫৮ ধারা।—আসামীর হাজির জামীন দিবার কিম্বা স্বয়ং একরারনামা লিখনমতে মুক্ত হইবার কথা।

২৫৯ ধারা।—বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

২৬০ ধারা।—শমন অমান্য হইলে পরওয়ানা দিবার কথা।

২৬১ ধারা।—অভিযুক্তব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিবার কথা।

২৬২ ধারা।—সাক্ষীর উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার শমনের কথা।

২৬৩ ধারা।—আবশ্যক প্রমাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তলব করিবার কথা।

২৬৪ ধারা।—পূর্ব্ব বিধি খাটিবার কথা।

২৬৫ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে তাহার কথা।

২৬৬ ধারা।—তদ্রূপ সত্যতা স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৬৭ ধারা।—সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৬৮ ধার।—কোন২ স্থলে সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবার নিয়মের কথা।

২৬৯ ধারা।—বিচার স্থগিত রাখিবার কথা।

২৭০ ধারা।—তুচ্ছ ও ক্লেশজনক অভিযোগ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা না করিতে পারিবার কথা।

২৭১ ধারা।—নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দিতে পারিবার কথা।

## ষোড়শ অধ্যায়।

২৭২ ধারা।—নির্দ্দোষী করণের দণ্ডাজ্ঞা করণের কথা।

২৭৩ ধারা।—অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে মোকদ্দমা অর্পণ করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২৭৪ ধারা।—মোকদ্দমা যেরূপ সমর্পণ হইবে তাহার কথা।

২৭৫ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের কার্য্য চালাইবার বিধিমতে অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটদের কর্ম্ম করিবার কথা।

২৭৬ ধারা।—অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত মোকদ্দমায় তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৭৭ ধারা।—যে২ স্থলে অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা না করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি মোকদ্দমা সমর্পণ করি-

বেন ও তদ্রূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৭৮ ধারা।—অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় না করিয়া তাহাকে সেশন আদালতে সমর্পণ করার কথা ও তদ্রূপ স্থলে কার্য্য করিবার নিয়মের কথা।

## সপ্তদশ অধ্যায়।

২৭৯ ধারা।—অনুসন্ধানের কার্য্য যে স্থলে হয় তাহা খোলাকাছারী হওয়ার কথা।

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

২৮০ ধারা।—অপরাধ প্রমাণ হইলে শান্তিরক্ষার মুচলকার কথা।

২৮১ ধারা।—শান্তিরক্ষার জামীনের কথা।

২৮২ ধারা।—কোন ব্যক্তির শান্তিরক্ষার মুচলকা লিখিতে না হইবার কারণ দর্শাইতে তাহার নামে শমন জারী হইবার কথা।

২৮৩ ধারা।—শমনের মর্ম্মের কথা।

২৮৪ ধারা।—অর্থদণ্ডের কথা।

২৮৫ ধারা।—গ্রেপ্তারী পরওয়ানার কথা।

২৮৬ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিত থাকার অনুমতি হইবার কথা।

২৮৭ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

২৮৮ ধারা।—মুচলকা লিখিয়া দিবার হুকুম না মানিবার কথা।

২৮৯ ধারা।—কারাবদ্ধ হইবার কালের কথা।

২৯০ ধারা।—কারাবদ্ধ হইবার কাল বৃদ্ধির কথা।

২৯১ ধারা।—মুচলকা রহিত করিবার কথা।

২৯২ ধারা।—জামীনদিগকে মুক্ত করিবার কথা।

২৯৩ ধারা।—মুখ্যব্যক্তির স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা।

২৯৪ ধারা।—জামীনের স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা।

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

২৯৫ ধারা।—যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছয়মাস পর্য্যন্ত সদাচারের জামীন লইতে পারেন তাহার কথা।

২৯৬ ধারা।—যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক বৎসর পর্য্যন্ত সদাচারের জামীন লইতে পারেন তাহার কথা।

২৯৭ ধারা।—এক বৎসরের অধিককালের প্রয়োজন হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৯৮ ধারা।—সেশন আদালতে অর্পণ হইবার কথা।

২৯৯ ধারা।—সেশন আদালতের ৩ বৎসরের অনধিক কালের জামীন লইতে পারিবার কথা।

৩০০ ধারা।—জামীন দিবার আজ্ঞাতে যাহা লিখিত হইবে তাহার কথা।

৩০১ ধারা।—জামীন দিলে কারাবদ্ধ হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩০২ ধারা।—যাহারদের জামীন দিবার আজ্ঞা হয় তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে স্থলে মুক্ত করিতে পারেন তাহার কথা।

৩০৩ ধারা।—যে স্থলে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

৩০৪ ধারা।—জামীনকে মুক্ত করিবার কথা।

৩০৫ ধারা।—জামীনদিগকে অর্থদণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যের কথা।

৩০৬ ধারা।—শমন গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৩০৭ ধারা।—১৮ অধ্যায় কি এই অধ্যায়মতে প্রমাণ হইবার কথা।

## বিংশতি অধ্যায়।

৩০৮ ধারা।—অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩০৯ ধারা।—আজ্ঞা দিবার কি তাহার এত্তেলা দিবার কথা।

৩১০ ধারা।—যাহার প্রতি আজ্ঞা হয় তাহার সেই

আজ্ঞা মানিবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হওয়া প্রার্থনা করিবার কথা। ও পঞ্চায়ৎকে নিযুক্ত করিবার বিধি ও তাহারদের শৈথিল্য হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩১১ ধারা।—যাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সে অমান্য কি শৈথিল্য করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩১২ ধারা।—পঞ্চায়ৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা যুক্তিমতে ও উপযুক্ত কহিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩১৩ ধারা।—যাহার প্রতি ঐ আজ্ঞা হয় সে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে ঐ আজ্ঞা যুক্তিমতে ও উপযুক্ত নহে জানাইতে পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩১৪ ধারা।—আজ্ঞা দেওন ও প্রবল করণের কথা।

৩১৫ ধারা।—কোন২ বিষয়ে রক্ষা করিবার কথা।

## একবিংশ অধ্যায়।

৩১৬ ধারা।—স্ত্রীর ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞা করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা ও সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩১৭ ধারা।—ঐ টাকা ন্যূন করিবার প্রার্থনার কথা।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

৩১৮ ধারা।—ভূমিবিষয়ক কোন বিবাদেতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য

তাহার কথা ও ভুমি যাহার দখলে থাকে তাহাকে আইন মতে বেদখল না করা গেলে তাহার দখল থাকিবার কথা।

৩১৯ ধারা।—দখিলকার নিশ্চিতরূপে না জানা গেলে বিবাদের বিষয় ক্রোক করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২০ ধারা।—ভুমি কি জল ব্যবহারের অধিকার বিষয বিবাদের কথা।

৩২১ ধারা।—কালেক্টর সাহেবেরদের ও রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

৩২২ ধারা।—যে২ স্থলে জুরির দ্বারা বিচার হইবে তাহা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৩২৩ ধারা।—বিশেষ জাতীয় লোকেরদের বিচারার্থে জুরি যে প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৩২৪ ধারা।—সেশন আদালতে আসেসরেরদের সাহায্যে বিচার হইবার কথা।

৩২৫ ধারা।—অন্য ব্যক্তিরদের বিচারার্থে জুরি যে প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

৩২৬ ধারা।—উভয় প্রকারের লোকের অভিযোগ হইলে জুরি যে রূপে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা।

৩২৭ ধারা।—কত জনে জুরি হইবে তাহার কথা।

৩২৮ ধারা।—নিষ্পত্তি বিষয়ে যত জনের সম্মতি আবশ্যক তাহার কথা।

৩২৯ ধারা।—জুরি ও আসেসরেরদের ফর্দ্দের কথা।

৩৩০ ধারা।—ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

৩৩১ ধারা।—ঐ ফর্দ্দ সংশোধনের কথা।

৩৩২ ধারা।—ঐ ফর্দ্দ পুনঃ সংশোধনের কথা।

৩৩৩ ধারা।—জুরির কথা।

৩৩৪ ধারা।—অযোগ্যতার কথা।

৩৩৫ ধারা।—বর্জ্জিত ব্যক্তিরদের কথা।

৩৩৬ ধারা।—জুরির ব্যক্তিরদিগকে আদালতের শমন করিবার কথা।

৩৩৭ ধারা।—শমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা।

৩৩৮ ধারা।—জুরির অন্য ব্যক্তিদিগকে কি আসেসরের দিগকে আদালতের শমন করিবার কথা।

৩৩৯ ধারা।—জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে গবর্ণমেন্টের কর্ম্মকারকের উপর শমন জারীর কথা।

৩৪০ ধারা।—জুরির কোন ব্যক্তি কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা।

৩৪১ ধারা।—প্রত্যেক সেশনে জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহারদের নাম লিখিবার কথা।

৩৪২ ধারা।—জুরিকে গুলিবাঁট দ্বারা ও আসেসরেরদিগকে জজ সাহেবের দ্বারা মনোনীত হইবার কথা।

৩৪৩ ধারা।—জুরির নাম ডাকনের ও আপত্তির কথা।

৩৪৪ ধারা।—আপত্তির ভিন্নং হেতুর কথা।

৩৪৫ ধারা।—যে ভাষাতে সাক্ষ্য দেওয়ার কি অনুবাদ হয় তাহা ঐ জুরি ব্যক্তির বুঝিতে পারিবার কথা।

৩৪৬ ধারা।—জুরির প্রমাণ ব্যক্তির কথা।

৩৪৭ ধারা।—জুরির কি আসেসরেরদের পরিবর্ত্তন না হইয়া ক্রমেশ বহু অপরাধের বিচার হইতে পারিবার কথা।

৩৪৮ ধারা।—জুরির কি আসেসরেরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা।

৩৪৯ ধারা।—৩২৩ ধারাক্রমে নিযোজ্য জুরিকে শমন ও মনোনীত করণের কথা।

৩৫০ ধারা।—জুরির কোন ব্যক্তি নিষ্পত্তির পুর্ব্বে বিচার করণ সময়ে থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৫১ ধারা।—জুরির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট অধিকাংশের নূতন ব্যক্তিদের দ্বারা দোষ নির্ণয়ের কথা।

৩৫২ ধারা।—নিষ্পত্তিকরণার্থ জুরি যে সময়ে ও যত-কাল স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবে তাহার কথা।

৩৫৩ ধারা।—আসেসরের কোন জন বিচারকরণ সময়ে থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৫৪ ধারা।—জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের অনুপস্থিত থাকার দণ্ডের কথা।

## চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

৩৫৫ ধারা।—অধঃস্থ বিচারকর্ত্তারদের ও প্রধান সদর আমীনেরদের ফৌজদারী এলাকার ও দণ্ড করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৫৬ ধারা।—অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটেরা সেশন আদালতে ও মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যে মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩৫৭ ধারা।—অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হওনান্তর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার কথা।

৩৫৮ ধারা।—যেং মোকদ্দমা অধঃস্থ বিচারকর্ত্তারদের ও প্রধান সদর আমীনেরদের বিচারার্থে অর্পিত হয় তাহার কথা।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

৩৫৯ ধারা।—প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমায় সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধের কথা।

৩৬০ ধারা।—সেশন আদালতের সম্মুখস্থ বিচারের কার্য্য গবর্ণমেণ্টের উকীল প্রভৃতির দ্বারা চালান যাইবার কথা।

৩৬১ ধারা।—বিচারের কার্য্য গৌণে করিবার কথা।

৩৬২ ধারা।—বিচার আরম্ভ করিবার কথা।

৩৬৩ ধারা।—অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

৩৬৪ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখস্থ মোকদ্দমায় উভয়পক্ষ প্রভৃতির সাক্ষ্য গ্রহণের বিধি সেশন আদালতের সম্মুখস্থ মোকদ্দমায় খাটিবার কথা।

৩৬৫ ধারা।—সাক্ষী উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে তাহার কয়েদ হইবার কথা।

৩৬৬ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে কথা কহে তাহা বিচারকালে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবার বথা ও সেই কথা গ্রহণের প্রমাণের কথা।

৩৬৮ ধারা।—আদালতের আবশ্যক প্রমাণ তলব করিবার কথা।

৩৬৮ ধারা।—চিকিৎসকের সাক্ষ্যের কথা।

৩৬৯ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষীর যে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া স্বাক্ষর করেন তাহা যে স্থলে গ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

৩৭০ ধারা।—কিমিয়া দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৭১ ধারা।—মুমূর্ষু সাক্ষ্যের কথা।

৩৭২ ধারা।—অভিযোগের উত্তরের কথা।

৩৭৩ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

৩৭৪ ধারা।—যে সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে বক্তৃতা করিতে পারে তাহার কথা।

৩৭৫ ধারা।—উভয়ের পক্ষীয় সাক্ষীরদের কথা।

৩৭৬ ধারা।—অভিযোগ ব্যক্তির প্রত্যুত্তরের ক্ষমতার কথা।

৩৭৭ ধারা।—মোকদ্দমা স্থগিত করণের কথা।

৩৭৮ ধারা।—সেই অন্য দিনে বৈঠক হইলে জুরির কি আসেসরেরদের উপস্থিত হইবার কথা।

৩৭৯ ধারা।—জুরির নিষ্পত্তির কথা।

৩৮০ ধারা।—নির্দ্দোষী করণ কি দোষ নিশ্চয় করণের কথা।

## ষড়বিংশ অধ্যায়।

৩৮১ ধারা।—বিচারের মধ্যে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮২ ধারা।—নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা লিখিবার পাঠ।

৩৮৩ ধারা।—যে দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর হইবার জন্যে সদর আদালতে অর্পিত হয় সেই দণ্ডভোগের কথা।

৩৮৪ ধারা।—সেশন আদালতে পরওয়ানা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে লিখিতে হইবার কথা।

৩৮৫ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ২ ধারামতে দণ্ডভোগের কথা।

৩৮৬ ধারা।—কারাবদ্ধ হওয়ার স্থলে কারাবদ্ধ করিবার পরওয়ানা।

৩৮৭ ধারা।—সেশন আদালতের বিচার করা মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ নিয়মিত সময়ে পাঠাইবার কথা।

## সপ্তবিংশ অধ্যায়।

৩৮৮ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তচিত্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৮৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া সেশন আদালতে সমর্পিত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯০ ধারা।—উক্ত অনুসন্ধান কি বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

৩৯১ ধারা।—মোকদ্দমার বিচারকার্য্য পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইবার কথা।

৩৯২ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে উপস্থিত করাগেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯৩ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তহওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধী হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯৪ ধারা।—উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করাগেল তাহার নির্ব্বিঘ্নরূপে রক্ষার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি সেশন আদালতের নিয়ম করিবার কথা।

৩৯৫ ধারা।—ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে জেলের ইন্স্পেক্টর প্রভৃতির দৃষ্ট করিবার ও রিপোর্ট করিবার কথা।

৩৯৬ ধারা।—কারাবদ্ধ ব্যক্তির মনের বিকৃত হইল বোধ হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিরদের আশ্রয় বাটীতে প্রেরিত হইয়া মনের স্বাস্থ্যাদি না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় রাখিবার কথা।

৩৯৭ ধারা।—যে স্থলে ক্ষিপ্তব্যক্তিকে কুটুম্বের কি বন্ধুর তত্ত্বাবধারণে অর্পণ হইতে পারিবে তাহার কথা।

## অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

৩৯৮ ধারা।—দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর করণার্থে যে মোকদ্দমা অর্পিত হয় তাহা শুনিবার আদালতের কথা।

৩৯৯ ধারা।—দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর কি অন্যান্য প্রভৃতি করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪০০ ধারা।—অধিক অনুসন্ধানাদি করিবার আজ্ঞা করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪০১ ধারা।—দণ্ড স্থিরতর হইবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে ২ জন জজ সাহেবের স্বাক্ষর করিবার কথা।

## ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

৪০২ ধারা।—যে মোকদ্দমায় বেআইনী আজ্ঞা হয় তাহার পুনর্ব্বিচারের কথা।

৪০৩ ধারা।—মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের কথা।

৪০৪ ধারা।—সদর আদালতের পুনর্দ্দৃষ্টির সাধারণ ক্ষমতার কথা।

৪০৫ ধারা।—সেশন আদালতের রিকার্ড তলব করিয়া বিবেচনা করিতে সদর আদালতের ক্ষমতাপন্ন হওয়ার কথা।

৪০৬ ধারা।—অপরাধ যে আদালতে নির্ণয় হইল সেই আদালতে সদর আদালতের পুনর্ব্বিবেচিত মোকদ্দমার কার্য্য জ্ঞাত করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

## ত্রিংশ অধ্যায়।

৪০৭ ধারা।—যে মোকদ্দমায় নিরপরাধের নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪০৮ ধারা।—জুরির দ্বারা আসেসরেরদের সাহায্যক্রমে বিচারিত যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে তাহার কথা।

৪০৯ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের হুকুমের উপর ...র কথা।

৪১০ ধারা।—জষ্টিস অফ দি পিসের হুকুমের উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা।—কোন কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

৪১২ ধারা।—মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার ন্যূন ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারি কার্য্যকারকেরদের হুকুমের উপর আপীলের কথা।

৪১৩ ধারা।—১০ অধ্যায়মতের হুকুমের উপর আপীলের কথা।

৪১৪ ধারা।—প্রকারান্তরের বিধান না হইলে ফৌজদারী আদালতের আজ্ঞার কি দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৫ ধারা।—আপীলের দরখাস্ত উপস্থিত করিবার কালের কথা।

৪১৬ ধারা।—দরখাস্তের সঙ্গে হুকুমের নকল থাকার কথা।

৪১৭ ধারা।—আপীল আদালতের সেই আপীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিবার কথা।

৪১৮ ধারা।—কারাবদ্ধ ব্যক্তির আপীলের কথা।

৪১৯ ধারা।—অধঃস্থ আদালতের কাগজপত্র আনাইতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২০ ধারা।—দুই জন জজ সাহেবের স্বাক্ষর করিবার কথা।

৪২১ ধারা।—আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিতে ও হাজির জামীনীক্রমে আসামীকে মুক্ত করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২২ ধারা।—অধিক অনুসন্ধান প্রভৃতির আজ্ঞা করিতে আপীলাদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২৩ ধারা।—শঠতাক্রমে দ্রব্যের অবিহিত ব্যবহার করণাপরাধ নির্ণয় হইলে পর চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইলেও তাহা অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৪২৪ ধারা।—শঠতাক্রমে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণাপরাধ প্রমাণ হইলেও চৌর্য্যাপরাধ নির্ণয় হয় তাহা অসিদ্ধ না হইতে পারিবার কথা।

৪২৫ ধারা।—পূর্ব্বোক্ত দুই ধারাক্রমে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা ন্যূন করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতা রক্ষার কথা।

৪২৬ ধারা।—অভিযোগ পত্রে কিম্বা মোকদ্দমার কার্য্যেতে কোন ভ্রম কি চুক হওয়া প্রযুক্ত বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা সামান্যতঃ অসিদ্ধ হইতে না পারিবার ও আপীল আদালত কর্ত্তৃক দণ্ড ন্যূন হইবার কথা।

৪২৭ ধারা।—যাহার উপযুক্ত ক্ষমতা নাই এমত আদালতের দ্বারা দোষ প্রমাণ হইলে আপীল আদালতের যে রূপে কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

৪২৮ ধারা।—আপীল হইয়া যে হুকুম হয় তাহা চুড়ান্ত হইবার কথা।

---

## একত্রিংশ অধ্যায়।

৪২৯ ধারা।—দণ্ডের আজ্ঞা যে ভাষাতে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৪৩০ ধারা।—যে স্থলে দণ্ডাজ্ঞা ইংরাজী ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৪৩১ ধারা।—দোভাষির কর্ম্মের কথা।

৪৩২ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল দ্বারা উত্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৩ ধারা।—অল্প বয়স্ক অপরাধীদিগকে ব্যবহার সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।

৪৩৪ ধারা।—অধঃস্থ আদালতের কার্য্যের বিধান করিতে সেশন আদালতের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহাকে মুক্ত করেন তাহাকে সেশন আদালত যে স্থলে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৩৬ ধারা।—হাজির জামীন লইবার আজ্ঞা করিতে সেশন আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৩৭ ধারা।—হাজির জামীনের পরিবর্ত্তে টাকা আমানৎ করিবার কথা।

৪৩৮ ধারা।—বাদীরদের ও সাক্ষীরদের খরচের কথা।

৪৩৯ ধারা—নিয়মের ব্যতিক্রম প্রযুক্ত কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৪৪০ ধারা।—প্রার্থনা হইলে দণ্ডাজ্ঞার নকল দিবার কথা।

৪৪১ ধারা।—রাজধানীতে কিম্বা ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টে এই আইন প্রচলিত না হইবার কথা।

৪৪২ ধারা।—গ্রামের প্রধান লোকেরদের ও গ্রাম্য পোলীসের কর্ম্মকারক প্রভৃতির ক্ষমতা ও কার্য্যবিধান ও পল্টনের ছাউনি স্থানে ক্ষুদ্র অপরাধ বিষয়ে সেনাপতিরদের ক্ষমতা রক্ষা করিবার কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।



নবম পরিচ্ছেদ।



দশম পরিচ্ছেদ।

দত্তা প্রদানিক প্রকরণ।

দান সিদ্ধির যাহা যাহা আবশ্যক তাহা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অদেয় প্রকরণ।
অর্থাৎ অদেয় বিষয়ের দানাদি বিষয়ক প্রকরণ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দেয় প্রকরণ।—অর্থাৎ দানীয় বস্তুর দানাদি বিষয়ক প্রকরণ।

দত্ত অর্থাৎ অপ্রত্যাহার্য্য দান প্রকরণ।

অদত্ত প্রকরণ।

## দ্বিতীয় ভাগ।

## মুসলমানদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সাধারণ বিধান।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুন্নিমতাবলম্বিদের উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অংশিদের কথা।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অবশেষ অংশির কথা।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দূরস্থ সম্পর্কীয়দের কথা।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শরার বিধিমতে সম্পত্তি বণ্টনের ক্রম।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইমামিয়া অর্থাৎ স্বীয়া মতানুসারে উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম।

ভার্য্যা স্বামির বিষয়ে মুসলমানীয় শরার মত।

স্বামী স্ত্রীর বিষয়ে আইনের মত।